

প্রস্তাবনা

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ছোটদের উপযোগী করিয়া প্রচারিত হইল। আমাদের ছেলেমেয়েরা যাহাতে বাংলার এই বিরাট মনীষার পরিচয় বাল্যকাল হইতেই জানিতে পারে, সেই জন্যই এই উদ্যোগ। বস্তুতঃ ইহা সংক্ষিপ্ত সংস্করণমাত্র নয়, ইহা যথার্থই ছেলেমেয়েদের উপযোগী। উপন্যাসে ছোটদের অনুপযোগী যে-সব বিষয় বা কথোপকথনাদি আছে, তাহা বর্জিত হইয়াছে, কঠিন বাক্য বা শব্দও কখনও সহজ করা হইয়াছে।

নবপাঠ্যবিধি অনুসরণে ৭ম শ্রেণীর দ্রুত পঠনের গ্রন্থরূপে ইহা নূতন ভাবে সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হইল।

আশ্বিন, ১৩৬১

সম্পাদক

Approved as a Rapid Reader for Class VII by the Board of Secondary Education, West Bengal
(Vide Board's Notification No. Syl/70/54 dt. 14. 12. 54.)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-রচিত

আনন্দমঠ

(সংক্ষেপিত)

(৭ম শ্রেণীর দ্রুতপঠনের জন্য)

বীরত্বে বাঙালী, ব্যায়ামে বাঙালী, বিজ্ঞানে বাঙালী, বাংলার ঋষি, বাংলার মনীষী, বাংলার বিদুষী, মুকুল প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম্. এ.-সম্পাদিত

বোর্ডের অনুমতিক্রমে মূল্য বৃদ্ধি ৫০

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৫ কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা

মূল্য ৸৶০ আনা

Published by A. C. Ghosh, Presidency Library, 15 College Square, Calcutta.
Printed by A.C. Ghosh, Sree Jagadish Press, 41 Gariahat Road, Calcutta—19



প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

১১৭৬ সালে গ্রীষ্মকালে এক দিন পদচিহ্ন গ্রামে রৌদ্রের উত্তাপ বড় প্রবল। গ্রামখানি গৃহময়, কিন্তু লোক দেখি না। বাজারে সারি সারি দোকান, হাটে সারি সারি চালা, পল্লীতে পল্লীতে শত শত মৃন্ময় গৃহ, মধ্যে উচ্চনীচ অট্টালিকা। আজ সব নীরব। বাজারে দোকান বন্ধ, দোকানদার কোথায় পলাইয়াছে, ঠিকানা নাই। আজ হাটবার, হাটে হাট লাগে নাই। ভিক্ষার দিন ভিক্ষুকেরা বাহির হয় নাই। তন্তুবায় তাঁত বন্ধ করিয়া গৃহপ্রান্তে

পড়িয়া কাঁদিতেছে, ব্যবসায়ী ব্যবসা ভুলিয়া শিশু ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতেছে, দাতারা দান বন্ধ করিয়াছে, অধ্যাপকে টোল বন্ধ করিয়াছে ; শিশুও বুঝি আর সাহস করিয়া কাঁদে না। রাজপথে লোক দেখি না, সরোবরে স্নাতক দেখি না, গৃহদ্বারে মনুষ্য দেখি না, বৃক্ষে পক্ষী দেখি না, গোচারণে গোরু দেখি না, কেবল শ্মশানে শৃগাল-কুক্কুর। এক বৃহৎ অট্টালিকা—তাহার বড় বড় ছড়ওয়ালা থাম দূর হইতে দেখা যায়—সেই গৃহারণ্যমধ্যে শৈলশিখরবৎ শোভা পাইতেছিল। শোভাই বা কি, তাহার দ্বার রুদ্ধ, গৃহ মনুষ্যসমাগমশূন্য, শব্দহীন, বায়ুপ্রবেশের পক্ষেও বিঘ্নময়। তাহার অভ্যন্তরে ঘরের ভিতর মধ্যাহ্নে অন্ধকার, অন্ধকারে নিশীথ-ফুল্লকুসুমযুগলবৎ এক দম্পতি বসিয়া ভাবিতেছে। তাহাদের সম্মুখে মন্বন্তর।

১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ হইল—লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া দিয়া দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহার করিল। ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল। লোকে ভাবিল, দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন। আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান গায়িল, কৃষকপত্নী আবার রূপার পৈঁচার জন্য স্বামীর কাছে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে কার্ত্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান্য সকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল। যাহার দুই এক কাহন ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না। প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাস করিল, তারপর এক সন্ধ্যা আধ-পেটা করিয়া খাইতে

লাগিল, তার পর দুই সন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল। যে কিছু চৈত্র-ফসল হইল, কাহারও মুখে তাহা কুলাইল না। কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের কর্ত্তা, মনে করিল, আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব। একেবারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল। বাঙ্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল।

লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তার পর কে ভিক্ষা দেয়?—উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তার পর রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল-যোয়াল বেচিল, জোত-জমা বেচিল। তার পর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কিনে? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল। ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল। আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুক্কুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল, যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

রোগ সময় পাইল,—জ্বর, ওলাউঠা, ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষতঃ বসন্তের বড় প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে? কেহ কাহারও চিকিৎসা করে না, কেহ কাহাকে দেখে না; মরিলে কেহ ফেলে না। অতি রমণীয় বপু অট্টালিকামধ্যে আপনা আপনি পচে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, সে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পলায়।

মহেন্দ্রসিংহ পদচিহ্ন গ্রামে বড় ধনবান্—কিন্তু আজ ধনী-নির্ধনের এক দর। এই দুঃখপূর্ণ কালে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী সকলই গিয়াছে। কেহ মরিয়াছে, কেহ পলাইয়াছে। সেই বহুপরিবারমধ্যে এখন তাঁহার ভার্য্যা ও তিনি স্বয়ং আর এক শিশুকন্যা। তাঁহাদের কথা বলিতেছিলাম।

তাঁহার ভার্য্যা কল্যাণী চিন্তা ত্যাগ করিয়া গোশালে গিয়া স্বয়ং গো-দোহন করিলেন। পরে দুগ্ধ তপ্ত করিয়া কন্যাকে খাওয়াইয়া গোরুকে ঘাস-জল দিতে গেলেন। ফিরিয়া আসিলে মহেন্দ্র বলিলেন, "এরূপে ক'দিন চলিবে ?"

কল্যাণী বলিলেন, "বড় অধিক দিন নয়। যত দিন চলে, আমি যত দিন পারি, চালাই, তার পর তুমি মেয়েটি লইয়া সহরে যাইও।"

মহেন্দ্র। সহরে যদি যাইতে হয় ত তোমায় বা কেন এত দুঃখ দিই ? চল না, এখনই যাই।

পরে দুই জনে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইল।

পরদিন প্রভাতে দুই জনে কিছু অর্থ সঙ্গে লইয়া, ঘরদ্বারে চাবি বন্ধ করিয়া, গোরুগুলি ছাড়িয়া দিয়া, কন্যাটিকে কোলে লইয়া রাজধানীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে মহেন্দ্র বলিলেন, "পথ অতি দুর্গম। পায়ে পায়ে ডাকাত-লুঠেরা ফিরিতেছে, শুধু হাতে যাওয়া উচিত নয়।" এই বলিয়া মহেন্দ্র গৃহে ফিরিয়া বন্দুক, গুলী, বারুদ লইয়া গেলেন।

দেখিয়া কল্যাণী বলিলেন, "যদি অস্ত্রের কথা মনে করিলে, তবে তুমি একবার সুকুমারীকে ধর। আমিও হাতিয়ার লইয়া আসিব।"

এই বলিয়া কল্যাণী কন্যাকে মহেন্দ্রের কোলে দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মহেন্দ্র বলিলেন, "তুমি আবার কি হাতিয়ার লইবে ?"

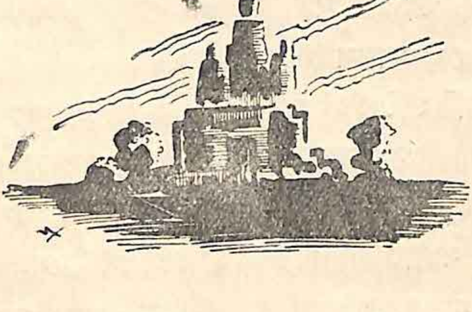
কল্যাণী আসিয়া একটি বিষের ক্ষুদ্র কৌটা বস্ত্রমধ্যে লুকাইল। দুঃখের দিনে কপালে কি হয় বলিয়া কল্যাণী পূর্ব্বেই বিষ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

জ্যৈষ্ঠমাস, দারুণ রৌদ্রে পৃথিবী অগ্নিময়, বায়ুতে আগুন ছড়াইতেছে, আকাশ তপ্ত তামার চাঁদোয়ার মত, পথের ধূলি সকল অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ। কল্যাণী ঘামিতে লাগিলেন, কখনও বাবলাগাছের ছায়ায়, কখনও খেজুর গাছের ছায়ায় বসিয়া বসিয়া, শুষ্ক পুষ্করিণীর কর্দ্দমময় জল পান করিয়া কত কষ্টে পথ চলিতে লাগিলেন। মেয়েটি মহেন্দ্রের কোলে—এক একবার মহেন্দ্র মেয়েকে বাতাস দেয়। এক একবার নিবিড় শ্যামল পত্ররঞ্জিত সুগন্ধ কুসুমসংযুক্ত লতাবেষ্টিত বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া দুই জনে বিশ্রাম করিলেন। মহেন্দ্র কল্যাণীর শ্রমসহিষ্ণুতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বস্ত্র ভিজাইয়া মহেন্দ্র নিকটস্থ পল্বল হইতে জল আনিয়া আপনার ও কল্যাণীর মুখে, হাতে, পায়ে, কপালে সিঞ্চন করিলেন।

কল্যাণী কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু দুই জনে ক্ষুধায় বড় আকুল হইলেন। তাও সহ্য হয়—মেয়েটির ক্ষুধাতৃষ্ণা সহ্য হয় না। অতএব আবার তাঁহারা পথ বাহিয়া চলিলেন। সেই অগ্নিতরঙ্গ সন্তরণ করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে এক চটীতে পৌঁছিলেন। মহেন্দ্রের মনে মনে বড় আশা ছিল, চটিতে গিয়া স্ত্রী-কন্যার মুখে শীতল জল দিতে পারিবেন ; প্রাণরক্ষার জন্য মুখে আহার দিতে পারিবেন।

কিন্তু কৈ ? চটীতে ত মনুষ্য নাই। বড় বড় ঘর পড়িয়া আছে, মানুষ সকল পলাইয়াছে। মহেন্দ্র ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া স্ত্রীকন্যাকে একটি ঘরের ভিতর শোয়াইলেন। বাহির হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকহাঁক করিতে লাগিলেন। কাহারও উত্তর পাইলেন না। তখন মহেন্দ্র কল্যাণীকে বলিলেন, "তুমি একটু সাহস করিয়া একা থাক ; দেখি যদি গাই থাকে, আমি দুধ আনিব।" এই বলিয়া একটা মাটির কলসী হাতে করিয়া মহেন্দ্র নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

কলসী অনেক পড়িয়া ছিল।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র চলিয়া গেলেন। কল্যাণী একা বালিকা লইয়া সেই জনশূন্য স্থানে প্রায় অন্ধকার কুটীরমধ্যে চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার মনে বড় ভয় হইতেছিল। কেহ কোথাও নাই, মনুষ্যমাত্রের কোন শব্দ পাওয়া যায় না, কেবল শৃগাল-কুক্কুরের রব। এইরূপ চারিদিক চাহিয়া দেখিতে দেখিতে সম্মুখস্থ দ্বারে একটা কি ছায়ার মত দেখিলেন ; মনুষ্যাকৃতি বোধ হয়, কিন্তু মনুষ্যও বোধ হয় না। অতিশয় শুষ্ক, শীর্ণ—অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, উলঙ্গ, বিকটাকার মনুষ্যের মত কি আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে সেই ছায়া যেন একটা হাত তুলিল, অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট অতিদীর্ঘ শুষ্ক হস্তের দীর্ঘ শুষ্ক অঙ্গুলি দ্বারা কাহাকে যেন সঙ্কেত করিয়া ডাকিল। কল্যাণীর প্রাণ শুকাইল। তখন সেইরূপ আর একটা ছায়া—শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার, উলঙ্গ—প্রথম ছায়ার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তার পর একটা আসিল, তার পর আরও একটা আসিল। কত আসিল, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তাহারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই প্রায় অন্ধকার গৃহ নিশীথশ্মশানের মত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। তখন সেই প্রেতবৎ মূর্ত্তিসকল কল্যাণী এবং তাঁহার কন্যাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কল্যাণী প্রায় মূর্চ্ছিতা হইলেন। কৃষ্ণবর্ণ শীর্ণ পুরুষেরা কল্যাণী এবং তাঁহার কন্যাকে ধরিয়া তুলিয়া, গৃহের বাহির করিয়া, মাঠ পার হইয়া এক জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিল।

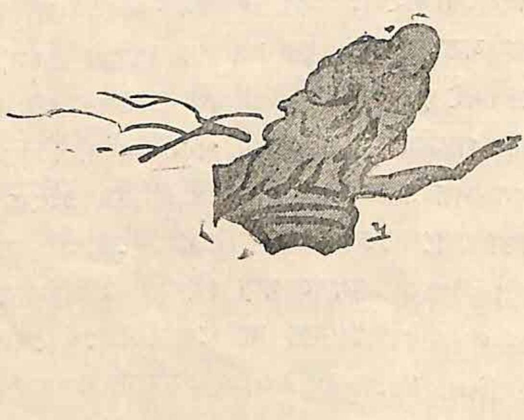
কিছুক্ষণ পরে মহেন্দ্র কলসী করিয়া দুগ্ধ লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই। ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিলেন, কন্যার নাম ধরিয়া, শেষে স্ত্রীর নাম ধরিয়া অনেক ডাকিলেন, কোন উত্তর, কোন সন্ধান পাইলেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যে বনমধ্যে দস্যুরা কল্যাণীকে নামাইল, সে বন অতি মনোহর। আলো নাই, শোভা দেখে এমন চক্ষুও নাই, দরিদ্রের হৃদয়ান্তর্গত সৌন্দর্য্যের ন্যায় সে বনের সৌন্দর্য্য অদৃষ্ট রহিল। দেশে আহার থাকুক বা না থাকুক—বনে ফুল আছে, ফুলের গন্ধে সে অন্ধকারেও আলো বোধ হইতেছিল। মধ্যে পরিষ্কৃত, সুকোমল পুষ্পাবৃত ভূমিখণ্ডে দস্যুরা কল্যাণী ও তাঁহার কন্যাকে নামাইল। তাহারা তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া বসিল। তখন তাহারা বাদানুবাদ করিতে লাগিল যে, ইহাদিগকে লইয়া কি করা যায়? যে কিছু অলঙ্কার কল্যাণীর সঙ্গে ছিল, তাহা পূর্ব্বেই তাহারা হস্তগত করিয়াছিল। এক দল তাহার বিভাগে ব্যতিব্যস্ত। অলঙ্কারগুলি বিভক্ত হইলে একজন দস্যু বলিল, "আমরা সোনারূপা লইয়া কি করিব, একখানা গহনা লইয়া কেহ আমাকে এক মুঠা চাল দাও, ক্ষুধায় প্রাণ যায়—আজ কেবল গাছের পাতা খাইয়া আছি।" একজন এই কথা বলিলে সকলেই সেইরূপ বলিয়া গোল করিতে লাগিল, "চাল দাও,

চাল দাও, ক্ষুধায় প্রাণ যায়, সোনা-রূপা চাহি না।" দলপতি তাহাদিগকে থামাইতে লাগিল, কিন্তু কেহ থামে না, ক্রমে উচ্চ উচ্চ কথা হইতে লাগিল, গালাগালি হইতে লাগিল, মারামারির উপক্রম। যে যে অলঙ্কার ভাগে পাইয়াছিল, সে সে অলঙ্কার রাগে তাহার দলপতির গায়ে ছুঁড়িয়া মারিল। দলপতি দুই এক জনকে মারিল। তখন সকলে দলপতিকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। দলপতি অনাহারে শীর্ণ এবং ক্লিষ্ট ছিল, দুই এক আঘাতেই ভূপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তখন ক্ষুধিত, রুষ্ট, উত্তেজিত, জ্ঞানশূন্য দস্যুদলের মধ্যে একজন বলিল, "শৃগাল-কুক্কুরের মাংস খাইয়াছি, ক্ষুধায় প্রাণ যায়, এস ভাই! আজ এই বেটাকে খাই।" তখন সকলে "জয় কালী!" বলিয়া উচ্চনাদ করিয়া উঠিল। "বম্ কালী! আজ নরমাংস খাইব।" এই বলিয়া সেই বিশীর্ণদেহ কৃষ্ণকায় প্রেতবৎ মূর্ত্তিসকল অন্ধকারে খলখল হাস্য করিয়া করতালি দিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। দলপতির দেহ পোড়াইবার জন্য একজন অগ্নি জ্বালিতে প্রবৃত্ত হইল। শুষ্ক লতা, কাষ্ঠ, তৃণ আহরণ করিয়া চকমকি-সোলায় আগুন করিয়া সেই তৃণ-কাষ্ঠ জ্বালিয়া দিল। তখন অল্প অল্প অগ্নি জ্বলিতে জ্বলিতে পার্শ্ববর্ত্তী আম্র, জম্বীর, পনস, তাল, তিন্তিড়ী, খর্জ্জুর প্রভৃতি শ্যামল পল্লবরাজি অল্প অল্প প্রভাসিত হইতে লাগিল; কোথাও পাতা আলোতে জ্বলিতে লাগিল, কোথাও ঘাস উজ্জ্বল হইল; কোথাও অন্ধকার আরও গাঢ় হইল। অগ্নি প্রস্তুত হইলে এক জন শবের পা ধরিয়া টানিয়া আগুনে ফেলিতে গেল। তখন আর একজন বলিল, "রাখ, রও রও, যদি মহামাংস খাইয়াই আজ

প্রাণ রাখিতে হইবে, তবে এই বুড়ার শুক্‌না মাংস কেন খাই? আজ যাহা লুঠিয়া আনিয়াছি, তাহাই খাইব; এস ঐ কচি মেয়েটাকে পোড়াইয়া খাই।" আর এক জন বলিল, "যাহা হয় পোড়া বাপু, আর ক্ষুধা সয় না।" তখন সকলে লোলুপ হইয়া যেখানে কল্যাণী কন্যা লইয়া শুইয়াছিলেন, সেই দিকে চাহিল। দেখিল যে, সে স্থান শূন্য, কন্যাও নাই, মাতাও নাই। দস্যুদিগের বিবাদের সময় সুযোগ দেখিয়া কল্যাণী কন্যা কোলে করিয়া, কন্যার মুখে স্তনটি দিয়া বনমধ্যে পলাইয়াছেন। শীকার পলাইয়াছে দেখিয়া 'মার মার' শব্দ করিয়া সেই প্রেতমূর্ত্তি দস্যুদল চারিদিকে ছুটিল। অবস্থাবিশেষে মনুষ্য হিংস্র জন্তুমাত্র।





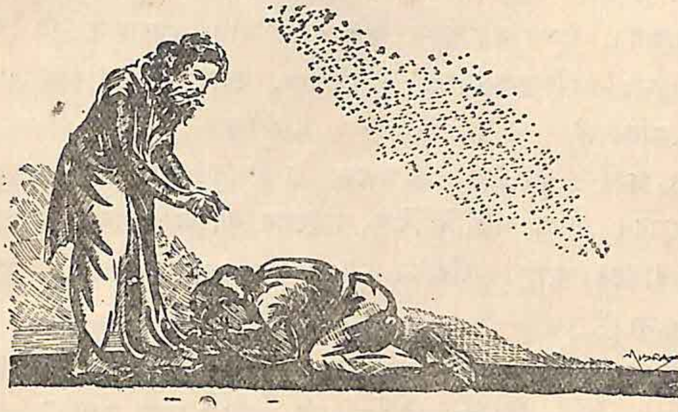
চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বন অত্যন্ত অন্ধকার, কল্যাণী তাহার ভিতর পথ পায় না। বৃক্ষলতাকণ্টকের ঘন বিন্যাসে একে পথ নাই, তাহাতে আবার ঘনান্ধকার। কণ্টক ভেদ করিয়া কল্যাণী বনমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। মেয়েটির গায়ে কাঁটা ফুটিতে লাগিল। মেয়েটি মধ্যে মধ্যে কাঁদিতে লাগিল, শুনিয়া দস্যুরা আরও চীৎকার করিতে লাগিল। কল্যাণী এইরূপে রুধিরাক্ত-কলেবর হইয়া অনেক দূর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চন্দ্রোদয় হইল, এতক্ষণ কল্যাণীর মনে কিছু ভরসা ছিল যে, অন্ধকারে তাঁহাকে দস্যুরা দেখিতে পাইবে না, কিয়ৎক্ষণ খুঁজিয়া নিরস্ত হইবে ; কিন্তু এক্ষণে চন্দ্রোদয় হওয়ায় সে ভরসা গেল। চাঁদ আকাশে উঠিয়া বনের মাথার উপর আলো ঢালিয়া দিল—ভিতরে বনের অন্ধকার আলোতে

ভিজিয়া উঠিল। অন্ধকার উজ্জ্বল হইল। মাঝে মাঝে ছিদ্রের ভিতর দিয়া আলো বনের ভিতর প্রবেশ করিয়া উকিঝুঁকি মারিতে লাগিল, চাঁদ যত উঁচুতে উঠিতে লাগিল, তত আরও আলো বনে ঢুকিতে লাগিল, অন্ধকারসকল আরও বনের ভিতর লুকাইতে লাগিল। কল্যাণী কন্যা লইয়া আরও বনের ভিতর লুকাইতে লাগিলেন। তখন দস্যুরা আরও চীৎকার করিয়া চারিদিক্ হইতে ছুটিয়া আসিতে লাগিল—কন্যাটি ভয় পাইয়া আরও চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কল্যাণী তখন নিরস্ত হইয়া আর পলায়নের চেষ্টা করিলেন না, এক বৃহৎ বৃক্ষতলে কণ্টকশূন্য তৃণময় স্থানে বসিয়া কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া কেবল ডাকিতে লাগিলেন, "কোথায় তুমি! যাঁহাকে আমি নিত্য পূজা করি, নিত্য নমস্কার করি, যাঁহার ভরসায় এই বনমধ্যেও প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলাম, কোথায় তুমি হে মধুসূদন।" এই সময়ে ভয়ে, ভক্তির প্রগাঢ়তায়, ক্ষুধাতৃষ্ণায় অবসাদে কল্যাণী ক্রমে বাহ্যজ্ঞানশূন্য, আভ্যন্তরিক চৈতন্যময় হইয়া শুনিতে লাগিলেন, অন্তরীক্ষে স্বর্গীয় স্বরে গীত হইতেছে—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে!
হরে মুরারে মধুকৈটভারে!"

কল্যাণী তখন নয়ন মেলিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে শুভ্রশরীর, শুভ্রকেশ, শুভ্রশ্মশ্রু, শুভ্রবসন ঋষিমূর্ত্তি। কল্যাণী মনে করিলেন, প্রণাম করিব, কিন্তু প্রণাম করিতে পারিলেন না, মাথা নোয়াইতে একেবারে চেতনাশূন্য হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন।



পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সেই বনমধ্যে এক প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ডে ভগ্নশিলাখণ্ডসকলে পরিবেষ্টিত হইয়া একটি বড় মঠ আছে। পুরাণতত্ত্ববিদরা দেখিলে বলিতে পারিতেন, ইহা পূর্ব্বকালে বৌদ্ধদিগের বিহার ছিল—তার পরে হিন্দুর মঠ হইয়াছে। অট্টালিকাশ্রেণী দ্বিতল—মধ্যে বহুবিধ দেবমন্দির এবং সম্মুখে নাটমন্দির ; সকলই প্রায় প্রাচীরে বেষ্টিত, আর বহিঃস্থিত বন্যবৃক্ষশ্রেণী দ্বারা এরূপ আচ্ছন্ন যে, দিনমানে অনতিদূর হইতেও কেহ বুঝিতে পারে না যে, এখানে কোঠা আছে। অট্টালিকাসকল অনেক স্থানেই ভগ্ন, কিন্তু দিনমানে দেখা যায় যে, সে সকল স্থান সম্প্রতি মেরামত হইয়াছে। দেখিলেই জানা যায় যে, এই গভীর দুর্ভেদ্য অরণ্যমধ্যে মনুষ্য বাস করে। এই মঠের একটি

কুঠারী মধ্যে একটা বড় কুঁদো জ্বলিতেছিল, তাহার ভিতর কল্যাণী প্রথম চৈতন্য হইলে দেখিলেন, সম্মুখে সেই শুভ্রশরীর শুভ্রবসন মহাপুরুষ। তখন মহাপুরুষ বলিলেন, "মা! দেবতার ঠাঁই, শঙ্কা করিও না, একটু দুধ আছে, তুমি খাও, তার পর তোমার সহিত কথা কহিব।"

কল্যাণী হৃষ্টচিত্তে কন্যাকে দুগ্ধপান করাইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু আপনি কিছু খাইলেন না, বলিলেন, "আমাকে দুধ খাইতে আজ্ঞা করিবেন না—কোন বাধা আছে। আমি খাইব না।"

তখন বনবাসী অতি করুণস্বরে বলিলেন, "কি বাধা আছে আমাকে বল—আমি বনবাসী ব্রহ্মচারী, তুমি আমার কন্যা।"

কল্যাণী তখন গলদশ্রুলোচনে বলিলেন, "আপনি দেবতা, আপনাকে বলিব—আমার স্বামী এ পর্য্যন্ত অভুক্ত আছেন, তাঁহার সাক্ষাৎ না পাইলে কিম্বা ভোজন-সংবাদ না শুনিলে আমি কি প্রকারে খাইব?"

ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার স্বামী কোথায়?"

কল্যাণী বলিলেন, "তাহা আমি জানি না—তিনি দুধের সন্ধানে বাহির হইলে দস্যুরা আমাকে চুরি করিয়া লইয়া আসিয়াছে।" তখন ব্রহ্মচারী একটি একটি করিয়া প্রশ্ন করিয়া কল্যাণী এবং তাঁহার স্বামীর বৃত্তান্ত সমুদয় অবগত হইলেন। ব্রহ্মচারী তখন বলিলেন, "তুমি নির্ভয়ে এই দেউলমধ্যে অবস্থিতি কর, আমি তোমার স্বামীর সন্ধানে চলিলাম।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাত্রি অনেক। চাঁদ মাথার উপর। পূর্ণচন্দ্র নহে, আলো তত প্রখর নহে। এক অতি বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর সেই অন্ধকারের ছায়াবিশিষ্ট অস্পষ্ট আলো পড়িয়াছে। সে আলোতে মাঠের এপার ওপার দেখা যাইতেছে না। মাঠে কি আছে, কে আছে, দেখা যাইতেছে না। মাঠ যেন অনন্ত জনশূন্য, ভয়ের আবাসস্থান বলিয়া বোধ হইতেছে। সেই মাঠ দিয়া মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতা যাইবার রাস্তা। রাস্তার ধারে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়। পাহাড়ের উপর অনেক আম্রাদি বৃক্ষ। গাছের মাথাসকল চাঁদের আলোকে উজ্জ্বল হইয়া সর-সর করিয়া কাঁপিতেছে, তাহার ছায়া কালো পাথরের উপর কালো হইয়া তর-তর করিয়া কাঁপিতেছে। ব্রহ্মচারী সেই পাহাড়ের শিখরের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন,—কি শুনিতে লাগিলেন, বলিতে পারি না। সেই বিশাল প্রান্তরেও কোন শব্দ নাই—কেবল বৃক্ষাদির মর্ম্মর শব্দ। এক স্থানে পাহাড়ের মূলের নিকটে বড় জঙ্গল। উপরে পাহাড়, নীচে রাজপথ, মধ্যে সেই জঙ্গল। সেখানে কি শব্দ হইল, বলিতে পারি না—ব্রহ্মচারী সেই দিকে গেলেন। নিবিড় জলঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, সেই বনমধ্যে বৃক্ষরাজির অন্ধকার তলদেশে সারি সারি গাছের নীচে মানুষ বসিয়া আছে। মানুষসকল দীর্ঘকায়, কৃষ্ণকায়, সশস্ত্র; মধ্যে মধ্যে নিপতিত জ্যোৎস্নায় তাহাদের মার্জ্জিত আয়ুধ সকল জ্বলিতেছে। এমন তুই শত লোক বসিয়া আছে—একটি

কথাও কহিতেছে না। ব্রহ্মচারী ধীরে ধীরে তাহাদিগের মধ্যে গিয়া কি একটা ইঙ্গিত করিলেন—কেহ উঠিল না, কেহ কথা কহিল না, কেহ কোন শব্দ করিল না ; তিনি সকলের সম্মুখ দিয়া সকলকে দেখিতে দেখিতে গেলেন, অন্ধকারে মুখপানে চাহিয়া নিরীক্ষণ করিতে করিতে গেলেন, যেন কাহাকে খুঁজিতেছেন, পাইতেছেন না। খুঁজিয়া খুঁজিয়া এক জনকে চিনিয়া তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ইঙ্গিত করিতেই সে উঠিল। ব্রহ্মচারী তাহাকে লইয়া দূরে আসিয়া দাঁড়াইলেন ; এই ব্যক্তি যুবা পুরুষ—ঘনকৃষ্ণ গুম্ফশ্মশ্রুতে তাহার চন্দ্রবদন আবৃত—সে বলিষ্ঠকায়, অতি সুন্দর পুরুষ। সে গৈরিক বসন পরিধান করিয়াছে—সর্ব্বাঙ্গে চন্দনশোভা। ব্রহ্মচারী তাহাকে বলিলেন, "ভবানন্দ, মহেন্দ্র সিংহের কোন সংবাদ রাখ ?"

ভবানন্দ তখন বলিলেন, "মহেন্দ্র সিংহ আজ প্রাতে স্ত্রী-কন্যা লইয়া গৃহত্যাগ করিয়া যাইতেছিল, চটীতে—"

এই পর্য্যন্ত বলাতে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "চটীতে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা জানি। কে করিল ?"

ভবা। গেঁয়ো চাষালোক বোধ হয়। এখন সকল গ্রামের চাষাভূষো পেটের জ্বালায় ডাকাত হইয়াছে। আজকাল কে ডাকাত নয় ? আমরা আজ লুঠিয়া খাইয়াছি—কোতোয়াল সাহেবের দুই মণ চাউল যাইতেছিল—তাহা গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবের ভোগে লাগাইয়াছি।

ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন, "চোরের হাত হ'তে আমি তাহার স্ত্রী-কন্যাকে উদ্ধার করিয়াছি। এখন তাহাদিগকে মঠে

রাখিয়া আসিয়াছি। এখন তোমার উপর ভার যে, মহেন্দ্রকে খুঁজিয়া তাহার স্ত্রী-কন্যা তাহার জিম্মা করিয়া দাও। এখানে জীবানন্দ থাকিলে কার্য্যোদ্ধার হইবে।”

ভবানন্দ স্বীকৃত হইলেন। ব্রহ্মচারী তখন স্থানান্তরে গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চটীতে বসিয়া ভাবিয়া কোন ফলোদয় হইবে না, বিবেচনা করিয়া মহেন্দ্র গাত্রোত্থান করিলেন। নগরে গিয়া রাজপুরুষদিগের সহায়তায় স্ত্রী-কন্যার অনুসন্ধান করিবেন, এই বিবেচনায় সেই দিকেই চলিলেন। কিছু দূর গিয়া পথিমধ্যে দেখিলেন, কতকগুলি গোরুর গাড়ী ঘেরিয়া অনেকগুলি সিপাহী চলিয়াছে।

১১৭৩ সালে বাঙ্গালা প্রদেশ ইংরেজের শাসনাধীন হয় নাই। ইংরেজ তখন বাঙ্গালার দেওয়ান। তাঁহারা খাজানার টাকা আদায় করিয়া লন, কিন্তু তখনও বাঙ্গালীর প্রাণ, সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের কোন ভার লয়েন নাই। তখন টাকা লইবার ভার ইংরেজের, আর প্রাণ, সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ, নরাধম, বিশ্বাসহন্তা, মনুষ্যকুলকলঙ্ক মীরজাফরের উপর। মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাঙ্গালা রক্ষা করিবে কি প্রকারে? মীরজাফর গুলী খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেস্‌প্যাচ লেখে। বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।

অতএব বাঙ্গালার কর ইংরেজের প্রাপ্য। কিন্তু শাসনের ভার নবাবের উপর। যেখানে যেখানে ইংরেজরা আপনাদের প্রাপ্য কর আপনারা আদায় করিতেন, সেখানে তাঁহারা এক এক কালেক্টর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু খাজানা আদায় হইয়া কলিকাতায় যায়। লোক না খাইয়া মরুক, খাজানা আদায় বন্ধ হয় না। তবে তত আদায় হইয়া উঠে নাই—কেননা, মাতা বসুমতী ধন প্রসব না করিলে ধন কেহ গড়িতে পারে না। যাহা হউক, যাহা কিছু আদায় হইয়াছে, তাহা গাড়ী বোঝাই হইয়া সিপাহীর পাহারায় কলিকাতায় কোম্পানীর ধনাগারে যাইতেছিল। আজিকার দিনে দস্যুভীতি অতিশয় প্রবল, এজন্য পঞ্চাশ জন সশস্ত্র সিপাহী গাড়ীর অগ্রপশ্চাৎ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সঙ্গীন খাড়া করিয়া যাইতেছিল। তাহাদিগের অধ্যক্ষ একজন গোরা। গোরা সর্ব্বপশ্চাৎ ঘোড়ায় চড়িয়া চলিয়াছিল। রৌদ্রের জন্য দিনে সিপাহীরা পথ চলে না, রাত্রে চলে। চলিতে চলিতে সেই খাজানার গাড়ী ও সৈন্যসামন্তে মহেন্দ্রের গতিরোধ হইল। মহেন্দ্র সিপাহী ও গোরুর গাড়ী কর্ত্তৃক পথ রুদ্ধ দেখিয়া, পাশ দিয়া দাঁড়াইলেন, তথাপি সিপাহীরা তাঁহার গা ঘেঁসিয়া যায় দেখিয়া এবং এ বিবাদের সময় নয় বিবেচনা করিয়া তিনি পথিপার্শ্বস্থ জঙ্গলের ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন একজন সিপাহী বলিল, "এহি একঠো ডাকু ভাগতা হৈ।" মহেন্দ্রের হাতে বন্দুক দেখিয়া এ বিশ্বাস তাহার দৃঢ় হইল। সে দৌড়াইয়া গিয়া মহেন্দ্রের গলা ধরিল এবং "শালা—চোর"—বলিয়াই সহসা এক ঘুষা মারিল ও বন্দুক কাড়িয়া লইল। মহেন্দ্র

রিক্তহস্তে কেবল ঘুষাটা ফিরাইয়া মারিলেন। মহেন্দ্রের একটু রাগ যে বেশী হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। ঘুষাটি খাইয়া সিপাহী-মহাশয় ঘুরিয়া অচেতন হইয়া রাস্তায় পড়িলেন। তখন তিন চারি



জন সিপাহী আসিয়া গোরুর গাড়ীর দড়ি দিয়া মহেন্দ্রকে হাতে পায়ে বাঁধিয়া গোরুর গাড়ীতে তুলিল। পরে সিপাহীরা খাজানা লইয়া যেমন যাইতেছিল, তেমনি মৃদুগম্ভীর পদে চলিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মচারীর আজ্ঞা পাইয়া ভবানন্দ যে চটীতে মহেন্দ্র বসিয়াছিলেন, সেই চটীর দিকে চলিলেন। সেইখানেই মহেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া সম্ভব বিবেচনা করিলেন।

মহেন্দ্র পদচিহ্ন হইতে নগর যাইতে দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে যাইতেছিলেন। এই জন্য পথে সিপাহীদিগের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ভবানন্দ তালপাহাড় হইতে যে চটীর দিকে চলিলেন, সেও দক্ষিণ হইতে উত্তর। যাইতে যাইতে কাজে কাজেই সিপাহী-দিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনিও মহেন্দ্রের ন্যায় সিপাহীদিগকে পাশ দিলেন। একে সিপাহীদিগের সহজেই বিশ্বাস ছিল যে, এই চালান লুঠ করিবার জন্য ডাকাইতেরা অবশ্য চেষ্টা করিবে, তাতে আবার পথিমধ্যে একজন ডাকাইতকে গ্রেপ্তার করিয়াছে; কাজে কাজেই ভবানন্দকে আবার রাত্রিকালে পাশ দিতে দেখিয়াই তাহাদিগের বিশ্বাস হইল যে, এও আর একজন ডাকাত। অতএব সিপাহীরা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকেও ধৃত করিল।

ভবানন্দ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কেন বাপু?"

সিপাহী বলিল, "তোম্ শালা ডাকু হো।"

ভবা। দেখিতে পাইতেছ, গেরুয়াবসন পরা ব্রহ্মচারী আমি, ডাকাত কি এই রকম?

সিপাহী। অনেক শালা ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী ডাকাতি করে। এই বলিয়া সিপাহী ভবানন্দকে গলাধাক্কা দিয়া টানিয়া আনিল।

সুতরাং সিপাহী ভবানন্দকেও বাঁধিয়া গাড়ীর উপর তুলিয়া মহেন্দ্রের নিকট ফেলিল। ভবানন্দ চিনিলেন যে, মহেন্দ্র সিংহ।

৩. সিপাহীরা পুনরায় অন্যমনস্কে কোলাহল করিতে করিতে চলিল, গোরুর গাড়ীর চাকার কচ-কচ শব্দ হইতে লাগিল ; তখন ভবানন্দ ধীরে ধীরে কেবল মহেন্দ্রমাত্র শুনিতে পায়, এরূপ স্বরে বলিলেন, "মহেন্দ্র সিংহ, আমি তোমায় চিনি, তোমার সাহায্যের জন্যই আমি আসিয়াছি। কে আমি, তাহা এখন তোমার শুনিবার প্রয়োজন নাই। আমি যাহা বলি, সাবধানে তাহা কর। তোমার হাতের বাঁধনটা গাড়ীর চাকার উপর রাখ।"

৪ মহেন্দ্র বিস্মিত হইলেন। কিন্তু বিনা বাক্যব্যয়ে ভবানন্দের কথামত কাজ করিলেন। অন্ধকারে গাড়ীর চাকার নিকট একটু-খানি সরিয়া গিয়া হস্তবন্ধনরজ্জু চাকায় স্পর্শ করাইয়া রাখিলেন। চাকার ঘর্ষণে ক্রমে দড়িটা কাটিয়া গেল। তাহার পর পায়ের দড়ি ঐরূপ করিয়া কাটিলেন। এইরূপে বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভবানন্দের পরামর্শে নিশ্চেষ্ট হইয়া গাড়ীর উপরে পড়িয়া রহিলেন। ভবানন্দও সেইরূপ করিয়া বন্ধন ছিন্ন করিলেন। উভয়ে নিস্তব্ধ।

৫. যেখানে সেই জঙ্গলের কাছে রাজপথে দাঁড়াইয়া ব্রহ্মচারী চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, সেই পথে ইহাদিগের যাইবার পথ। সেই পাহাড়ের নিকট সিপাহীরা পৌঁছিলে দেখিল যে, পাহাড়ের নীচে একটা ঢিপির উপর একটি মানুষ দাঁড়াইয়া আছে। চন্দ্রদীপ্ত নীল আকাশে তাহার কালো শরীর চিত্রিত হইয়াছে। দেখিয়া হাওলদার বলিল, "আরও এক শালা ঐ! উহাকে ধরিয়া আন। মোট বহিবে।" তখন একজন সিপাহী ধরিতে যাইতেছে,

সে ব্যক্তি স্থির দাঁড়াইয়া আছে—নড়ে না। সিপাহী তাহাকে ধরিল। সে কিছু বলিল না। ধরিয়া তাহাকে হাওলদারের নিকট আনিল, তখনও কিছু বলিল না। হাওলদার বলিল, "উহার মাথায় মোট দেও।" সিপাহী তাহার মাথায় মোট দিল, সে মাথায় মোট লইল। তখন হাওলদার পিছন ফিরিয়া গাড়ীর সঙ্গে চলিল। এই সময় হঠাৎ একটি পিস্তলের শব্দ হইল। হাওলদার মস্তকে বিদ্ধ হইয়া ভূতলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। "এই শালা হাওলদারকো মারা" বলিয়া একজন সিপাহী মুটিয়ার হাত ধরিল! মুটিয়ার হাতে তখনও পিস্তল। মুটিয়া মাথার মোট ফেলিয়া দিয়া পিস্তল উল্‌টাইয়া ধরিয়া সেই সিপাহীর মাথায় মারিল; সিপাহীর মাথা ভাঙ্গিয়া গেল, সে নিরস্ত হইল। সেই সময়ে শব্দ করিয়া দুই শত শস্ত্রধারী লোক আসিয়া সিপাহীদিগকে ঘিরিল। সিপাহীরা তখন সাহেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। সাহেবও ডাকাত পড়িয়াছে বিবেচনা করিয়া সত্বর গাড়ীর কাছে আসিয়া চতুষ্কোণ করিবার আজ্ঞা দিলেন। ইংরেজের নেশা বিপদের সময় থাকে না। তখনই সিপাহীরা চারিদিকে সম্মুখ ফিরিয়া চতুষ্কোণ করিয়া দাঁড়াইল। অধ্যক্ষের পুনর্ব্বার আজ্ঞা পাইয়া তাহারা বন্দুক তুলিয়া ধরিল। এমন সময় হঠাৎ সাহেবের কোমর হইতে তাঁহার অসি কে কাড়িয়া লইল। লইয়াই একাঘাতে তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিল। সাহেব ছিন্নশির হইয়া অশ্ব হইতে পড়িয়া গেলে আর তাঁহার ফায়ারের হুকুম দেওয়া হইল না। সকলে দেখিল যে, এক ব্যক্তি গাড়ীর উপরে দাঁড়াইয়া তরবারি-হস্তে 'হরি হরি' শব্দ করিতেছে এবং "সিপাহী মার, সিপাহী মার" বলিতেছে। সে ভবানন্দ।

৪. সহসা অধ্যক্ষকে ছিন্নশির দেখিয়া এবং রক্ষার জন্য কাহারও নিকটে আজ্ঞা না পাইয়া সিপাহীরা কিয়ৎক্ষণ ভীত ও নিশ্চেষ্ট হইল। এই অবসরে তেজস্বী দস্যুরা তাহাদিগের অনেককে হত ও আহত করিয়া গাড়ীর নিকটে আসিয়া টাকার বাক্সসকল হস্তগত করিল। সিপাহীরা ভগ্নোৎসাহ ও পরাভূত হইয়া পলায়ন করিল। ৫. তখন যে ব্যক্তি ঢিপির উপর দাঁড়াইয়াছিল, এবং শেষে যুদ্ধের প্রধান নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, সে ভবানন্দের নিকটে আসিল। উভয়ে তখন আলিঙ্গন করিলে ভবানন্দ বলিলেন, "ভাই জীবানন্দ, সার্থক ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলে।"

জীবানন্দ বলিলেন, "ভবানন্দ! তোমার নাম সার্থক হউক।" অপহৃত ধন যথাস্থানে লইয়া যাইবার ব্যবস্থাকরণে জীবানন্দ নিযুক্ত হইলেন, তাঁহার অনুচরবর্গের সহিত শীঘ্রই তিনি স্থানান্তরে গেলেন। ভবানন্দ একা দাঁড়াইয়া রহিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র শকট হইতে নামিয়া একজন সিপাহীর প্রহরণ কাড়িয়া লইয়া যুদ্ধে যোগ দিবার উদ্যোগী হইয়াছিলেন, কিন্তু এমন সময়ে তাঁহার স্পষ্টই বোধ হইল যে, ইহারা দস্যু; ধনাপহরণ জন্যই সিপাহীদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি যুদ্ধস্থান হইতে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইলেন। কেননা, দস্যুদের সহায়তা করিলে তাহাদিগের দুরাচারের ভাগী হইতে হইবে। তখন তিনি তরবারি ফেলিয়া দিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া

যাইতেছিলেন, এমন সময়ে ভবানন্দ আসিয়া তাঁহার নিকটে দাঁড়াইল। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি কে ?"

ভবানন্দ বলিলেন, "তোমার তাতে প্রয়োজন কি ?"

মহেন্দ্র। আমার কিছু প্রয়োজন আছে। আজ আপনার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি।

ভবা। সে বোধ যে তোমার আছে, এমন বুঝিলাম না—অস্ত্র হাতে করিয়া তফাৎ রহিলে—জমীদারের ছেলে দুধ-ঘির শ্রাদ্ধ করিতে মজবুত—কাজের বেলায় হনুমান্।

ভবানন্দের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে মহেন্দ্র ঘৃণার সহিত বলিলেন, "এ যে কুকাজ—ডাকাতি।"

ভবানন্দ বলিলেন, "হউক ডাকাতি, আমরা তোমার কিছু উপকার করিয়াছি। আরও কিছু উপকার করিবার ইচ্ছা রাখি।"

মহে। তোমরা আমার কিছু উপকার করিয়াছ বটে, কিন্তু আর কি উপকার করিবে ? আর ডাকাতের কাছে এত উপকৃত হওয়ার চেয়ে আমার অনুপকৃত থাকাই ভাল।

ভবা। উপকার গ্রহণ কর না কর, তোমারই ইচ্ছা। যদি ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে আইস। তোমার স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইব।

মহেন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "সে কি ?"

ভবানন্দ সে কথায় উত্তর না করিয়া চলিলেন। অগত্যা মহেন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন—মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এরা কি রকম দস্যু ?

———

দশম পরিচ্ছেদ

সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে দুইজনে নীরবে প্রান্তর পার হইয়া চলিলেন। মহেন্দ্র নীরব, শোককাতর, গর্ব্বিত, কিছু কৌতূহলী।

ভবানন্দ সহসা ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সে স্থিরমূর্ত্তি ধীরপ্রকৃতি সন্ন্যাসী আর নাই; সেই রণনিপুণ বীরমূর্ত্তি—সৈন্যাধ্যক্ষের মুণ্ডঘাতীর মূর্ত্তি আর নাই। এখনই যে গর্ব্বিতভাবে মহেন্দ্রকে তিরস্কার করিতেছিলেন, সে মূর্ত্তি আর নাই। যেন জ্যোৎস্নাময়ী শান্তিশালিনী, পৃথিবীর প্রান্তর-কানন-নদ-নদীময় শোভা দেখিয়া তাঁহার চিত্তের বিশেষ স্ফূর্ত্তি হইল। সমুদ্র যেন চন্দ্রোদয়ে হাসিল। ভবানন্দ হাস্যমুখ, বাঙ্ময়, প্রিয়সম্ভাষী হইলেন। কথা-বার্ত্তার জন্য বড় ব্যগ্র। ভবানন্দ কথোপকথনে অনেক উদ্যম করিলেন, কিন্তু মহেন্দ্র কথা কহিলেন না। তখন ভবানন্দ নিরুপায় হইয়া আপন মনে গীত আরম্ভ করিলেন—

"বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।"

মহেন্দ্র গীত শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন, কিছু বুঝিতে পারিলেন না—সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা, মাতা

কে? জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাতা কে?" উত্তর না করিয়া ভবানন্দ গায়িতে লাগিলেন—

"শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্ ॥"

মহেন্দ্র বলিলেন, "এ ত দেশ, এ ত মা নয়।"

ভবানন্দ বলিলেন, "আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই—স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জসমীরণ-শীতলা, শস্যশ্যামলা—"

তখন বুঝিয়া মহেন্দ্র বলিলেন, "তবে আবার গাও।"

ভবানন্দ আবার গায়িলেন—

"বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিতযামিনীম্,
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্,
সুখদাং বরদাং মাতরম্ ॥
সপ্তকোটিকণ্ঠ-কল-কল-নিনাদকরালে,
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে!

বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীম্
রিপুদলবারিণীং মাতরম্ ॥
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম,
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাম্,
সুজলাং সুফলাং মাতরম্
বন্দে মাতরম্
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীং মাতরম্ ॥"

মহেন্দ্র দেখিলেন, দস্যু গায়িতে গায়িতে কাঁদিতে লাগিল। মহেন্দ্র তখন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কারা?"

ভবানন্দ বলিলেন, "আমরা সন্তান।"

মহে। সন্তান কি? কার সন্তান?

ভবা। মায়ের সন্তান।

মহে। ভাল—সন্তানে কি চুরি-ডাকাতি করিয়া মায়ের পূজা করে? সে কেমন মাতৃভক্তি?

ভবা। আমরা চুরি-ডাকাতি করি না।

মহে। এই ত গাড়ী লুঠিলে।

ভবা। সে কি চুরি-ডাকাতি? কার টাকা লুঠিলাম?

মহে। কেন? রাজার।

ভবা। রাজার? এই যে টাকাগুলি সে লইবে, এ টাকায় তার কি অধিকার?

মহে। রাজার রাজভাগ।

ভবা। যে রাজা রাজ্যপালন করে না, সে আবার রাজা কি?

মহে। তোমরা সিপাহীর তোপের মুখে কোন্ দিন উড়িয়া যাইবে দেখিতেছি।

ভবা। অনেক সিপাহী দেখিয়াছি—আজও দেখিলাম।

মহে। ভাল ক'রে দেখনি—এক দিন দেখিবে।

ভবা। না হয় দেখিলাম, একবার বৈ ত দুইবার মরিব না।

মহে। তা ইচ্ছা করিয়া মরিয়া কাজ কি?

ভবা। মহেন্দ্র সিংহ! তোমাকে মানুষের মত মানুষ বলিয়া আমার কিছু বোধ ছিল, কিন্তু এখন দেখিলাম, সবাই যা, তুমিও তা, কেবল দুধ-ঘির যম; দেখ, সাপ মাটীতে বুক দিয়া হাঁটে, তা অপেক্ষা নীচ জীব আমি ত আর দেখি নাই, সাপের ঘাড়ে পা দিলে সে-ও ফণা ধরিয়া উঠে। তোমার কি কিছুতেই ধৈর্য্য নষ্ট হয় না? দেখ, যত দেশ আছে—মগধ, মিথিলা, কাশী, কাঞ্চী, দিল্লী, কাশ্মীর কোন্ দেশের এমন দুর্দ্দশা, কোন্ দেশে মানুষ খেতে না পেয়ে ঘাস খায়? কাঁটা খায়, বনের লতা খায়? কোন্ দেশের মানুষ শিয়াল কুক্কুর খায়, মড়া খায়? কোন্ দেশের মানুষের

সিন্দুকে টাকা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, সিংহাসনে শালগ্রাম রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঘরে ঝি-বৌ রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঝি-বৌয়ের পেটে ছেলে রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, পেট চিরে ছেলে বার করে। সকল দেশের রাজার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের সম্বন্ধ, আমাদের রাজা রক্ষা করে কৈ? ধর্ম্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, এখন ত প্রাণ পর্য্যন্তও যায়।

মহে। তাড়াবে কেমন করে?

ভবা। মেরে।

মহে। তুমি একা তাড়াবে? এক চড়ে না কি?

দস্যু গায়িল,—

"সপ্তকোটিকণ্ঠ-কল-কল-নিনাদকরালে
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবালে
অবলা কেন মা এত বলে।"

দুই জনে চলিলেন। ভবানন্দ আবার "বন্দে মাতরম্" গায়িতে লাগিলেন। মহেন্দ্রের গলা ভাল ছিল, সঙ্গীতে একটু বিদ্যা ও অনুরাগ ছিল। সুতরাং সঙ্গে গায়িলেন—দেখিলেন যে, গায়িতে গায়িতে চক্ষে জল আইসে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। সেই জনহীন কানন,—এতক্ষণ অন্ধকার শব্দহীন ছিল—এখন আলোকময়—আনন্দময় হইল। সেই আনন্দময় প্রভাতে—আনন্দময় কাননে "আনন্দমঠে" সত্যানন্দ ঠাকুর হরিণচর্ম্মে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছেন। কাছে বসিয়া জীবানন্দ। এমন সময় ভবানন্দ মহেন্দ্র সিংহকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মচারী বিনা বাক্যব্যয়ে সন্ধ্যাহ্নিক করিতে লাগিলেন, কেহ কোন কথা কহিতে সাহস করিলেন না। পরে সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন হইলে, ভবানন্দ জীবানন্দ উভয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক বিনীতভাবে উপবেশন করিলেন। তখন সত্যানন্দ ভবানন্দকে ইঙ্গিত করিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন। কি কথোপকথন হইল, তাহা আমরা জানি না। তার পর উভয়ে মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, ব্রহ্মচারী সকরুণ সহাস্যবদনে মহেন্দ্রকে বলিলেন, "বাবা, তোমার দুঃখেই আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি, কেবল সেই দীনবন্ধুর কৃপায় তোমার স্ত্রী-কন্যাকে কা'ল রাত্রিতে আমি রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম।" এই বলিয়া ব্রহ্মচারী কল্যাণীর রক্ষাবৃত্তান্ত বর্ণিত করিলেন। তার পর বলিলেন যে, "চল, তাহারা যেখানে আছে, তোমাকে সেখানে লইয়া যাই।"

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী অগ্রে অগ্রে, মহেন্দ্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেবালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্র দেখিলেন, অতি বিস্তৃত, অতি উচ্চ প্রকোষ্ঠ। এই নবারুণ-প্রফুল্ল

প্রাতঃকালে যখন নিকটস্থ কানন সূর্য্যালোক-হীরক-খচিতবৎ জ্বলিতেছে, তখন সেই বিশাল কক্ষায় প্রায় অন্ধকার। ঘরের ভিতরে কি আছে, মহেন্দ্র প্রথমে তাহা দেখিতে পাইলেন না—দেখিতে দেখিতে ক্রমে দেখিতে পাইলেন, এক প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, কৌস্তুভশোভিত-হৃদয়, সম্মুখে সুদর্শনচক্র ঘূর্ণ্যমানপ্রায় স্থাপিত। মধুকৈটভস্বরূপ দুইটি প্রকাণ্ড ছিন্নমস্তক মূর্ত্তি রুধিরপ্লাবিতবৎ চিত্রিত হইয়া সম্মুখে রহিয়াছে। বামে লক্ষ্মী আলুলায়িতকুন্তলা শতদলমালামণ্ডিতা ভয়ত্রস্তার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। দক্ষিণে সরস্বতী পুস্তক, বাদ্যযন্ত্র, মূর্ত্তিমান্ রাগ-রাগিণী প্রভৃতি পরিবেষ্টিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বিষ্ণুর অঙ্কোপরি এক মোহিনী মূর্ত্তি—লক্ষ্মী ও সরস্বতীর অধিক সুন্দরী, লক্ষ্মী-সরস্বতীর অধিক ঐশ্বর্য্যান্বিতা। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেব, যক্ষ, রক্ষ তাঁহাকে পূজা করিতেছে। ব্রহ্মচারী অতি গম্ভীর—অতি ভীতস্বরে মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকল দেখিতে পাইতেছ ?" মহেন্দ্র বলিলেন, "পাইতেছি।"

ব্রহ্ম। বিষ্ণুর কোলে কি আছে, দেখিয়াছ ?

মহে। দেখিয়াছি। কে উনি ?

ব্রহ্ম। মা।

মহে। মা কে ?

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আমরা যাঁর সন্তান।"

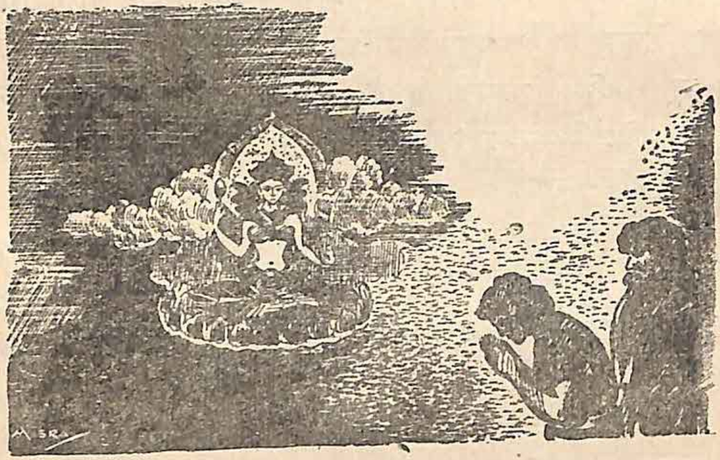
মহে। কে তিনি ?

ব্রহ্ম। সময়ে চিনিবে ; বল—বন্দে মাতরম্। এখন চল, দেখিবে চল।

তখন ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন। সেখানে মহেন্দ্র দেখিলেন, এক অপরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না সর্ব্বাভরণভূষিতা জগদ্ধাত্রীমূর্ত্তি। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে?"

ব্রহ্ম। মা—যা ছিলেন।

মহে। সে কি?



ব্রহ্ম। ইনি কুঞ্জর, কেশরী প্রভৃতি বন্য পশুসকল পদতলে দলিত করিয়া বন্য পশুর আবাসস্থানে আপনার পদ্মাসন স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইনি সর্ব্বালঙ্কার-পরিভূষিতা হাস্যময়ী সুন্দরী ছিলেন। ইনি সকল ঐশ্বর্য্যশালিনী। ইহাকে প্রণাম কর।

মহেন্দ্র ভক্তিভরে জগদ্ধাত্রীরূপিণী মাতৃভূমিকে প্রণাম করিলে পর ব্রহ্মচারী তাঁহাকে এক অন্ধকার সুড়ঙ্গ দেখাইয়া বলিলেন,

এই পথে আইস।" ব্রহ্মচারী স্বয়ং আগে চলিলেন। মহেন্দ্র সভয়ে পাছু পাছু চলিলেন। ভূগর্ভস্থ এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কোথা হইতে সামান্য আলোক আসিতেছিল। সেই ক্ষীণালোকে এক কালীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "দেখ, মা যা **হইয়াছেন**।"

মহেন্দ্র সভয়ে বলিলেন, "কালী।"

ব্রহ্ম। কালী—অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্ব্বস্ব, এই জন্য নগ্নিকা। আজ দেশে সর্ব্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কাল-মালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন—হায় মা!

ব্রহ্মচারীর চক্ষে দর দর ধারা পড়িতে লাগিল। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাতে খেটক খর্পর কেন?"

ব্রহ্ম। আমরা **সন্তান**, অস্ত্র মা'র হাতে এই দিয়াছি মাত্র—বল —বন্দে মাতরম্।

'বন্দে মাতরম্' বলিয়া মহেন্দ্র কালীকে প্রণাম করিলেন। তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, "এই পথে আইস।" এই বলিয়া তিনি দ্বিতীয় সুড়ঙ্গ আরোহণ করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহাদের চক্ষে প্রাতঃ-সূর্য্যের রশ্মিরাশি প্রভাসিত হইল। চারিদিক্ হইতে মধুকণ্ঠ পক্ষিকুল গায়িয়া উঠিল। দেখিলেন, এক মর্ম্মরপ্রস্তর-নির্ম্মিত প্রশস্ত মন্দিরের মধ্যে সুবর্ণনির্ম্মিতা দশভুজা প্রতিমা নবারুণ-কিরণে জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া হাসিতেছেন। ব্রহ্মচারী প্রণাম করিয়া বলিলেন,—

"এই মা যা **হইবেন**। দশভুজ দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানাশক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু

বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। দিগ্‌ভুজা" —বলিতে বলিতে সত্যানন্দ গদ্‌গদকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন। "দিগ্‌ভুজা—নানা-প্রহরণধারিণী শত্রু-বিমর্দ্দিনী—বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ-বিহারিণী —দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ ; এস, আমরা মাকে উভয়ে প্রণাম করি।"

উভয়ে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলে মহেন্দ্র গদ্‌গদ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মার এ মূর্ত্তি কবে দেখিতে পাইব ?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "যবে মা'র সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবেন, সেই দিন উনি প্রসন্ন হইবেন।"

মহেন্দ্র সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার স্ত্রী-কন্যা কোথায় ?"

ব্রহ্ম। চল—দেখিবে চল।

মহেন্দ্র। তাহাদের একবার মাত্র আমি দেখিয়া বিদায় দিব।

ব্রহ্ম। কেন বিদায় দিবে ?

মহেন্দ্র। আমি এই মহামন্ত্র গ্রহণ করিব।

ব্রহ্ম। কোথায় বিদায় দিবে ?

মহেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমার গৃহে কেহ নাই, আমার আর স্থানও নাই। এই মহামারীর সময় আর কোথায় বা স্থান পাইব ?"

ব্রহ্ম। যে পথে এখানে আসিলে, সেই পথে মন্দিরের বাহিরে যাও। মন্দির-দ্বারে তোমার স্ত্রী-কন্যাকে দেখিতে পাইবে। কল্যাণী এ পর্য্যন্ত অভুক্তা ; যেখানে তাহারা বসিয়া আছে, সেইখানে ভক্ষ্য সামগ্রী পাইবে। তাহাকে ভোজন করাইয়া তোমার যাহা

অভিরুচি তাহা করিও। এক্ষণে আমাদিগের আর কাহারও সাক্ষাৎ পাইবে না। তোমার মন যদি এইরূপ থাকে, তবে উপযুক্ত সময়ে তোমাকে দেখা দিব।

তখন অকস্মাৎ কোন্ পথে ব্রহ্মচারী অন্তর্হিত হইলেন। মহেন্দ্র পূর্ব্বের পথে বাহির হইয়া দেখিলেন, নাটমন্দিরে কল্যাণী কন্যা লইয়া বসিয়া আছেন।

এদিকে সত্যানন্দ অন্য সুড়ঙ্গ দিয়া অবতরণ পূর্ব্বক এক নিভৃত ভূগর্ভকক্ষে নামিলেন। সেখানে জীবানন্দ ও ভবানন্দ বসিয়া টাকা গণিয়া থরে থরে সাজাইতেছেন। সে ঘরে স্তূপে স্তূপে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, হীরক, প্রবাল, মুক্তা সজ্জিত রহিয়াছে। গত রাত্রির লুঠের টাকা ইহারা সাজাইয়া রাখিতেছেন। সত্যানন্দ সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "জীবানন্দ! মহেন্দ্র আসিবে। আসিলে সন্তানের বিশেষ উপকার আছে, কেননা, তাহা হইলে উহার পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত অর্থরাশি মা'র সেবায় অর্পিত হইবে। কিন্তু যত দিন সে কায়মনোবাক্যে মাতৃভক্ত না হয়, ততদিন তাহাকে গ্রহণ করিও না। তোমাদিগের হাতের কাজ সমাপ্ত হইলে, তোমরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উহার অনুসরণ করিও, সময় দেখিলে উহাকে শ্রীবিষ্ণুমণ্ডপে উপস্থিত করিও; আর সময়ে হউক, অসময়ে হউক উহাদিগের রক্ষা করিও; কেন না, যেমন দুষ্টের শাসন সন্তানের ধর্ম্ম, শিষ্টের রক্ষাও সেইরূপ ধর্ম্ম।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অনেক দুঃখের পর মহেন্দ্র আর কল্যাণীর সাক্ষাৎ হইল। কল্যাণী কাঁদিয়া লুটিয়া পড়িলেন। মহেন্দ্র আরও কাঁদিলেন। ব্রহ্মচারীর অনুচর যে খাবার রাখিয়া গিয়াছে, কল্যাণী মহেন্দ্রকে তাহা খাইতে বলিলেন। তারপর ভুক্তাবশেষ কল্যাণী বিরলে বসিয়া কিছু খাইলেন। দুগ্ধ কন্যাকে কিছু খাওয়াইলেন, পরে উভয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন "এখন কোথায় যাই?" কল্যাণী বলিলেন, "বাড়ীতে বিপদ্ বিবেচনা করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম, এখন দেখতেছি, বাড়ীর অপেক্ষা বাহিরে বিপদ্ অধিক। তবে চল, বাড়ীতেই ফিরিয়া যাই।" মহেন্দ্রেরও তাহা অভিপ্রেত। মহেন্দ্রের ইচ্ছা, কল্যাণীকে গৃহে রাখিয়া কোন প্রকারে একজন অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া দিয়া, এই পরম রমণীয় অপার্থিব পবিত্র মাতৃসেবাব্রত গ্রহণ করেন। অতএব তিনি সহজেই সম্মত হইলেন।

কিন্তু পদচিহ্নে কোন্ পথে যাইতে হইবে, দুর্ভেদ্য অরণ্যানীমধ্যে কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ বনের ভিতর ঘুরিতে লাগিলেন, ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই মঠেই ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন, নির্গমের পথ পাওয়া যায় না। সম্মুখে একজন বৈষ্ণববেশধারী অপরিচিত ব্রহ্মচারী দাঁড়াইয়া হাসিতেছিলেন।

বৈষ্ণব বলিলেন, "আমার সঙ্গে আইস, আমি পথ দেখাইয়া দিতেছি। তোমরা অবশ্য কোন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীর সঙ্গে প্রবেশ করিয়া থাকিবে, নচেৎ এ মঠে আসিবার বা বাহির হইবার পথ আর কেহই জানে না।"

শুনিয়া মহেন্দ্র বলিলেন, "আপনি সন্তান ?"

বৈষ্ণব বলিলেন, "হাঁ, আমিও সন্তান, আমার সঙ্গে আইস। তোমাকে পথ দেখাইয়া দিবার জন্যই আমি এখানে দাঁড়াইয়া আছি।"

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম কি ?"

বৈষ্ণব বলিলেন, "আমার নাম ধীরানন্দ গোস্বামী।"

এই বলিয়া ধীরানন্দ অগ্রে চলিলেন ; মহেন্দ্র, কল্যাণী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ধীরানন্দ অতি দুর্গম পথ দিয়া তাঁহাদিগকে বাহির করিয়া দিয়া একা বনমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলেন।

আনন্দারণ্য হইতে তাঁহারা বাহিরে আসিলে কিছু দূরে সবৃক্ষ প্রান্তর এক দিকে রহিল। বনের ধারে ধারে রাজপথ, এক স্থানে অরণ্যমধ্য দিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী কলকল শব্দে বহিতেছে। জল অতি পরিষ্কার, নিবিড় মেঘের মত কালো। দুই পাশে শ্যামল শোভাময় নানা জাতীয় পক্ষী বৃক্ষে বসিয়া নানাবিধ রব করিতেছে। সেই রব—সে-ও মধুর—নদীর রবের সঙ্গে মিশিতেছে। তেমনি করিয়া বৃক্ষের ছায়া আর জলের বর্ণ মিশিয়াছে। কল্যাণীর মনও বুঝি সেই ছায়ার সঙ্গে মিশিল। কল্যাণী নদীতীরে এক বৃক্ষমূলে বসিলেন, স্বামীকে নিকটে বসিতে বলিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে আজি আমি বিমর্ষ দেখিতেছি। বিপদ্ যাহা, তাহা হইতে উদ্ধার পাইয়াছ—এখন এত বিষাদ কেন ?"

মহেন্দ্র দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমি আর আপনার নহি—আমি কি করিব—বুঝিতে পারি না।"

ক। কেন ?

মহে। তোমাকে হারাইলে পর আমার যাহা ঘটিয়াছিল, শুন। এই বলিয়া যাহা ঘটিয়াছিল, মহেন্দ্র তাহা সবিস্তারে বলিলেন।

কল্যাণী বলিলেন, "আমার অনেক কষ্ট, অনেক বিপদ্ গিয়াছে। তুমি শুনিয়া আর কি করিবে? অতিশয় বিপদেও আমার কেমন ক'রে ঘুম আসিয়াছিল, বলিতে পারি না; কিন্তু আমি কা'ল শেষ রাত্রে ঘুমাইয়াছিলাম। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। দেখিলাম —কি পুণ্যবলে বলিতে পারি না—আমি এক অপূর্ব্ব স্থানে গিয়াছি। সেখানে মাটি নাই। কেবল আলো—অতি শীতল মেঘভাঙ্গা আলোর মত বড় মধুর আলো। সেখানে যেন সকলের উপরে সকলের দর্শনীয় স্থানে কে বসিয়া আছেন, অগ্নিময় বৃহৎ কিরীট তাঁহার মাথায়। তাঁর যেন চারি হাত। সেই চতুর্ভুজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আর এক স্ত্রীমূর্ত্তি—সে-ও জ্যোতির্ম্ময়ী।

সেই চতুর্ভুজ যেন আমাকে বলিলেন, 'তুমি স্বামীকে ছাড়িয়া আমার কাছে এস। এই তোমাদের মা, তোমার স্বামী এঁর সেবা করিবে। তুমি স্বামীর কাছে থাকিলে এঁর সেবা হইবে না; তুমি চলিয়া আইস।'—আমি যেন কাঁদিয়া বলিলাম, 'স্বামী ছাড়িয়া আসিব কি প্রকারে?' তখন আবার বাঁশীর শব্দে শব্দ হইল, 'আমি স্বামী, আমি মাতা, আমি পিতা; আমি পুত্র, আমি কন্যা, আমার কাছে এস।' আমি কি বলিলাম, মনে নাই। আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। এই বলিয়া কল্যাণী নীরব হইয়া রহিলেন।

মহেন্দ্র বিস্মিত, স্তম্ভিত, ভীত হইয়া নীরবে রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে কল্যাণী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাবিতেছ?"

মহেন্দ্র। কি করিব, তাহাই ভাবি—চল, গৃহে যাই।

"যেখানে দেবতা তোমাকে যাইতে বলেন, তুমি সেইখানে যাও"—এই বলিয়া কল্যাণী কন্যাকে স্বামীর কোলে দিলেন।

মহেন্দ্র কন্যাকে কোলে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর তুমি—তুমি কোথা যাইবে ?"

কল্যাণী দুই হাতে দুই চোখ ঢাকিয়া মাথা টিপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "আমাকেও দেবতা যেখানে যাইতে বলিয়াছেন, আমিও সেইখানে যাইব।"

মহেন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন ; বলিলেন, "সে কোথা, কি প্রকারে যাইবে ?"

কল্যাণী বিষের কৌটা দেখাইলেন।

মহেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি ? বিষ খাইবে ?"

ক। খাইব মনে করিয়াছিলাম—কিন্তু তোমাকে রাখিয়া—সুকুমারীকে রাখিয়া বৈকুণ্ঠেও আমার যাইতে ইচ্ছা করে না। আমি মরিব না।

এই বলিয়া কল্যাণী বিষের কৌটাটি মাটিতে রাখিলেন। তখন দুইজনে ভূত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কথায় কথায় উভয়েই অন্যমনস্ক হইলেন। এই অবকাশে মেয়েটি খেলা করিতে করিতে বিষের কৌটা তুলিয়া লইল। কেহই তাহা দেখিলেন না।

সুকুমারী মনে করিল, এটি বেশ খেলিবার জিনিষ। কৌটাটি একবার বাঁ হাতে ধরিয়া ডাইন হাতে বেশ করিয়া তাহাকে

চাপড়াইল, তার পর দুই হাতে ধরিয়া টানাটানি করিল। কৌটাটি খুলিয়া গেল—বড়ীটি পড়িয়া গেল।

বাপের কাপড়ের উপর ছোট গুলিটি পড়িয়া গেল—সুকুমারী তাহা দেখিল, কৌটা ফেলিয়া দিয়া থাবা মারিয়া বড়ীটি তুলিয়া লইল।

সুকুমারী বড়ীটি মুখে পূরিল।

"কি খাইল! কি খাইল! সর্ব্বনাশ!"

কল্যাণী ইহা বলিয়া কন্যার মুখের ভিতর আঙ্গুল পূরিলেন। কল্যাণী বড়ী বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন। মেয়ে কাঁদিতে লাগিল।

এ দিকে মেয়ে যে দুই এক ঢোঁক গিলিয়াছিল, তাহার গুণে কিছু বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইল। কিছু ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল—কাঁদিতে লাগিল, শেষে কিছু অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন কল্যাণী স্বামীকে বলিলেন, "আর দেখ কি? যে পথে দেবতারা ডাকিয়াছে, সেই পথে সুকুমারী চলিল—আমাকেও যাইতে হইবে।"

এই বলিয়া কল্যাণী বিষের বড়ী মুখে ফেলিয়া দিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে গিলিয়া ফেলিলেন।

মহেন্দ্র রোদন করিয়া বলিলেন, "কি করিলে কল্যাণী, ও কি করিলে?"

কল্যাণী কিছু উত্তর না করিয়া স্বামীর পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন; বলিলেন, "প্রভু! কথা কহিলে কথা বাড়িবে। আমি চলিলাম।"

"কল্যাণী, কি করিলে" বলিয়া মহেন্দ্র চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অতি মৃদুস্বরে কল্যাণী বলিতে লাগিলেন, "আমি ভালই করিয়াছি। ছার স্ত্রীলোকের জন্য পাছে তুমি দেবতার কাজে অযত্ন কর। দেখ, আমি দেববাক্য লঙ্ঘন করিতেছিলাম, তাই আমার মেয়ে গেল। আর অবহেলা করিলে পাছে তুমি যাও।"

এদিকে বালিকাটি একবার দুধ তুলিয়া সামলাইল। তাহার পেটে বিষ যে অল্প পরিমাণ গিয়াছিল, তাহা মারাত্মক নহে। কিন্তু সে সময়ে সে দিকে মহেন্দ্রের মন ছিল না। তিনি কন্যাকে কল্যাণীর কোলে দিয়া উভয়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া অবিরত কাঁদিতে লাগিলেন। তখন যেন অরণ্যমধ্য হইতে মৃদু অথচ মেঘগম্ভীর শব্দ শুনা গেল ;—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে !
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে !"

কল্যাণীর তখন বিষ ধরিয়া আসিতেছিল, চেতন কিছু অপহৃত হইয়াছিল, তিনি মোহভরে শুনিলেন, যেন সেই বৈকুণ্ঠে শ্রুত অপূর্ব্ব বংশীধ্বনিতে বাজিতেছে,—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে !
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে !"

তখন কল্যাণী মোহভরে ডাকিতে লাগিলেন ;
"হরে মুরারে মধুকৈটভারে !"—

মহেন্দ্রকে বলিলেন, "বল—
হরে মুরারে মধুকৈটভারে !"

মহেন্দ্র ডাকিতে লাগিলেন,—
"হরে মুরারে মধুকৈটভারে !"

সে সময় কে আসিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার সঙ্গে তেমনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল,—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে !"

তখন সেই অনন্তের মহিমায় সেই অনন্ত অরণ্যমধ্যে অনন্তপথগামিনীর শরীর-সম্মুখে দুইজনে অনন্তের নাম গীত করিতে লাগিলেন। পশুপক্ষী নীরব, পৃথিবী অপূর্ব্ব শোভাময়ী—এই চরম গীতের উপযুক্ত মন্দির। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে কোলে লইয়া বসিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

এদিকে রাজধানীতে রাজপথে বড় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। রব উঠিল যে, রাজসরকার হইতে কলিকাতায় যত খাজানা চালান যাইতেছিল, সন্ন্যাসীরা তাহা মারিয়া লইয়াছে। তখন রাজাজ্ঞানুসারে সন্ন্যাসী ধরিতে সিপাহী বরকন্দাজ ছুটিতে লাগিল। এখন সেই দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশে সে সময়ে প্রকৃত সন্ন্যাসী বড় ছিল না। কেবল সন্তানেরা ইচ্ছানুসারে সন্ন্যাসিবেশ ধারণ করিত, প্রয়োজন হইলে পরিত্যাগ করিত। আজ গোলযোগ দেখিয়া অনেকেই সন্ন্যাসিবেশ পরিত্যাগ করিল। বুভুক্ষু রাজানুচরবর্গ কোথাও সন্ন্যাসী না পাইয়া গৃহস্থদিগের হাঁড়িকলসী ভাঙ্গিয়া উদর অর্দ্ধপূরণ পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইল। কেবল সত্যানন্দ কোন কালে গৈরিক বসন পরিত্যাগ করিতেন না।

সেই কৃষ্ণ-কল্লোলিনী ক্ষুদ্রা নদীতীরে সেই পথের ধারেই বৃক্ষতলে নদীতটে কল্যাণী পড়িয়া আছেন, মহেন্দ্র ও সত্যানন্দ

পরস্পরে আলিঙ্গন করিয়া সাশ্রুলোচনে ঈশ্বরকে ডাকিতেছেন, এক জমাদার সিপাহী লইয়া এমন সময়ে সেইখানে উপস্থিত। একেবারে সত্যানন্দের গলদেশে হস্তার্পণ পূর্ব্বক বলিল, "এই শালা সন্ন্যাসী।"

আর একজন অমনি মহেন্দ্রকে ধরিল। কেন না, যে সন্ন্যাসীর সঙ্গী, সে অবশ্য সন্ন্যাসী হইবে। আর একজন কল্যাণীর মৃত দেহটাও ধরিতে যাইতেছিল; কিন্তু দেখিল যে একটা স্ত্রীলোকের মৃতদেহ, সন্ন্যাসী না হইলেও হইতে পারে। আর ধরিল না। বালিকাকেও ঐরূপ বিবেচনায় ত্যাগ করিল। পরে তাহারা কোন কথাবার্ত্তা না বলিয়া দুইজনকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল। কল্যাণীর মৃতদেহ আর তাহার বালিকা কন্যা বিনা রক্ষকে সেই বৃক্ষমূলে পড়িয়া রহিল।

প্রথমে শোকে অভিভূত এবং ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া মহেন্দ্র বিচেতনপ্রায় ছিলেন। কি হইতেছিল, কি হইল, বুঝিতে পারেন নাই, বন্ধনের প্রতি কোন আপত্তি করেন নাই, কিন্তু দুই চারি পদ গেলে বুঝিলেন যে, আমাদিগকে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে। কল্যাণীর শব পড়িয়া রহিল, সৎকার হইল না; শিশুকন্যা পড়িয়া রহিল; এক্ষণে তাহাদিগকে হিংস্রজন্তু খাইতে পারে, এই কথা মনোমধ্যে উদয় হইবামাত্র মহেন্দ্র দুটি হাত পরস্পর হইতে বলে বিচ্ছিন্ন করিলেন, একটানে বাঁধন ছিঁড়িয়া গেল। সেই মুহূর্ত্তে এক পদাঘাতে জমাদার সাহেবকে ভূমিশয্যা অবলম্বন করাইয়া সিপাহীকে আক্রমণ করিতেছিলেন, তখন অপর তিন জন তাঁহাকে তিন দিক্ হইতে ধরিয়া পুনর্ব্বার বিজিত ও

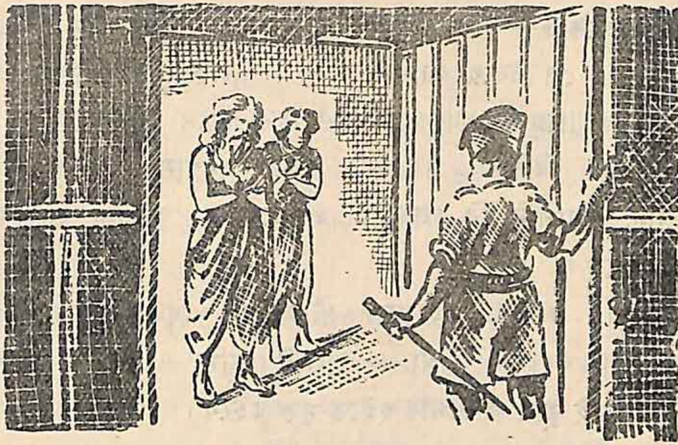
নিশ্চেষ্ট করিল। তখন দুঃখে কাতর হইয়া মহেন্দ্র সত্যানন্দ ব্রহ্মচারীকে বলিলেন যে, "আপনি একটু সহায়তা করিলেই এই পাঁচ জন দুরাত্মাকে বধ করিতে পারিতাম।" সত্যানন্দ বলিলেন, "আমার এই প্রাচীন শরীরে বল কি—আমি যাহাকে ডাকিতেছিলাম, তিনি ভিন্ন আমার আর বল নাই—তুমি যাহা অবশ্য ঘটিবে, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিও না। আমরা এই পাঁচ জনকে পরাভূত করিতে পারিব না। চল, কোথায় লইয়া যায় দেখি। জগদীশ্বর সকল দিক্ রক্ষা করিবেন।"

তখন তাঁহারা দুইজনে আর কোন মুক্তির চেষ্টা না করিয়া সিপাহীদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কিছু দূর গিয়া সত্যানন্দ সিপাহীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু! আমি হরিনাম করিয়া থাকি, হরিনাম করার কিছু বাধা আছে?" সত্যানন্দ ভালমানুষ বলিয়া জমাদারের বোধ হইয়াছিল। সে বলিল, "তুমি হরিনাম কর, তোমায় বারণ করিব না। তুমি বুড়া ব্রহ্মচারী, বোধ হয়, তোমার খালাসের হুকুমই হইবে, এই বদমাস ফাঁসি যাইবে।" তখন ব্রহ্মচারী মৃদুস্বরে গান করিতে লাগিলেন :—

"ধীর সমীরে তটিনীতীরে বসতি বনে বরনারী।
মা কুরু ধনুর্দ্ধর গমনবিলম্বনমতিবিধুরা সুকুমারী ॥"

নগরে পৌঁছিলে তাঁহারা কোতোয়ালের নিকট নীত হইলেন। কোতোয়াল রাজসরকারে এত্তালা পাঠাইয়া দিয়া ব্রহ্মচারী ও মহেন্দ্রকে সম্প্রতি ফাটকে রাখিলেন। সে কারাগার অতি ভয়ঙ্কর; যে যাইত সে প্রায় বাহির হইত না।

———



চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রাত্রি উপস্থিত। কারাগার মধ্যে বদ্ধ সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বলিলেন, "আজ অতি আনন্দের দিন। কেননা, আমরা কারাগারে বদ্ধ হইয়াছি। বল, "হরে মুরারে!"

মহেন্দ্র কাতর স্বরে বলিলেন, "হরে মুরারে!"

সত্য। কাতর কেন বাপু? তুমি এ মহাব্রত গ্রহণ করিলে স্ত্রী-কন্যা ত অবশ্য ত্যাগ করিতে। আর ত কোন সম্বন্ধ থাকিত না।

মহে। ত্যাগ এক, যমদণ্ড আর। আর যে শক্তিতে আমি এ ব্রত গ্রহণ করিতাম, সে শক্তি আমার স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে গিয়াছে।

সত্য। শক্তি হইবে। আমি শক্তি দিব। মহামন্ত্রে দীক্ষিত হও, মহাব্রত গ্রহণ কর।

মহেন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমার স্ত্রী-কন্যাকে শৃগালে কুক্কুরে খাইতেছে—আমাকে কোন ব্রতের কথা বলিবেন না।"

সত্য। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। সন্তানগণ তোমার স্ত্রীর সৎকার করিয়াছে—কন্যাকে লইয়া উপযুক্ত স্থানে রাখিয়াছে।

মহেন্দ্র বিস্মিত হইলেন, বড় বিশ্বাস করিলেন না; বলিলেন, "আপনি কি প্রকারে জানিলেন? আপনি ত বরাবর আমার সঙ্গে।"

সত্য। আমরা মহাব্রতে দীক্ষিত। দেবতা আমাদিগের প্রতি দয়া করেন। আজি রাত্রেই তুমি এ সংবাদ পাইবে, আজি রাত্রেই তুমি কারাগার হইতে মুক্ত হইবে।

মহেন্দ্র কোন কথা কহিলেন না। সত্যানন্দ বুঝিলেন যে, মহেন্দ্র বিশ্বাস করিতেছেন না। তখন সত্যানন্দ বলিলেন, "বিশ্বাস করিতেছ না—পরীক্ষা করিয়া দেখ।" এই বলিয়া সত্যানন্দ কারাগারের দ্বার পর্য্যন্ত আসিলেন; কি করিলেন, অন্ধকারে মহেন্দ্র কিছু দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু কাহারও সঙ্গে কথা কহিলেন, ইহা বুঝিলেন! ফিরিয়া আসিলে মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি পরীক্ষা?"

সত্য। তুমি এখনই কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

এই কথা বলিতে বলিতে কারাগারের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। এক ব্যক্তি ঘরের ভিতর আসিয়া বলিলেন, "মহেন্দ্র সিংহ কাহার নাম?"

মহেন্দ্র বলিলেন, "আমার নাম।"

আগন্তুক বলিলেন, "তোমার খালাসের হুকুম হইয়াছে—যাইতে পার।"

মহেন্দ্র প্রথমে বিস্মিত হইলেন—পরে মনে করিলেন, মিথ্যা কথা। পরীক্ষার্থ বাহির হইলেন। কেহ তাঁহার গতিরোধ করিল না। মহেন্দ্র রাজপথ পর্য্যন্ত চলিয়া গেলেন।

এই অবসরে আগন্তুক সত্যানন্দকে বলিলেন, "মহারাজ! আপনিও কেন যান না? আমি আপনার জন্য আসিয়াছি।"

সত্য। তুমি কে? ধীরানন্দ গোঁসাই?

ধীরা। আজ্ঞে হাঁ।

সত্য। প্রহরী হইলে কি প্রকারে?

ধীরা। ভবানন্দ আমাকে পাঠাইয়াছেন। আমি নগরে আসিয়া, আপনারা এই কারাগারে আছেন শুনিয়া এখানে কিছু ধুতুরা মিশান সিদ্ধি আনিয়াছিলাম। যে খাঁ সাহেব পাহারায় ছিলেন, তিনি তাহা সেবন করিয়া ভূমিশয্যায় নিদ্রিত আছেন, এই জামাজোড়া, পাগড়ী, বর্শা, যাহা আমি পরিয়া আছি, সে তাহারই।

সত্য। তুমি ইহা পরিয়া নগর হইতে বাহির হইয়া যাও। আমি এরূপে যাইব না।

ধীরা। কেন—সে কি?

সত্য। আজ সন্তানের পরীক্ষা।

মহেন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন। সত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফিরিলে যে?"

মহেন্দ্র। আপনি নিশ্চিত সিদ্ধপুরুষ। আমি আপনার সঙ্গ ছাড়িয়া যাইব না।

সত্য। তবে থাক, উভয়েই আজ রাত্রে অন্য প্রকারে মুক্ত হইব।

ধীরানন্দ বাহিরে গেলেন। সত্যানন্দ ও মহেন্দ্র কারাগারমধ্যে বাস করিতে লাগিলেন।



পঞ্চদশ-ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মচারীর গান অনেকে শুনিয়াছিল। অন্যান্য লোকের মধ্যে জীবানন্দের কানে সে গান গেল।

জীবানন্দ মহাপ্রভু সত্যানন্দের সঙ্কেত সকল বুঝিলেন।

"ধীরসমীরে তটিনীতীরে বসতি বনে বরনারী"

নদীর ধারে আবার কোন স্ত্রীলোক না খাইয়া পড়িয়া আছে না কি ? ভাবিয়া চিন্তিয়া, জীবানন্দ নদীর ধারে ধারে চলিলেন। জীবানন্দ দেখিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মচারী স্বয়ং সিপাহী কর্ত্তৃক নীত হইতেছেন। এ স্থলে ব্রহ্মচারীর উদ্ধারই তাঁহার প্রথম কাজ। কিন্তু জীবানন্দ ভাবিলেন, "এ সঙ্কেতের সে অর্থ নয়। তাঁহার জীবনরক্ষার

অপেক্ষাও তাঁহার আজ্ঞাপালন বড়—এই তাঁহার কাছে প্রথম শিখিয়াছি। অতএব তাঁহার আজ্ঞাপালনই করিব।”

নদীর ধারে ধারে জীবানন্দ চলিলেন। যাইতে যাইতে সেই বৃক্ষতলে নদীতীরে দেখিলেন যে, এক স্ত্রীলোকের মৃতদেহ, আর এক জীবিতা শিশু-কন্যা। মনে করিলেন 'হইলে হইতে পারে যে, ইহারাই মহেন্দ্রের স্ত্রী-কন্যা। কেননা, প্রভুর সঙ্গে মহেন্দ্রকে দেখিলাম। যাহা হউক, মাতা মৃতা, কন্যাটি জীবিতা। আগে ইহার রক্ষাবিধান করা চাই—নইলে বাঘ-ভালুকে খাইবে। ভবানন্দ ঠাকুর এইখানেই কোথায় আছেন, তিনি স্ত্রীলোকটির সৎকার করিবেন।' এই ভাবিয়া জীবানন্দ বালিকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া চলিলেন।

মেয়ে কোলে তুলিয়া জীবানন্দ গোঁসাই সেই নিবিড় জঙ্গলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। জঙ্গল পার হইয়া একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে প্রবেশ করিলেন। গ্রামখানির নাম ভৈরবীপুর। লোকে বলিত, ভরুইপুর। ভরুইপুর কতকগুলি সামান্য লোকের বাস, নিকটে আর বড় গ্রাম নাই, গ্রাম পার হইয়াই আবার জঙ্গল। চারিদিকে জঙ্গল—জঙ্গলের মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম; কিন্তু গ্রামখানি বড় সুন্দর। কোমল তৃণাবৃত গোচারণভূমি; কোমল শ্যামল পল্লবযুক্ত আম, কাঁটাল, জাম, তালের বাগান; মাঝে নীল-জল-পরিপূর্ণ স্বচ্ছ দীর্ঘিকা। তাহাতে জলে বক, হংস, ডাহুক; তীরে কোকিল, চক্রবাক; কিছু দূরে ময়ূর উচ্চরবে কেকাধ্বনি করিতেছে। গৃহে গৃহে প্রাঙ্গণে গাভী, গৃহের মধ্যে মরাই, কিন্তু আজকাল দুর্ভিক্ষে ধান নাই—কাহারও চালে একটি

ময়নার পিঁজরা, কাহারও দেওয়ালে আলিপনা—কাহারও উঠানে শাকের ভূমি। সকলেই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, কৃশ, শীর্ণ, সন্তাপিত। তথাপি এই গ্রামের লোকের একটু শ্রীছাঁদ আছে—জঙ্গলে অনেক রকম মনুষ্যখাদ্য জন্মে, এ জন্য জঙ্গল হইতে খাদ্য আহরণ করিয়া সেই গ্রামবাসীরা প্রাণ ও স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিল।

একটি বৃহৎ আম্রকাননমধ্যে একটি ছোট বাড়ী, চারিদিকে মাটির প্রাচীর, চারিদিকে চারিখানি ঘর। গৃহস্থের গোরু আছে, ছাগল আছে, একটা ময়ূর আছে, একটা ময়না আছে, একটা টীয়া আছে। একটা বাঁদর ছিল, কিন্তু সেটাকে আর খাইতে দিতে পারে না বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। একটা ঢেঁকি আছে, বাহিরে খামার আছে, উঠানে লেবুগাছ আছে, গোটাকতক মল্লিকা যূঁইয়ের গাছ আছে। কিন্তু এবার তাতে ফুল নাই। সব ঘরের দাওয়ায় একটা একটা চরকা আছে ; কিন্তু বাড়ীতে বড় লোক নাই। জীবানন্দ মেয়ে কোলে করিয়া সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই জীবানন্দ একটা ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া চরকা লইয়া ঘেনর-ঘেনর আরম্ভ করিলেন। সে ছোট মেয়েটি কখন চরকার শব্দ শুনে নাই। বিশেষতঃ মা-ছাড়া হইয়া অবধি কাঁদিতেছে, চরকার শব্দ শুনিয়া ভয় পাইয়া আরও উচ্চ সপ্তমে উঠিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। তখন ঘরের ভিতর হইতে একটি সতের কি আঠার বৎসরের মেয়ে বাহির হইল। বলিল, "এ কি এ? দাদা চরকা কাটো কেন? মেয়ে কোথায় পেলে?"

জীবানন্দ মেয়েটি আনিয়া সেই যুবতীর কোলে দিয়া বলিলেন, "ঘরে দুধ আছে?"

তখন সে যুবতী বলিল, "দুধ আছে বৈ কি, খাবে ?"

জীবা। ঐ মেয়েটি খাবে দেখছিস্‌নে, ঐ মেয়েটিকে দুধ খাওয়া।

নিমি তখন আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া, মেয়েকে কোলে শোয়াইয়া, ঝিনুক লইয়া তাহাকে দুধ খাওয়াইতে বসিল। সহসা তাহার চক্ষু হইতে ফোঁটা কতক জল পড়িল। তাহার একটি ছেলে হইয়া মরিয়া গিয়াছে, তাহারই ঐ ঝিনুক ছিল।

নিমি তখনই হাত দিয়া জল মুছিয়া হাসিতে হাসিতে জীবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ দাদা, কার মেয়ে দাদা ? আমায় মেয়েটি দেবে ?"

জীবানন্দ বলিল, "তুই নিয়ে কি করবি ?"

নিমি। আমি মেয়েটিকে দুধ খাওয়াব, কোলে করিব, মানুষ করিব,—বল্‌তে বল্‌তে ছাই পোড়া চক্ষের জল আবার আসে, আবার নিমি মুছে, আবার হাসে।

জীবানন্দ বলিলেন, "তুই নিয়ে কি করবি ? তোর কত ছেলে-মেয়ে হবে।"

নিমি। তা হয় হবে, এখন এ মেয়েটিকে দাও, এর পর না হয় নিয়ে যেও।

জীবা। তা নে, নিয়ে মরগে যা। আমি এসে মধ্যে মধ্যে দেখে যাব। আমি চললুম এখন—

নিমি। সে কি দাদা, খাবে না ? বেলা হয়েছে যে, আমার মাথা খাও, দুটি খেয়ে যাও।

নিমি তখন মেয়ে কোলে করিয়া ভাত বাড়িতে ব্যতিব্যস্ত হইল।

নিমি পিঁড়ি পাতিয়া জলছড়া দিয়া, জায়গা মুছিয়া মল্লিকা-ফুলের মত পরিষ্কার অন্ন, কাঁচা কলায়ের দাল, জঙ্গলে ডুমুরের ডালনা, পুকুরের রুইমাছের ঝোল এবং দুগ্ধ আনিয়া জীবানন্দকে খাইতে দিল। খাইতে বসিয়া জীবানন্দ বলিলেন, "নিমাই দিদি, কে বলে মন্বন্তর। তোদের গাঁয়ে বুঝি মন্বন্তর আসেনি ?"

নিমি বলিল, "মন্বন্তর আস্‌বে না কেন, বড় মন্বন্তর। তা আমরা দুটি মানুষ, ঘরে যা আছে, লোককে দিই থুই ও আপনারা খাই। আমাদের গাঁয়ে বৃষ্টি হইয়াছিল, মনে নাই ? তুমি যে সেই বলিয়া গেলে বনে বৃষ্টি হয়। তা আমাদের গাঁয়ে কিছু কিছু ধান হয়েছিল—আর সবাই সহরে বেচে এলো—আমরা বেচি নাই।"

জীবানন্দ বলিলেন, "বোনাই কোথায় ?"

নিমি ঘাড় হেঁট করিয়া চুপি চুপি বলিল, "সের দুই তিন চাল লইয়া কোথায় বেরিয়েছেন। কে না কি চাল চেয়েছে।"

এখন জীবানন্দের অদৃষ্টে এরূপ আহার অনেক কাল হয় নাই। জীবানন্দ আর বৃথা বাক্যব্যয়ে সময় নষ্ট না করিয়া গপ্‌-গপ্‌, টপ্‌-টপ্‌, সপ্‌-সপ্‌ প্রভৃতি নানাবিধ শব্দ করিয়া অতি অল্পকালমধ্যে অন্নব্যঞ্জনাদি শেষ করিলেন। এখন শ্রীমতী নিমাইমণি শুধু আপনার ও স্বামীর জন্য রাঁধিয়াছিলেন, আপনার ভাতগুলি দাদাকে দিয়াছিলেন, পাথর শূন্য দেখিয়া স্বামীর অন্নব্যঞ্জনগুলি আনিয়া ঢালিয়া দিলেন। জীবানন্দ ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সে সকলই উদর নামক বৃহৎ গর্ত্তে প্রেরণ করিলেন। তখন নিমাইমণি বলিল, "দাদা, আর কিছু খাবে ?"

জীবানন্দ বলিলেন, "আর কি আছে ?"

নিমাইমণি বলিল, "একটি পাকা কাঁটাল আছে।"

নিমাই সে পাকা কাঁটাল আনিয়া দিল—বিশেষ কোন আপত্তি না করিয়া জীবানন্দ গোস্বামী কাঁটালটিকেও সেই ধ্বংসপুরে পাঠাইলেন। তখন নিমাই হাসিয়া বলিল, "দাদা আর কিছু নাই।"

দাদা বলিলেন, "তবে যা, আর এক দিন আসিয়া খাইব।"

অগত্যা নিমাই জীবানন্দকে আঁচাইবার জল দিল। জল দিতে দিতে নিমাই বলিল, "দাদা! আমার একটি কথা রাখিবে কি? একবার বৌকে ডাকিবো?"

নিমাই বৌকে ডাকিয়া আনিল।

সে স্ত্রীলোকের বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর, কিন্তু দেখিলে নিমাইয়ের অপেক্ষা অধিক বয়স্কা বলিয়া বোধ হয় না। মলিন গ্রন্থিযুক্ত বসন পরিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, বোধ হইল যেন, গৃহ আলো হইল।

জীবানন্দ মাথা তুলিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শান্তি! তোমার এ শতগ্রন্থি মলিন বস্ত্র কেন? তোমার ত খাইবার পরিবার অভাব নাই।"

শান্তি বলিল, "তোমার ধন তোমারই জন্য আছে। আমি টাকা লইয়া কি করিতে হয়, তাহা জানি না। যখন তুমি আসিবে, যখন তুমি আমাকে গ্রহণ করিবে—"

জীবা। গ্রহণ করিব—শান্তি! আমি কি তোমায় ত্যাগ করিয়াছি?

শান্তি। ত্যাগ নহে—যবে তোমার ব্রত সাঙ্গ হইবে!

শান্তি। এক ভিক্ষা আছে। আমার সহিত আবার দেখা না হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিও না।

জীবানন্দ তখন হাসিয়া বলিলেন, "সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিও। তোমাকে না দেখিয়া আমি মরিব না। মরিবার তত তাড়াতাড়ি নাই। আর আমি এখানে থাকিব না। আমি এখন চলিলাম, তুমি আমার এক অনুরোধ রক্ষা করিও। এ বেশভূষা ত্যাগ কর। আমার পৈতৃক ভিটায় গিয়া বাস কর।"

শান্তি জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখন কোথায় যাইবে?"

জীবা। এখন মঠে ব্রহ্মচারীর অনুসন্ধানে যাইব। তিনি যে ভাবে নগরে গিয়াছেন, তাহাতে কিছু চিন্তাযুক্ত হইয়াছি, দেউলে তাঁহার সন্ধান না পাই, নগরে যাইব।



সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ভবানন্দ মঠের ভিতর বসিয়া হরিগুণ গান করিতেছিলেন, এমন সময়ে বিষণ্ণমুখে জ্ঞানানন্দ নামক একজন তেজস্বী সন্তান

তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভবানন্দ বলিলেন, "গোঁসাই, মুখ অতি ভারি কেন ?"

জ্ঞানানন্দ বলিলেন, "কিছু গোলযোগ বোধ হইতেছে। সত্যানন্দ প্রভু গেরুয়া পরিয়া একা নগরাভিমুখে গিয়াছেন। কি জানি, যদি তিনি সিপাহীর হাতে পড়েন।"

ভবানন্দ বলিলেন, "তাঁহাকে আটক রাখে, এমন কেহ বাঙ্গালায় নাই। ধীরানন্দ তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হইয়াছেন জানি। তথাপি আমি একবার নগর বেড়াইয়া আসি, তুমি মঠ রক্ষা করিও।"

এই বলিয়া ভবানন্দ এক নিভৃত কক্ষে গিয়া একটা বড় সিন্দুক হইতে কতকগুলি বস্ত্র বাহির করিলেন। সহসা ভবানন্দের রূপান্তর হইল, গেরুয়া বসনের পরিবর্ত্তে চুরিদার পায়জামা, মেরজাই, কাবা, মাথায় আমামা এবং পায়ে নাগ্‌রা শোভিত হইল। তৎকালে তাঁহাকে দেখিয়া মোগলজাতীয় যুবা পুরুষ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ভবানন্দ এইরূপে মোগল সাজিয়া সশস্ত্র হইয়া একটি অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক নগরাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

যাইতে যাইতে সহসা তাঁহার গতিরোধ হইল। সেই পথিপার্শ্বে কলনাদিনী তরঙ্গিণীর কূলে স্ত্রীমূর্ত্তি শয়ান দেখিলেন। দেখিলেন, জীবনলক্ষণ কিছুই নাই—শূন্য বিষের কৌটা পড়িয়া আছে। ভবানন্দ বিস্মিত, ক্ষুব্ধ, ভীত হইলেন। কৌটা দেখিয়া বুঝিলেন, স্ত্রীলোক বিষ খাইয়া মরিয়াছে। ভবানন্দ ভাবিলেন, সময় আছে, কিন্তু বাঁচাইয়া কি করিব ? এইরূপ চিন্তা করিলেন, চিন্তা করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি বৃক্ষের কতকগুলি পাতা লইয়া আসিলেন। পাতাগুলি হাতে পিষিয়া রস করিয়া সেই রস শবের

ওষ্ঠ-দন্ত ভেদ করিয়া অঙ্গুলিদ্বারা কিছু মুখে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। পরে নাসিকায় কিছু কিছু রস দিলেন—অঙ্গে সেই রস মাখাইতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিতে লাগিলেন, এইরূপ বহুক্ষণ পরীক্ষা করিতে করিতে ভবানন্দের মুখ কিছু প্রফুল্ল হইল—অঙ্গুলিতে নিঃশ্বাসের কিছু ক্ষীণ প্রবাহ অনুভব করিলেন। তখন আরও পত্ররস নিষেক করিতে লাগিলেন, ক্রমে নিঃশ্বাস প্রখরতর বহিতে লাগিল। নাড়ীতে হাত দিয়া ভবানন্দ দেখিলেন, নাড়ীর গতি হইয়াছে। শেষে অল্পে অল্পে কল্যাণী চক্ষুরুন্মীলন করিতে লাগিলেন। দেখিয়া ভবানন্দ সেই অর্দ্ধজীবিত দেহ অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইয়া নগরে গেলেন এবং এক গৃহে রাখিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা না হইতেই সন্তান-সম্প্রদায় সকল জানিতে পারিয়াছিলেন যে, সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী আর মহেন্দ্র দুই জনে বন্দী হইয়া নগরের কারাগারে আবদ্ধ আছেন। তখন একে একে, দুয়ে দুয়ে, দশে দশে, শতে শতে সন্তান-সম্প্রদায় আসিয়া সেই দেবালয়বেষ্টনকারী অরণ্য পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন। সকলেই সশস্ত্র। তখন মঠের দ্বারে দাঁড়াইয়া তরবারি-হস্তে জ্ঞানানন্দ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমরা অনেক দিন হইতে মনে করিয়াছি যে, এই বাবুয়ের বাসা ভাঙ্গিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিব। ভাই, আজ সেই দিন আসিয়াছে। আমাদের গুরুর গুরু পরমগুরু যিনি দেশহিতৈষী তিনি আজ কারাগারে বন্দী। আমাদের তরবারিতে কি ধার

নাই? এ হৃদয়ে কি সাহস নাই?—ভাই, ডাক হরে মুরারে মধুকৈটভারে!"

তখন সেই কানন হইতে অতি ভীষণ-নাদে সহস্র-কণ্ঠে একেবারে শব্দ হইল, "হরে মুরারে মধুকৈটভারে!" সহস্র অসি একেবারে ঝনৎকার শব্দ করিল। সহস্র বল্লম ফলকসহিত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। সেই সময় শত শত জয়ঢক্কা একেবারে নিনাদিত হইল। কানন হইতে শ্রেণীবদ্ধ সন্তানের দল নির্গত হইতে লাগিল। ধীরে, গম্ভীরে, সরোষে, সতেজে সেই সন্তানবাহিনী নগরে আসিয়া নগর বিত্রস্ত করিয়া ফেলিল। অকস্মাৎ এই বজ্রাঘাত দেখিয়া নাগরিকেরা কে কোথায় পলাইল, তাহার ঠিকানা নাই। নগররক্ষকেরা হতবুদ্ধি হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল।

এ দিকে সন্তানেরা প্রথমেই রাজকারাগারে গিয়া কারাগার ভাঙ্গিয়া, রক্ষিবর্গকে মারিয়া ফেলিল এবং সত্যানন্দ ও মহেন্দ্রকে মুক্ত করিয়া মস্তকে তুলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। সন্তানদিগের এই সকল দৌরাত্ম্যের সংবাদ পাইয়া দেশের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাদিগকে দমনার্থে একদল পরগণা-সিপাহী পাঠাইলেন। তাহাদের কেবল বন্দুক ছিল, এমন নহে, একটা কামানও ছিল। সন্তানেরা তাহাদের আগমন-সংবাদ পাইয়া, আনন্দকানন হইতে নির্গত হইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। কিন্তু লাঠি, সড়কি বা বিশ পঁচিশটা বন্দুক কামানের কাছে কি করিবে? সন্তানগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

———

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

শান্তির অল্প বয়সে, শৈশবে মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। যে সকল উপাদানে শান্তির চরিত্র গঠিত, ইহা তাহাদের মধ্যে একটি প্রধান। তাঁহার পিতা অধ্যাপক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার গৃহে অন্য স্ত্রীলোক কেহ ছিল না।

কাজেই শান্তির পিতা যখন টোলে ছাত্রদিগকে পড়াইতেন, শান্তি গিয়া তাঁহার কাছে বসিয়া থাকিত।

এইরূপে শৈশবে নিয়ত পুরুষসাহচর্য্যের প্রথম ফল এই হইল যে, শান্তি মেয়ের মত কাপড় পরিতে শিখিল না, অথবা শিখিয়া পরিত্যাগ করিল। ছেলের মত কোঁচা করিয়া কাপড় পরিতে আরম্ভ করিল। শান্তি কখনও খোঁপা বাঁধিত না—কেবা তার খোঁপা বাঁধিয়া দেয়? ছাত্রেরা ফোঁটা করিত, চন্দন মাখিত, শান্তিও ফোঁটা করিত, চন্দন মাখিত; যজ্ঞোপবীত গলায় দিতে পাইত না বলিয়া শান্তি বড় কাঁদিত। কিন্তু সন্ধ্যাহ্নিকের সময়ে ছাত্রদিগের কাছে বসিয়া তাহাদের অনুকরণ করিতে ছাড়িত না।

দ্বিতীয় ফল এই হইল যে, শান্তিও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে শিখিতে আরম্ভ করিল। ব্যাকরণের এক বর্ণ জানে না, কিন্তু ভট্টি, রঘু, কুমার, নৈষধাদির শ্লোক ব্যাখ্যা-সহিত মুখস্থ করিতে

লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া শান্তির পিতা যাহা হইবার হইবে বলিয়া শান্তিকে মুগ্ধবোধ পড়াইতে আরম্ভ করাইলেন। শান্তি বড় শীঘ্র শীঘ্র শিখিতে লাগিল। অধ্যাপক বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ব্যাকরণের সঙ্গে সঙ্গে দুই একখানা সাহিত্য পড়াইলেন। তারপর সব গোলমাল হইয়া গেল। পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হইল।

তখন শান্তি নিয়াশ্রয়। টোল উঠিয়া গেল। ছাত্রেরা চলিয়া গেল। কিন্তু শান্তিকে তাহারা ভালবাসিত—শান্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিল না, একজন তাহাকে দয়া করিয়া আপনার গৃহে লইয়া গেল। ইনিই পশ্চাৎ সন্তান-সম্প্রদায় মধ্যে প্রবেশ করিয়া জীবানন্দ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে জীবানন্দই বলিতে থাকিব।

তখন জীবানন্দের পিতা-মাতা বর্ত্তমান। তাঁহাদিগের নিকট জীবানন্দ কন্যাটির সবিশেষ পরিচয় দিলেন। পিতা-মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন এ পরের মেয়ের দায়-ভার নেয় কে?" জীবানন্দ বলিল, "আমি আনিয়াছি, আমিই দায়-ভার গ্রহণ করিব।" পিতা-মাতা বলিলেন, "ভালই।" জীবানন্দ অনূঢ়—শান্তির বিবাহ-বয়স উপস্থিত। অতএব জীবানন্দ তাহাকে বিবাহ করিলেন।

বিবাহের পর সকলেই অনুতাপ করিতে লাগিলেন। সকলেই বুঝিলেন, কাজটা ভাল হয় নাই। শান্তি কিছুতেই মেয়ের মত কাপড় পরিল না; কিছুতেই চুল বাঁধিল না। সে বাটীর ভিতর থাকিত না; পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিলিয়া খেলা করিত। জীবানন্দের বাড়ীর নিকটে জঙ্গল। শান্তি জঙ্গলের ভিতরে একা প্রবেশ করিয়া কোথায় ময়ূর, কোথায় হরিণ, কোথায় দুর্ল্লভ ফুল-ফল,

এই সকল খুঁজিয়া বেড়াইত। শ্বশুর-শাশুড়ী প্রথমে নিষেধ, পরে ভৎ র্সনা, পরে প্রহার করিয়া শেষে ঘরে শিকল দিয়া শান্তিকে কয়েদ রাখিতে আরম্ভ করিল। পীড়াপীড়িতে শান্তির বড় জ্বালাতন হইল। এক দিন দ্বার খোলা পাইয়া শান্তি কাহাকেও না বলিয়া গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

জঙ্গলের ভিতর বাছিয়া বাছিয়া ফুল তুলিয়া কাপড় ছোবাইয়া শান্তি বাচ্চা সন্ন্যাসী সাজিল। তখন বাঙ্গালা জুড়িয়া দলে দলে সন্ন্যাসী ফিরিত। শান্তি ভিক্ষা করিয়া খাইয়া জগন্নাথক্ষেত্রের রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইল। অল্পকালেই সেই পথে এক দল সন্ন্যাসী দেখা দিল; শান্তি তাহাদের সঙ্গে মিশিল।

তখন সন্ন্যাসীরা এখনকার সন্ন্যাসীদের মত ছিল না। তাহারা দলবদ্ধ, সুশিক্ষিত, বলিষ্ঠ, যুদ্ধবিশারদ এবং অন্যান্য গুণে গুণবান্ ছিল। তাহারা সচরাচর এক প্রকার রাজবিদ্রোহী—রাজার রাজস্ব লুটিয়া খাইত। বলিষ্ঠ বালক পাইলেই তাহারা অপহরণ করিত, তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া আপনাদিগের সম্প্রদায়ভুক্ত করিত। এজন্য তাহাদিগকে ছেলে-ধরা বলিত।

শান্তি বালক-সন্ন্যাসিবেশে ইহাদের এক সম্প্রদায়-মধ্যে মিশিল। শান্তি তাহাদিগের দলে থাকিয়া ব্যায়াম করিত, অস্ত্রশিক্ষা করিত এবং পরিশ্রম-সহিষ্ণু হইয়া উঠিল। তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া অনেক দেশ-বিদেশ পর্যটন করিল, অনেক লড়াই দেখিল এবং অস্ত্রবিদ্যা শিখিল।

একদিন শান্তি সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

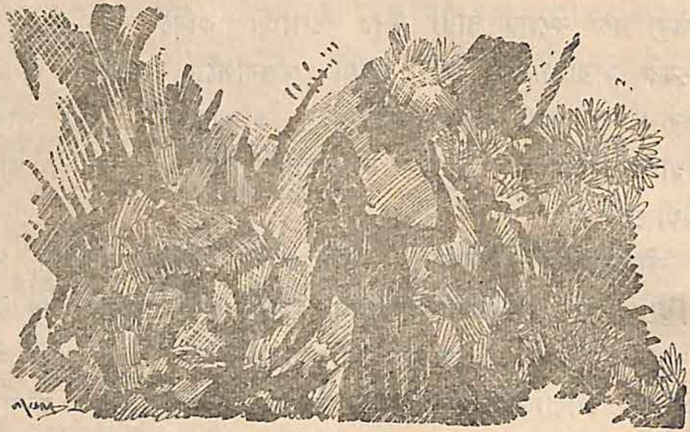
শান্তি ভয়শূন্যা। একাই স্বদেশের সন্ধানে যাত্রা করিল। সাহসের ও বাহুবলের প্রভাবে নির্ব্বিঘ্নে চলিল। ভিক্ষা করিয়া অথবা বন্য ফলের দ্বারা উদর পোষণ করিতে করিতে এবং অনেক মারামারিতে জয়ী হইয়া শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, শ্বশুর স্বর্গারোহণ করিয়াছেন; কিন্তু শাশুড়ী তাহাকে গৃহে স্থান দিলেন না—জাতি যাইবে। শান্তি বাহির হইয়া গেল।

জীবানন্দ বাড়ী ছিলেন। তিনি শান্তির অনুবর্ত্তী হইলেন, পথে শান্তিকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেন আমার গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলে? এত দিন কোথায় ছিলে?" শান্তি সকল সত্য বলিল। জীবানন্দ সত্যমিথ্যা চিনিতে পারিতেন। জীবানন্দ শান্তির কথায় বিশ্বাস করিলেন।

জীবানন্দ বলিলেন, "আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব না।"

মাকে বুঝাইয়া জীবানন্দ মা'র কাছে বিদায় লইয়া আসিলেন। ভৈরবীপুরে সম্প্রতি তাঁহার ভগিনী নিমাইয়ের বিবাহ হইয়াছিল, ভগিনীপতির সঙ্গে জীবানন্দের একটু সম্প্রীতি হইয়াছিল, জীবানন্দ শান্তিকে লইয়া সেইখানে গেলেন। ভগিনীপতি একটু ভূমি দিল। জীবানন্দ তাহার উপর এক কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন; তিনি শান্তিকে লইয়া সেইখানে সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

———



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জীবানন্দ চলিয়া গেলে পর শান্তি নিমাইয়ের দাওয়ার উপর গিয়া বসিল। নিমাই মেয়ে কোলে করিয়া তাহার নিকট আসিয়া বসিল।

তারপর শান্তি অক্ষেকক্ষণ ধরিয়া নিমাইয়ের সঙ্গে নানাবিধ কথোপকথন করিল। পরে নিমাইয়ের স্বামী বাড়ী ফিরিয়া আসিল দেখিয়া শান্তি উঠিয়া আপনার কুটীরে গেল। কুটীরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া উননের ভিতর হইতে কতকগুলি ছাই বাহির করিয়া তুলিয়া রাখিল।

তারপর তাহার যে ঢাকাই শাড়ীর উপর নিমাইমণির চোট, তাহা বাহির করিয়া তাহার পাড় ছিঁড়িয়া ফেলিল। বস্ত্রের যেটুকু অবশিষ্ট রহিল, গেরিমাটিতে তাহা বেশ করিয়া রঙ করিল।

মাথায় রুক্ষ আগুল্ফ-লম্বিত কেশদামের কিয়দংশ কাঁচি দিয়া কাটিয়া পৃথক্ করিয়া রাখিল। অবশিষ্ট যাহা মাথায় রহিল, তাহা বিনাইয়া জটা তৈয়ারী করিল। তারপর সেই গৈরিক বসনখানি অর্দ্ধেক ছিঁড়িয়া ধড়া করিয়া চারু অঙ্গে শান্তি পরিধান করিল। যে চুলগুলি কাটা পড়িয়াছিল, তাহা লইয়া শ্মশ্রুগুম্ফ রচিত করিল, কিন্তু পরিতে পারিল না। তারপর ঘরের ভিতর হইতে এক বৃহৎ হরিণচর্ম্ম বাহির করিয়া কণ্ঠের উপর গ্রন্থি দিয়া কণ্ঠ হইতে জানু পর্য্যন্ত শরীর আবৃত করিল। এইরূপে সজ্জিত হইয়া সেই নূতন সন্ন্যাসী গৃহমধ্যে ধীরে ধীরে চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইলে শান্তি সেই সন্ন্যাসিবেশে দ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক অন্ধকারে একাকিনী গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিল। বনদেবীগণ সেই নিশীথে কাননমধ্যে অপূর্ব্ব গীতধ্বনি শ্রবণ করিলেন।—

"দর বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাও রে,।
সমরে চলিনু আমি হামে না ফিরাও রে।
হরি হরি হরি হরি বলি রণরঙ্গে,
ঝাঁপ দিব প্রাণে আজি সমর-তরঙ্গে।"



তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন আনন্দমঠের ভিতর নিভৃত কক্ষে বসিয়া ভগ্নোৎসাহ সন্তাননায়ক তিনজন কথোপকথন করিতেছিলেন। জীবানন্দ সত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! দেবতা আমাদিগের প্রতি এমন অপ্রসন্ন কেন? কি দোষে আমরা পরাভূত হইলাম?"

সত্যানন্দ বলিলেন, "দেবতা অপ্রসন্ন নহেন, যুদ্ধে জয়-পরাজয় উভয় আছে, সে দিন আমরা জয়ী হইয়াছিলাম, আজ পরাভূত হইয়াছি, শেষ জয়ই জয়। কিন্তু যেমন দৈবানুগ্রহ ভিন্ন কোন কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না, তেমনি পুরুষকারও চাই। আমরা যে পরাভূত হইলাম, তাহার কারণ এই যে, আমরা নিরস্ত্র। গোলাগুলী-বন্দুক-কামানের কাছে লাঠি-সোটা-বল্লমে

কি হইবে? অতএব আমাদিগের পুরুষকারে লাঘব ছিল বলিয়াই এই পরাভব হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য, যাহাতে আমাদিগেরও ঐ অস্ত্রের অপ্রতুল না হয়।

জীব। সে অতি কঠিন ব্যাপার।

সত্য। কঠিন ব্যাপার জীবানন্দ? সন্তান হইয়া তুমি এমন কথা মুখে আনিলে? সন্তানের পক্ষে কঠিন কাজ আছে কি?

জীব। কি প্রকারে তাহার সংগ্রহ করিব, আজ্ঞা করুন।

সত্য। সংগ্রহের জন্য আমি আজ রাত্রে তীর্থযাত্রা করিব।

ভবানন্দ বলিলেন, "তীর্থযাত্রা করিয়া এ সকল সংগ্রহ করিবেন কি প্রকারে?"

সত্য। আমি কারিগর পাঠাইয়া দিব, এইখানে প্রস্তুত করিতে হইবে।

জীব। সে কি? এই আনন্দমঠে?

সত্য। তাও কি হয়? ইহার উপায় আমি বহুদিন হইতে চিন্তা করিতেছি।

ভব। কোথায় কারখানা হইবে?

সত্য। পদচিহ্নে।

জীব। সে কি? সেখানে কি প্রকারে হইবে?

সত্য। নহিলে কি জন্য আমি মহেন্দ্র সিংহকে এ ব্রত গ্রহণ করিবার জন্য এত আকিঞ্চন করিয়াছি?

ভব। মহেন্দ্র কি ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন?

সত্য। ব্রত গ্রহণ করে নাই, করিবে। আজ রাত্রে তাহাকে দীক্ষিত করিব।

জীব। কই, মহেন্দ্র সিংহকে ব্রত গ্রহণ করাইবার জন্য কি আকিঞ্চন হইয়াছে, তাহা আমরা দেখি নাই। তাহার স্ত্রী-কন্যার কি অবস্থা হইয়াছে, কোথায় তাহাদিগকে রাখিল? আমি আজ একটি কন্যা নদীতীরে পাইয়া আমার ভগিনীর নিকট রাখিয়া আসিয়াছি। সেই কন্যার নিকট একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক মরিয়া পড়িয়াছিল। সে ত মহেন্দ্রের স্ত্রী-কন্যা নয়? আমার তাই বোধ হইয়াছিল।

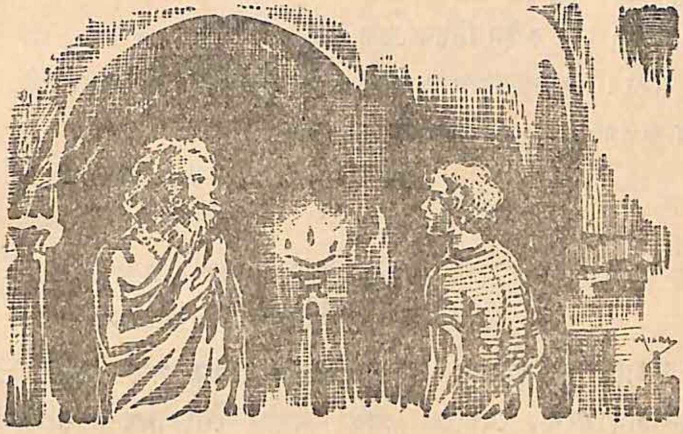
সত্য। সেই মহেন্দ্রের স্ত্রী-কন্যা।

ভবানন্দ চমকিয়া উঠিলেন। তখন তিনি বুঝিলেন যে, যে স্ত্রীলোককে তিনি ঔষধবলে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন, সেই মহেন্দ্রের স্ত্রী কল্যাণী।

সত্য। এক্ষণে সায়াহ্নকাল উপস্থিত, আমি সায়ংকৃত্যাদি সমাপনে চলিলাম। তৎপরে নূতন সন্তানদিগকে দীক্ষিত করিতে প্রবৃত্ত হইব।

ভব। সন্তানদিগকে? কেন, মহেন্দ্র ব্যতীত আর কেহ আপনার নিজ শিষ্য হইবার স্পর্দ্ধা রাখে কি?

সত্য। হাঁ, আর একটি নূতন লোক। পূর্ব্বে আমি তাহাকে কখন দেখি নাই। আজি নূতন আমার কাছে আসিয়াছে। সে অতি তরুণবয়স্ক যুবা পুরুষ।



চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সায়াহ্নকৃত্য সমাপনান্তে মহেন্দ্রকে ডাকিয়া সত্যানন্দ বলিলেন, "তোমার কন্যা জীবিত আছে।"

মহে। কোথায় মহারাজ?

সত্য। তা শুনিবার আগে, একটা কথার উত্তর দাও। তুমি সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করিবে?

মহে। তাহা নিশ্চিন্ত মনে মনে স্থির করিয়াছি।

সত্য। তবে কন্যা কোথায়, শুনিতে চাহিও না।

মহে। কেন মহারাজ?

সত্য। যে এ ব্রত গ্রহণ করে, তাহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, স্বজনবর্গ কাহারও সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে নাই। স্ত্রী, পুত্র, কন্যার মুখ দেখিলেও

প্রায়শ্চিত্ত আছে। যতদিন না সন্তানের মানস সিদ্ধ হয়, তত দিন তুমি কন্যার মুখ দেখিতে পাইবে না।

মহে। এ কঠিন নিয়ম কেন প্রভু?

সত্য। সন্তানের কাজ অতি কঠিন কাজ। যে সর্ব্বত্যাগী, সে ভিন্ন অপর কেহ এ কাজের উপযুক্ত নহে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সত্যানন্দ কথাবার্ত্তা সমাপনান্তে মহেন্দ্রের সহিত সেই মঠস্থ দেবালয়াভ্যন্তরে, যেখানে সেই অপূর্ব্ব শোভাময় প্রকাণ্ডাকার চতুর্ভুজমূর্ত্তি বিরাজিত, তথায় প্রবেশ করিলেন। সেখানে তখন অপূর্ব্ব শোভা! মন্দিরে আর একজন উপবেশন করিয়া মৃদু মৃদু "হরে মুরারে" শব্দ করিতেছিল। সত্যানন্দ মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র সে গাত্রোত্থান করিয়া প্রণাম করিল। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি দীক্ষিত হইবে?"

সে বলিল, "আমাকে দয়া করুন।"

তখন তাহাকে ও মহেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া সত্যানন্দ বলিলেন, "তোমরা এই ভগবৎসাক্ষাৎ প্রতিজ্ঞা কর, সন্তানধর্ম্মের নিয়ম সকল পালন করিবে?"

উভয়ে। করিব।

সত্য। যত দিন না মাতার উদ্ধার হয়, তত দিন গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে?

উভ। করিব।

সত্য। পিতা-মাতা ত্যাগ করিবে ?

উভ। করিব।

সত্য। ভ্রাতা-ভগিনী ?

উভ। ত্যাগ করিব।

সত্য। দারাসুত ?

উভ। ত্যাগ করিব।

সত্য। আত্মীয়-স্বজন ? দাস-দাসী ?

উভ। সকলই ত্যাগ করিলাম।

সত্য। ধন—সম্পদ্—ভোগ ?

উভ। সকলই পরিত্যাজ্য হইল।

সত্য। ইন্দ্রিয় জয় করিবে ? স্ত্রীলোকের সঙ্গে কখন একাসনে বসিবে না ?

উভ। বসিব না। ইন্দ্রিয় জয় করিব।

সত্য। ভগবৎসাক্ষাৎকার প্রতিজ্ঞা কর, আপনার জন্য বা স্বজনের জন্য অর্থোপার্জ্জন করিবে না। যাহা উপার্জ্জন করিবে, তাহা বৈষ্ণবধনাগারে দিবে ?

উভ। দিব।

সত্য। স্বয়ং অস্ত্র ধরিয়া যুদ্ধ করিবে ?

উভ। করিব।

সত্য। রণে কখনও ভঙ্গ দিবে না ?

উভ। না।

সত্য। যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় ?

উভ। জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া অথবা বিষ পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।

সত্য। আর এক কথা—জাতি। তোমরা কি জাতি? মহেন্দ্র কায়স্থ জাতি। অপরটি কি জাতি?

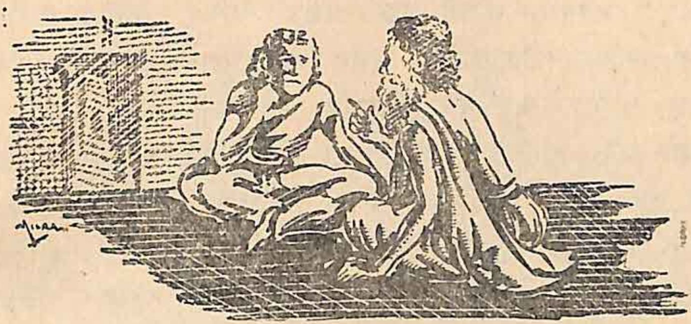
অপর ব্যক্তি বলিল, "আমি ব্রাহ্মণকুমার।"

সত্য। উত্তম। তোমরা জাতিত্যাগ করিতে পারিবে? সকল সন্তান একজাতীয়। এ মহাব্রতে ব্রাহ্মণ-শূদ্র বিচার নাই। তোমরা কি বল?

উভ। আমরা সে বিচার করিব না, আমরা সকলেই এক মায়ের সন্তান।

সত্য। তবে তোমাদিগকে দীক্ষিত করিব। তোমরা যে সকল প্রতিজ্ঞা করিলে, তাহা ভঙ্গ করিও না। মুরারি স্বয়ং ইহার সাক্ষী। তোমরা গাও "বন্দে মাতরম্।"

উভয়ে সেই নিভৃত মন্দিরমধ্যে মাতৃস্তোত্র গীত করিল।



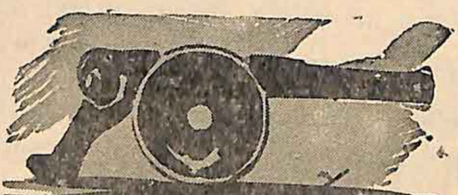
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

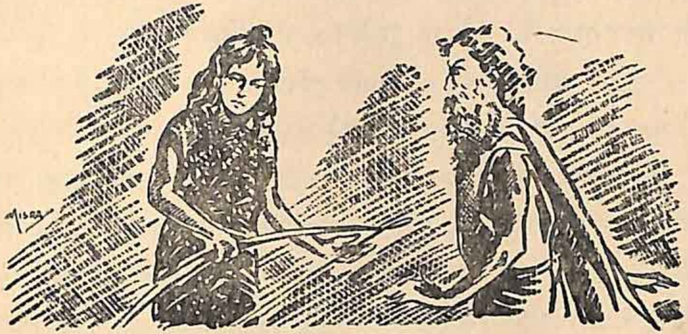
দীক্ষা সমাপনান্তে সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে অতি নিভৃত স্থানে লইয়া গেলেন। উভয়ে উপবেশন করিলে সত্যানন্দ বলিতে লাগিলেন, "দেখ বৎস! তুমি যে এই মহাব্রত গ্রহণ করিলে, ইহাতে ভগবান্ আমাদের প্রতি অনুকূল বিবেচনা করি। তোমার দ্বারা মা'র মহৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে। তুমি যত্নে আমার আদেশ শ্রবণ কর। তোমাকে জীবানন্দ-ভবানন্দের সঙ্গে বনে বনে ফিরিয়া যুদ্ধ করিতে বলি না। তুমি পদচিহ্নে ফিরিয়া যাও; স্বধামে থাকিয়াই তোমাকে সন্ন্যাসধর্ম্ম পালন করিতে হইবে।"

মহেন্দ্র শুনিয়া বিস্মিত ও বিমর্ষ হইলেন। কিছু বলিলেন না। ব্রহ্মচারী বলিতে লাগিলেন, "এক্ষণে আমাদিগের আশ্রয় নাই; এমন স্থান নাই যে, প্রবল সেনা আসিয়া আমাদিগকে অবরোধ করিলে আমরা খাদ্যসামগ্রী লইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দশ দিন নির্ব্বিঘ্নে থাকিব। আমাদিগের গড় নাই। তোমার

অট্টালিকা আছে, তোমার গ্রাম তোমার অধিকারে। আমার ইচ্ছা, সেইখানে একটি গড় প্রস্তুত করি। পরিখা-প্রাচীরের দ্বারা পদচিহ্ন বেষ্টিত করিয়া মাঝে মাঝে তাহাতে ঘাঁটি বসাইয়া দিলে, আর বাঁধের উপর কামান বসাইয়া দিলে উত্তম গড় প্রস্তুত হইতে পারিবে। তুমি গৃহে গিয়া বাস কর, ক্রমে ক্রমে দুই হাজার সন্তান সেখানে গিয়া উপস্থিত হইবে। তাহাদিগের দ্বারা গড়, ঘাঁটির বাঁধ এই সকল তৈয়ার করিতে থাকিবে। তুমি সেখানে উত্তম লৌহ-নির্ম্মিত ঘর প্রস্তুত করাইবে, সেখানে সন্তানদিগের অর্থের ভাণ্ডার হইবে। সুবর্ণে পূর্ণ সিন্দুকসকল তোমার কাছে একে একে প্রেরণ করিব। তুমি সে সকল অর্থের দ্বারা এই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। আর আমি নানা স্থান হইতে কৃতকর্ম্মা শিল্পি-সকল আনাইতেছি। শিল্পি-সকল আসিলে তুমি পদচিহ্নে কারখানা স্থাপন করিবে। সেখানে কামান, গোলা, বারুদ, বন্দুক প্রস্তুত করাইবে। এই জন্য তোমাকে গৃহে যাইতে বলিতেছি।”

মহেন্দ্র স্বীকৃত হইলেন।





সপ্তম পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র সত্যানন্দের পাদবন্দনা করিয়া বিদায় হইলে, তাঁহার সঙ্গে যে দ্বিতীয় শিষ্য সেই দিন দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তিনি আসিয়া সত্যানন্দকে প্রণাম করিলেন। সত্যানন্দ আশীর্ব্বাদ করিয়া কৃষ্ণাজিনের উপর বসিতে অনুমতি করিলেন। পরে অন্যান্য মিষ্ট কথার পর বলিলেন "কেমন, কৃষ্ণে তোমার গাঢ় ভক্তি আছে কি?"

শিষ্য বলিল, "কি প্রকারে বলিব? আমি যাহাকে ভক্তি মনে করি, হয় ত সে ভণ্ডামি, নয় ত আত্মপ্রতারণা।"

সত্যানন্দ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "ভাল বিবেচনা করিয়াছ, যাহাতে ভক্তি দিন দিন প্রগাঢ় হয়, সেই অনুষ্ঠান করিও। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার যত্ন সফল হইবে। বৎস, তোমায় কি বলিয়া ডাকিব, তাহা এ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করি নাই।

তোমার নবীন বয়স দেখিয়া তোমায় নবীনানন্দ বলিতে ইচ্ছা করে—অতএব এই নাম তুমি গ্রহণ কর। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার পূর্ব্বে কি নাম ছিল?

শিষ্য। আমার নাম শান্তিরাম দেবশর্ম্মা।

সত্য। তোমার নাম শান্তিমণি পাপিষ্ঠা।

এই বলিয়া সত্যানন্দ শিষ্যের কাল কুচকুচে দেড় হাত লম্বা দাড়ি বাম হাতে জড়াইয়া ধরিয়া এক টান দিলেন। জাল দাড়ি খসিয়া পড়িল। সত্যানন্দ বলিলেন, "ছি মা, আমার সঙ্গে প্রতারণা—আর যদি আমাকেই ঠকাবে ত এ বয়সে দেড় হাত দাড়ি কেন?"

শান্তি পোড়ার মুখী তখন দুই চোখ ঢাকা দিয়া কিছুক্ষণ অধোবদনে বসিল। পরক্ষণেই হাত নামাইয়া বলিল, "প্রভু, দোষই বা কি করিয়াছি? স্ত্রীবাহুতে কি কখন বল থাকে না?"

সত্য। গোষ্পদে যেমন জল।

শান্তি। সন্তানদিগের বাহুবল আপনি কখনও পরীক্ষা করিয়া থাকেন?

সত্য। থাকি।

এই বলিয়া সত্যানন্দ এক ইস্পাতের ধনুক আর লোহার কতকটা তার আনিয়া দিলেন, বলিলেন যে, "এই ইস্পাতের ধনুকে এই লোহার তারে গুণ দিতে হয়। গুণের পরিমাণ দুই হাত। গুণ দিতে ধনুক উঠিয়া পড়ে, যে গুণ দেয় তাহাকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। যে গুণ দিতে পারে সে প্রকৃত বলবান্।"

শান্তি ধনুক ও তার উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া বলিল, "সকল সন্তান কি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে?"

সত্য। না, ইহা দ্বারা তাহাদিগের বল বুঝিয়াছি মাত্র।

শান্তি। কেহ কি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই?

সত্য। চারি জন মাত্র।

শান্তি। জিজ্ঞাসা করিব কি, কে কে?

সত্য। নিষেধ কিছু নাই। একজন আমি।

শান্তি। আর?

সত্য। জীবানন্দ। ভবানন্দ। জ্ঞানানন্দ।

শান্তি ধনুক লইল, তার লইল, অবহেলে তাহাতে গুণ দিয়া সত্যানন্দের চরণতলে ফেলিয়া দিল।

সত্যানন্দ বিস্মিত, ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "এ কি, তুমি দেবী না মানবী?"

শান্তি করজোড়ে বলিল, "আমি সামান্য মানবী, কিন্তু আমি ব্রহ্মচারিণী।"

সত্য। তাই বা কিসে? তুমি কি বালবিধবা? না, বালবিধবারও এত বল হয় না; কেননা, তাহারা একাহারী।

শান্তি। আমি সধবা।

সত্য। তোমার স্বামী নিরুদ্দিষ্ট?

শান্তি। উদ্দিষ্ট। তাঁহার উদ্দেশেই আসিয়াছি।

সহসা মেঘভাঙ্গা রৌদ্রের ন্যায় স্মৃতি সত্যানন্দের চিত্তকে প্রভাসিত করিল। তিনি বলিলেন, "মনে পড়িয়াছে। জীবানন্দের স্ত্রীর নাম শান্তি! তুমি কি জীবানন্দের ব্রাহ্মণী?"

এবার জটাভারে নবীনানন্দ মুখ ঢাকিল। সত্যানন্দ বলিতে লাগিলেন, "কেন এ পাপাচার করিতে আসিলে?"

শান্তি সহসা জটাভার পৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত করিয়া উন্নতমুখে বলিল, "পাপাচরণ কি প্রভু ? পত্নী স্বামীর অনুসরণ করে, সে কি পাপাচরণ ? সন্তানধর্ম্মশাস্ত্র যদি একে পাপাচরণ বলে, তবে সন্তানধর্ম্ম অধর্ম্ম। আমি তাঁহার সহধর্ম্মিণী, তিনি ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত, আমি তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মাচরণ কারতে আসিয়াছি।"

শান্তির তেজস্বিনী বাণী শুনিয়া, উন্নত গ্রীবা, স্ফীত বক্ষ, কম্পিত অধর এবং উজ্জ্বল অথচ অশ্রুপ্লুত চক্ষু দেখিয়া সত্যানন্দ প্রীত হইলেন। বলিলেন, 'তুমি সাধ্বী, কিন্তু দেখ মা—পত্নী কেবল গৃহধর্ম্মেই সহধর্ম্মিণী—বীরধর্ম্মে রমণী কি ?'

শান্তি। কোন্ মহাবীর অপত্নীক হইয়া বীর হইয়াছেন ? রাম সীতা নহিলে কি বীর হইতেন ?

সত্য। কথা সত্য, কিন্তু রণক্ষেত্রে কোন্ বীর জায়া লইয়া আসে ?

শান্তি। অর্জ্জুন যখন যাদবী সেনার সহিত অন্তরীক্ষ হইতে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কে তাঁহার রথ চালাইয়াছিল ? দ্রৌপদী সঙ্গে না থাকিলে পাণ্ডব কি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যুঝিত ?

স্বামী যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, আমি তাহার ভাগিনী কেন হইব না ? তাই আসিয়াছি।

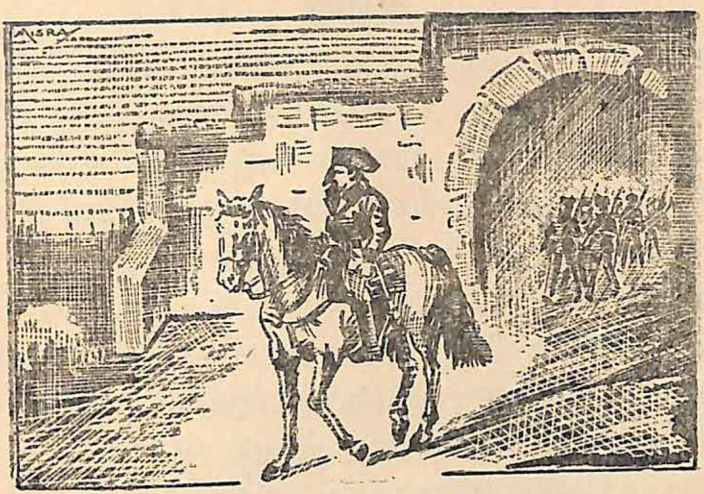
সত্য। ভাল, তোমার দিন কত পরীক্ষা করিয়া দেখি।

শান্তি বলিল, "আনন্দমঠে আমি থাকিতে পারিব কি ?"

সত্য। আজি আর কোথায় যাইবে ?

এই বলিয়া পরে আশীর্ব্বাদ করিয়া সত্যানন্দ শান্তিকে বিদায় করিলেন।

———



তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

কাল ৭৬ সাল ঈশ্বরকৃপায় শেষ হইল। বাঙ্গালার ছয় আনা রকম মনুষ্যকে—কত কোটি তা কে জানে,—যমপুরে প্রেরণ করাইয়া সেই দুর্বৎসর নিজে কালগ্রাসে পতিত হইল। ৭৭ সালে ঈশ্বর সুপ্রসন্ন হইলেন। সুবৃষ্টি হইল, পৃথিবী শস্যশালিনী হইল, যাহারা বাঁচিয়াছিল, তাহারা পেট ভরিয়া খাইল। অনেকে অনাহারে বা অল্পাহারে রুগ্ন হইয়াছিল, পূর্ণ আহার একেবারে সহ্য করিতে পারিল না। অনেকেই তাহাতে মরিল। পৃথিবী শস্যশালিনী, কিন্তু জনশূন্যা, গ্রামে গ্রামে খালি বাড়ী পড়িয়া পশুগণের বিশ্রামভূমি এবং প্রেতভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রামে গ্রামে শত শত উর্ব্বর ভূমিখণ্ড সকল অকর্ষিত, অনুৎপাদক হইয়া পড়িয়া রহিল, অথবা জঙ্গলে

পূরিয়া গেল। দেশ জঙ্গলে পূর্ণ হইল। যেখানে হাস্যময় শ্যামল শস্যরাশি বিরাজ করিত, যেখানে অসংখ্য গো-মহিষাদি বিচরণ করিত, যে সকল উদ্যান গ্রাম্য যুবক-যুবতীর প্রমোদভূমি ছিল, সে সকল ক্রমে ঘোরতর জঙ্গল হইতে লাগিল। এক বৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎসর গেল। জঙ্গল বাড়িতে লাগিল। যে স্থান মানুষের সুখের স্থান ছিল, সেখানে নরমাংস-লোলুপ ব্যাঘ্র আসিয়া হরিণাদির প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল। যেখানে শিশুসকল নবীন বয়সে সন্ধ্যাকালে মল্লিকা-কুসুমতুল্য উৎফুল্ল হইয়া হৃদয়-তৃপ্তিকর হাস্য হাসিত, সেখানে আজি যূথে যূথে বন্যহস্তিসকল মদমত্ত হইয়া, বৃক্ষের কাণ্ডসকল বিদীর্ণ করিতে লাগিল। যেখানে দুর্গোৎসব হইত, সেখানে শৃগালের বিবর, দোলমঞ্চে পেচকের আশ্রয়, নাট্যমন্দিরে বিষধর সর্পসকল দিবসে ভেকের অন্বেষণ করে। বাঙ্গালায় শস্য জন্মে, খাইবার লোক নাই; বিক্রেয় জন্মে, কিনিবার লোক নাই, চাষায় চাষ করে, টাকা পায় না—জমীদারের খাজনা দিতে পারে না, রাজা জমীদারী কাড়িয়া লওয়ায় জমীদার সম্প্রদায় সর্ব্বহৃত হইয়া দরিদ্র হইতে লাগিল। বসুমতী বহুপ্রসবিনী হইলেন, তবু আর ধন জন্মে না, কাহার ঘরে ধন নাই। যে যাহা পায়, কাড়িয়া খায়। চোর-ডাকাতেরা মাথা তুলিল, সাধু ভীত হইয়া ঘরের মধ্যে লুকাইল।

এ দিকে সন্তান-সম্প্রদায় যার ঘরে বন্দুক-পিস্তল আছে, কাড়িয়া আনে। ভবানন্দ বলিয়া দিয়াছিলেন, "ভাই! যদি এক দিকে একঘর মণি-মাণিক্য-হীরক-প্রবালাদি দেখ, আর

এক দিকে একটা ভাঙ্গা বন্দুক দেখ, মণি-মাণিক্য-হীরক-প্রবালাদি ছাড়িয়া ভাঙ্গা বন্দুকটি লইয়া আসিবে।”

তারপর তাহারা গ্রামে গ্রামে চর পাঠাইতে লাগিল। দিনে দিনে সন্তানসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দিনে দিনে শত শত, মাসে মাসে সহস্র সন্তান আসিয়া ভবানন্দ-জীবানন্দের পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া, দলবদ্ধ হইয়া দিগ্‌দিগন্তরে বাহির হইতে লাগিল। যেখানে রাজপুরুষ পায়, ধরিয়া মারপিট করে, কখন কখন প্রাণবধ করে। যেখানে সরকারী টাকা পায়, লুঠিয়া লইয়া ঘরে আনে; স্থানীয় রাজপুরুষগণ তখন সন্তানদিগের শাসনার্থে ভূরি ভূরি সৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু এখন সন্তানেরা দলবদ্ধ, শস্ত্রযুক্ত ও মহাদম্ভশালী।

ওয়ারেন হেস্টিংস প্রথমে ফৌজদারীর সৈন্যের দ্বারা বিদ্রোহ-নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ফৌজদারী সিপাহীর এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, তাহারা কোন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মুখে হরিনাম শুনিলে পলায়ন করিত। অতএব নিরুপায় দেখিয়া ওয়ারেন হেস্টিংস কাপ্তেন টমাস্ নামক একজন সুদক্ষ সৈনিককে অধিনায়ক করিয়া একদল কোম্পানীর সৈন্য বিদ্রোহ-নিবারণ জন্য প্রেরণ করিলেন।

কাপ্তেন টমাস্ পৌঁছিয়া বিদ্রোহ-নিবারণের অতি উত্তম বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। কোম্পানীর সৈনিকেরা বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া সন্তানবধে ধাবিত হইল। কিন্তু সন্তানেরা এখন অসংখ্য, অজেয়; কাপ্তেন টমাসের সৈন্যদল চাষার কাস্তের নিকট শস্যের ন্যায় কর্ত্তিত হইতে লাগিল।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তখন কোম্পানীর অনেক রেশমের কুঠি ছিল। শিবগ্রামে ঐরূপ এক কুঠি ছিল। ডানিওয়ার্থ সাহেব সেই কুঠির ফাক্টার অর্থাৎ অধ্যক্ষ ছিলেন। তখনকার কুঠিসকলের রক্ষার জন্য সুব্যবস্থা ছিল। ডানিওয়ার্থ সেই জন্য কোনপ্রকারে প্রাণরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী-কন্যাদিগকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তিনি স্বয়ং সন্তানদিগের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। সেই প্রদেশে এই সময়ে কাপ্তেন টমাস্ সাহেব দুই চারি দল ফৌজ লইয়া তশরিফ আনিয়াছিলেন। এখন কতকগুলো চোয়াড়, হাড়ি, ডোম, বাগ্দী, বুনো, সন্তানদিগের উৎসাহ দেখিয়া, পরদ্রব্য অপহরণে উৎসাহী হইয়াছিল। তাহারা কাপ্তেন টমাসের রসদ আক্রমণ করিল। কাপ্তেন টমাসের সৈন্যের জন্য গাড়ী গাড়ী বোঝাই হইয়া উত্তম

ঘি, ময়দা, মুরগী, চাল যাইতেছিল—দেখিয়া ডোম-বাগ্দীর দল লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই। তাহারা গিয়া গাড়ী আক্রমণ করিল, কিন্তু কাপ্তেন টমাসের সিপাহীদিগের হস্তস্থিত বন্দুকের দুই চারিটি গুঁতা খাইয়া ফিরিয়া আসিল। কাপ্তেন টমাস তৎক্ষণেই কলিকাতায় রিপোর্ট পাঠাইলেন যে, আজ ১৫৭ জন সিপাহী লইয়া ১৪,৭৩০ বিদ্রোহী পরাজয় করা গিয়াছে। বিদ্রোহীদিগের মধ্যে ২১৫৩ জন মরিয়াছে, ১১২৩ জন আহত হইয়াছে, ৭ জন বন্দী হইয়াছে। কেবল শেষ কথাটি সত্য। কাপ্তেন টমাস্ দ্বিতীয় ব্লেনহিম বা রসবাকের যুদ্ধ জয় করিয়াছি মনে করিয়া গোঁফ-দাড়ি চুম্‌রাইয়া নির্ভয়ে ইতস্ততঃ বেড়াইতে লাগিলেন এবং ডানিওয়ার্থ সাহেবকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন যে, আর কি এক্ষণে বিদ্রোহ-নিবারণ হইয়াছে, তুমি স্ত্রীপুত্রদিগকে কলিকাতা হইতে লইয়া আইস। ডানিওয়ার্থ সাহেব বলিলেন, "তা হইবে, আপনি দশ দিন এখানে থাকুন, দেশ আর একটু স্থির হউক, স্ত্রী-পুত্র লইয়া আসিব।" ডানিওয়ার্থ সাহেবের ঘরে পালা মটন মুরগী ছিল। পনীরও তাঁহার ঘরে অতি উত্তম ছিল। নানাবিধ বন্য পক্ষী তাঁহার টেবিলের শোভা সম্পাদন করিত। শ্মশ্রুমান বাবুর্চ্চিটি দ্বিতীয় দ্রৌপদী; সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে কাপ্তেন টমাস সেইখানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এ দিকে ভবানন্দ মনে মনে গর্-গর্ করিতেছে। ভবানন্দ ভাবিতেছিলেন, এ অসুরের বংশ এক দিনে নিপাত করিব, সকলে জমা হউক, একটু অসতর্ক হউক, আমরা এখন একটু তফাৎ থাকি। সুতরাং তাহারা একটু তফাৎ রহিল।

সাহেব বাহাদুর শিকার বড় ভালবাসেন, মধ্যে মধ্যে শিবগ্রামের নিকটবর্ত্তী অরণ্যে মৃগয়ায় বাহির হইতেন। এক দিন ডানিওয়ার্থ সাহেবের সঙ্গে অশ্বারোহণে কতকগুলি শিকারী লইয়া কাপ্তেন টমাস্ শিকারে বাহির হইয়াছিলেন। বলিতে কি টমাস্ সাহেব অসমসাহসিক, বলবীর্য্যে ইংরেজ-জাতির মধ্যেও অতুল্য। সেই নিবিড় অরণ্য ব্যাঘ্র, মহিষ, ভল্লুকাদিতে অতিশয় ভয়ানক। বহুদূর আসিয়া শিকারীরা আর যাইতে অস্বীকৃত হইল; বলিল, "ভিতরে আর পথ নাই, আমরা আর যাইতে পারিব না।" ডানিওয়ার্থ সাহেব সেই অরণ্যমধ্যে এমন ভয়ানক ব্যাঘ্রের হাতে পড়িয়াছিলেন যে, তিনিও আর যাইতে অনিচ্ছুক হইলেন। তাঁহারা সকলে ফিরিতে চাহিলেন। কাপ্তেন টমাস্ বলিলেন, "তোমরা ফেরো, আমি ফিরিব না।" এই বলিয়া কাপ্তেন সাহেব নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বস্তুত অরণ্যমধ্যে পথ ছিল না। অশ্ব প্রবেশ করিতে পারিল না। কিন্তু সাহেব ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া কাঁধে বন্দুক লইয়া একা অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ ব্যাঘ্রের অন্বেষণ করিতে করিতে ব্যাঘ্র দেখিলেন না। কি দেখিলেন? এক নবীন সন্ন্যাসী, রূপে বন আলো করিয়াছে। প্রস্ফুটিত ফুল যেন সেই স্বর্গীয় বপুর সংসর্গে অধিকতর সুগন্ধযুক্ত হইয়াছে। কাপ্তেন টমাস সাহেব বিস্মিত হইলেন, বিস্ময়ের পরই তাঁহার ক্রোধ উপস্থিত হইল। কাপ্তেন সাহেব দেশী ভাষা বিলক্ষণ জানিতেন, বলিলেন, "টুমি কে?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমি সন্ন্যাসী।"

কাপ্তেন বলিলেন, "টুমি rebel."

সন্ন্যাসী। সে কি ?

কাপ্তেন। হামি টোমায় গুলী করিয়া মারিব।

সন্ন্যাসী। মার।

কাপ্তেন একটু মনে সন্দেহ করিতেছিলেন যে, গুলী মারিবেন কি না, এমন সময় বিদ্যুদ্‌বেগে সেই নবীন সন্ন্যাসী তাঁহার উপর পড়িয়া তাঁহার হাত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইল। সন্ন্যাসী বক্ষাবরণচর্ম্ম খুলিয়া দিল। একটানে জটা খুলিয়া ফেলিল কাপ্তেন টমাস্ সাহেব দেখিলেন, অপূর্ব্ব স্ত্রীমূর্ত্তি। সুন্দরী হাসিতে হাসিতে বলিল, "সাহেব, আমি স্ত্রীলোক, কাহাকেও আঘাত করি না। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমরা এদেশে কেন ? আপনার ঘরে ফিরিয়া যাও।"

সাহেব। টুমি কে ?

শান্তি। দেখিতেছ সন্ন্যাসিনী ; যাঁহাদের সঙ্গে লড়াই করিতে আসিয়াছ, তাঁহাদের কাহারও স্ত্রী।

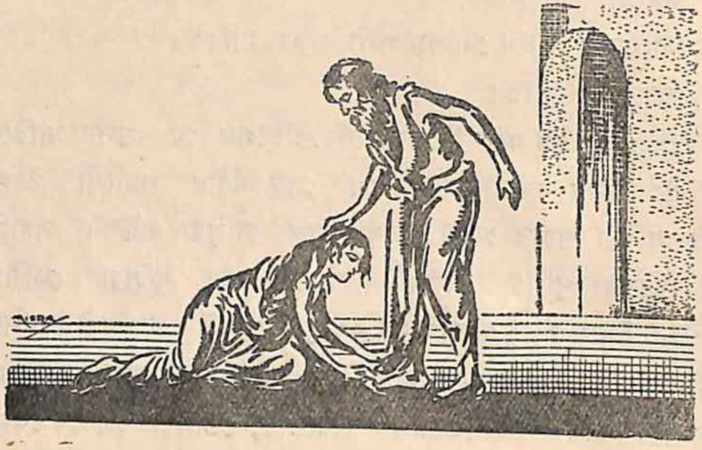
সাহেব। টুমি হামাড়া গোড়ে (ঘরে) ঠাকিব ?

শান্তি। আমারও একটা জিজ্ঞাসা আছে, আমাদের ঘরে একটা রূপী বাঁদর ছিল, সেটা সম্প্রতি ম'রে গেছে ; কোটর খালি পড়ে আছে। কোমরে ছেকল দেবো, তুমি অই কোটরে থাকবে ? আমাদের বাগানে বেশ মত্তমান কলা হয়।

সাহেব। কলা খাইতে উট্টম জিনিয। এখন আছে ?

শান্তি। নে তোর বন্দুক নে। এমন বুনো জেতের সঙ্গে কেউ কথা কয় !

শান্তি বন্দুক ফেলিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।



সপ্তম পরিচ্ছেদ

জীবানন্দ কুটীর হইতে বাহির হইয়া গেলে পর, শান্তি দেবী সারঙ্গ লইয়া মৃদু রবে সঙ্গীত করিতে লাগিলেন,—

"প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিত-বহিত্র-চরিত্রমখেদম্,
কেশবধৃত মীনশরীর
জয় জগদীশ হরে!"

তখন বাহির হইতে কে অতি গম্ভীর রবে গায়িল, গম্ভীর তানে গায়িল,—

"কেশবধৃত কল্কিশরীর
জয় জগদীশ হরে।"

শান্তি ভক্তি ভাবে প্রণত হইয়া সত্যানন্দের পদধূলি গ্রহণ করিল; বলিল, "প্রভো, আমি এমন কি ভাগ্য করিয়াছি যে, আপনার শ্রীপাদপদ্ম এখানে দর্শন পাই—আজ্ঞা করুন, আমাকে কি করিতে হইবে?" বলিয়া সারঙ্গে সুর দিয়া শান্তি আবার গায়িল;—

"তব চরণপ্রণতা বয়মিতি ভাবয়
কুরু কুশলং প্রণতেষু।"

সত্যানন্দ বলিলেন, "মা, তোমার কুশলই হইবে।"

শান্তি। কিসে ঠাকুর—তোমার তো আজ্ঞা আছে—আমার বৈধব্য?

সত্য। তোমারে আমি চিনিতাম না। তুমি আমার অপেক্ষা জ্ঞানী, ইহার উপায় তুমি কর, জীবানন্দকে বলিও না যে, আমি সকল জানি। তোমার প্রলোভনে তিনি জীবন রক্ষা করিতে পারেন, এত দিন করিতেছেন, তাহা হইলে আমার কার্য্যোদ্ধার হইতে পারে।

শান্তি বলিল, "কি ঠাকুর! আমি আমার স্বামী এক আত্মা, যাহা যাহা তোমার সঙ্গে কথোপকথন হইল, সবই বলিব।

"আমার স্বামীর ধর্ম্ম আমার স্বামীর হাতে; আমি তাহাকে ধর্ম্ম হইতে বিরত করিবার কে? ইহলোকে স্ত্রীর পতি দেবতা, কিন্তু পরকালে সবারই ধর্ম্ম দেবতা—আমার কাছে আমার পতি বড়, তার অপেক্ষা আমার ধর্ম্ম বড়, তার অপেক্ষা আমার কাছে আমার স্বামীর ধর্ম্ম বড়। আর ধর্ম্মে আমার যে দিন ইচ্ছা, জলাঞ্জলি দিতে পারি; আমার স্বামীর ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিব? মহারাজ!

তোমার কথায় আমার স্বামী মরিতে হয় মরিবেন, আমি বারণ করিব না।”

ব্রহ্মচারী তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “মা, এ ঘোর ব্রতে বলিদান আছে। আমাদের সকলকেই বলি পড়িতে হইবে। আমি মরিব, জীবানন্দ, ভবানন্দ সবাই মরিবে, বোধ হয় মা তুমিও মরিবে। কিন্তু দেখ, কাজ করিয়া মরিতে হইবে, বিনা কার্য্যে কি মরা ভাল?—আমি কেবল দেশকে মা বলিয়াছি, আর কাহাকেও মা বলি নাই; কেননা, সেই সুজলা সুফলা ধরণী ভিন্ন আমরা অনন্যমাতৃক। আর তোমাকে মা বলিলাম! তুমি মা হইয়া সন্তানের কাজ কর, যাহাতে কার্য্যোদ্ধার হয়, তাহা করিও, জীবানন্দের প্রাণরক্ষা করিও, তোমার প্রাণরক্ষা করিও।”

এই বলিয়া সত্যানন্দ “হরে মুরারে মধুকৈটভারে” গায়িতে গায়িতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ক্রমে সন্তান-সম্প্রদায়মধ্যে সংবাদ প্রচারিত হইল যে, সত্যানন্দ আসিয়াছেন, সন্তানদিগের সঙ্গে কি কথা কহিবেন, এই বলিয়া তিনি সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। তখন দলে দলে সন্তান-সম্প্রদায় আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। জ্যোৎস্না রাত্রিতে নদীসৈকত-পার্শ্বে বৃহৎ কাননমধ্যে আম্র, পনস, তাল, তিন্তিড়ী,

অশ্বত্থ, বেল, বট, শাল্মলী প্রভৃতি বৃক্ষাদিরঞ্জিত মহাগহনে দশ সহস্র সন্তান সমবেত হইল। সত্যানন্দ আসিয়া সেই সমবেত সন্তান-মণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়াইলেন।

সত্যানন্দ তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "হে সন্তানগণ! তোমাদের সঙ্গে আজ আমার বিশেষ কথা আছে। টমাস্ নামক একজন বিধর্ম্মী দুরাত্মা বহুতর সন্তান নষ্ট করিয়াছে। আজ রাত্রে আমরা তাহাকে সসৈন্যে বধ করিব। জগদীশ্বরের আজ্ঞা—তোমরা কি বল?"

ভীষণ হরিধ্বনিতে কানন বিদীর্ণ করিল। "এখনই মারিব, কোথায় তারা দেখাইয়া দিবে চল। মার! মার! শত্রু মার!" ইত্যাদি শব্দ দূরস্থ শৈলে প্রতিধ্বনিত হইল। তখন সত্যানন্দ বলিলেন, "সে জন্য আমাদিগকে একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে হইবে। শত্রুদের কামান আছে—কামান ব্যতীত তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ সম্ভবে না। বিশেষ তাহারা বীর জাতি। পদচিহ্নের দুর্গ হইতে ১৭টা কামান আসিতেছে—কামান পৌঁছিলে আমরা যুদ্ধযাত্রা করিব। ঐ দেখ, প্রভাত হইতেছে,—বেলা চারিদণ্ড হইলেই—ও কি ও—"

"গুড়ুম—গুড়ুম—গুম্!" অকস্মাৎ চারিদিকে বিশাল কামানে তোপের আওয়াজ হইতে লাগিল।



নবম পরিচ্ছেদ

"গুড়ুম গুড়ুম গুম্" ইংরেজের কামান ডাকিল। সেই শব্দ বিশাল কানন কম্পিত করিয়া প্রতিধ্বনিত হইল "গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্।" সত্যানন্দ আদেশ করিলেন, "তোমরা দেখ, কিসের তোপ।" কয়েক জন সন্তান তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণ করিয়া দেখিতে ছুটিল; কিন্তু তাহারা কানন হইতে বাহির হইয়া কিছু দূরে গেলেই শ্রাবণের ধারার ন্যায় তাহাদের উপর গোলা-বৃষ্টি হইল, তাহারা অশ্বসহিত আহত হইয়া সকলেই প্রাণত্যাগ করিল। দূর হইতে সত্যানন্দ তাহা দেখিলেন। বলিলেন, "উচ্চ বৃক্ষে উঠে, দেখ কি?" তিনি বলিবার অগ্রেই জীবানন্দ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া প্রভাতকিরণে দেখিতেছিলেন, তিনি বৃক্ষের উপরিস্থ শাখা হইতে

ডাকিয়া বলিলেন, "তোপ ইংরেজের।" সত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "অশ্বারোহী, না পদাতিক?"

জীব। দুই-ই আছে।

সত্য। কত?

জীব। আন্দাজ করিতে পারিতেছি না, এখনও বনের আড়াল হইতে বাহির হইতেছে।

সত্য। গোরা আছে? না কেবল সিপাহী?

জীব। গোরা আছে।

তখন সত্যানন্দ জীবানন্দকে বলিলেন, "তুমি গাছ হইতে নাম।"

জীবানন্দ গাছ হইতে নামিলেন।

সত্যানন্দ বলিলেন, "দশ হাজার সন্তান উপস্থিত আছে; কি করিতে পার দেখ। তুমি আজ সেনাপতি।" জীবানন্দ সশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উল্লম্ফনে অশ্বে আরোহণ করিলেন। তখন সেই দশ-সহস্র সন্তান এককণ্ঠে নদী, কানন, আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া, তোপের শব্দ ডুবাইয়া দিয়া, সহস্র সহস্র বাহু উত্তোলন করিয়া গায়িল—

"জয় জগদীশ হরে!"

এমন সময়ে সেই ইংরেজের গোলাবৃষ্টি আসিয়া কাননমধ্যে সন্তান সম্প্রদায়ের উপর পড়িতে লাগিল। কেহ গায়িতে গায়িতে ছিন্নমস্তক, ছিন্নবাহু, ছিন্নহৃৎপিণ্ড হইয়া মাটিতে পড়িল, তথাপি কেহ গীত বন্ধ করিল না। সকলে গায়িতে লাগিল, "জয় জগদীশ হরে!"

তখন সত্যানন্দ সেই গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে অতি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "জগদীশ হরি তোমাদিগকে কৃপা করিলেন—তোপ কত দূর ?"

উপর হইতে একজন বলিল, "এই কাননের অতি নিকটে একখানা ছোট মাঠ পার মাত্র।"

সত্যানন্দ বলিলেন, "কে তুমি ?"

উপর হইতে উত্তর হইল, "আমি নবীনানন্দ।"

তখন সত্যানন্দ বলিলেন, "তোমরা দশ-সহস্র সন্তান, আজ তোমাদের জয় হইবে, তোপ কাড়িয়া লও।" তখন অগ্রবর্ত্তী অশ্বারোহী জীবানন্দ বলিলেন "আইস।"

সেই দশ-সহস্র সন্তান—অশ্ব ও পদাতিক অতিবেগে জীবানন্দের অনুবর্ত্তী হইল। পদাতিক স্কন্ধে বন্দুক, কটিতে তরবারি, হস্তে বল্লম। কানন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র সেই অজস্র গোলাবৃষ্টি পড়িয়া তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিল। বহুতর সন্তান বিনাযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া ভূমিশায়ী হইল। একজন জীবানন্দকে বলিল, "জীবানন্দ, অনর্থক প্রাণিহত্যায় কাজ কি ?"

জীবানন্দ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, ভবানন্দ। জীবানন্দ উত্তর করিলেন, "কি করিতে বল ?"

ভব। বনের ভিতর থাকিয়া বৃক্ষের আশ্রয় হইতে আপনাদিগের প্রাণরক্ষা করি—তোপের মুখে পরিষ্কার মাঠে, বিনা তোপে এ সন্তান-সৈন্য এক দণ্ড টিকিবে না ; কিন্তু ঝোঁপের ভিতর থাকিয়া অনেকক্ষণ যুদ্ধ করা যাইতে পারিবে।

জীব। তুমি সত্য কথা বলিয়াছ, কিন্তু প্রভু আজ্ঞা করিয়াছেন, তোপ কাড়িয়া লইতে হইবে, অতএব আমরা তোপ কাড়িয়া লইতে যাইব।

ভব। কার সাধ্য তোপ কাড়ে? কিন্তু যদি যেতেই হবে, তবে তুমি নিরস্ত হও, আমি যাইতেছি।

জীব। তবে এসো।

এই কথার পর ভবানন্দ সকলের অগ্রবর্ত্তী হইলেন। তখন দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে গোলা পড়িয়া সন্তান-সৈন্য খণ্ড-বিখণ্ড করিতেছে, ছিঁড়িয়া চিরিতেছে, উল্টাইয়া ফেলিয়া দিতেছে, তাহার উপর শত্রুর বন্দুকওয়ালা সিপাহী সৈন্য অব্যর্থ লক্ষ্যে সারি সারি সন্তানদের ভূমে পাড়িয়া ফেলিয়াছে। এমন সময়ে ভবানন্দ বলিলেন, "এই তরঙ্গে আজ সন্তানকে ঝাঁপ দিতে হইবে—কে পার ভাই? গাও বন্দে মাতরম্!" তখন উচ্চনিনাদে মেঘমল্লার রাগে সেই সহস্র কণ্ঠে সন্তান-সেনা তোপের তালে গায়িল, "বন্দে মাতরম্।"



দশম পরিচ্ছেদ

সেই দশ-সহস্র সন্তান "বন্দে মাতরম্" গায়িতে গায়িতে বল্লম উন্নত করিয়া, অতি দ্রুতবেগে তোপশ্রেণীর উপর গিয়া পড়িল। গোলাবৃষ্টিতে খণ্ড-বিখণ্ড, বিদীর্ণ, উৎপতিত, অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়া গেল, তথাপি সন্তান-সৈন্য ফেরে না। সেই সময়ে কাপ্তেন টমাসের আজ্ঞায় এক দল সিপাহী বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া প্রবল বেগে সন্তানদিগের দক্ষিণ পার্শ্বে আক্রমণ করিল। তখন দুই দিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়া সন্তানেরা একেবারে নিরাশ হইল। মুহূর্ত্তে শত শত সন্তান বিনষ্ট হইতে লাগিল; তখন জীবানন্দ বলিলেন, "ভবানন্দ, তোমারই কথা ঠিক, আর ধ্বংসের প্রয়োজন নাই, ধীরে ধীরে ফিরি।"

ভব। এখন ফিরিবে কি প্রকারে? এখন যে পিছন ফিরিবে, সেই মরিবে।

জীব। সম্মুখে ও দক্ষিণপার্শ্ব হইতে আক্রমণ হইতেছে। বামপার্শ্বে কেহ নাই, চল, অল্পে অল্পে ঘুরিয়া বামদিক্ দিয়া বেড়িয়া সরিয়া যাই।

ভব। সরিয়া কোথায় যাইবে? সেখানে যে নদী—নূতন বর্ষায় নদীবেগ অতি প্রবল হইয়াছে। তুমি ইংরেজের গোলা হইতে পলাইয়া এই সন্তানসেনা নদীর জলে ডুবাইবে?

জীব। নদীর উপর একটা পুল আছে আমার স্মরণ হইতেছে।

ভব। এই দশ-সহস্র সেনা সেই পুলের উপর দিয়া পার করিতে গেলে এত ভিড় হইবে যে, বোধ হয়, একটা তোপেই অবলীলাক্রমে সমুদয় সন্তান-সেনা ধ্বংস করিতে পারিবে।

জীব। এক কর্ম্ম কর, অল্পসংখ্যক সেনা তুমি সঙ্গে রাখ। এই যুদ্ধে তুমি যে সাহস ও চাতুর্য্য দেখাইলে—তোমার অসাধ্য কাজ নাই। তুমি সেই অল্পসংখ্যক সন্তান লইয়া সম্মুখ রক্ষা কর। আমি তোমার সেনার অন্তরালে অবশিষ্ট সন্তানগণকে পুল পার করিয়া লইয়া যাই। আমার সঙ্গে যাহারা রহিল, তাহারা বাঁচিলে বাঁচিতে পারিবে।

ভব। আচ্ছা, আমি তাহা করিতেছি।

তখন ভবানন্দ দুই সহস্র সন্তান লইয়া পুনর্ব্বার "বন্দে মাতরম্" শব্দ উত্থিত করিয়া, ঘোর উৎসাহ-সহকারে ইংরেজের গোলন্দাজ-সৈন্য আক্রমণ করিলেন।

এই অবসরে জীবানন্দ অবশিষ্ট সন্তানসেনার মুখ ঈষৎ ফিরাইয়া বামভাগে কানন বেড়িয়া ধীরে ধীরে চলিলেন। কাপ্তেন টমাসের একজন সহযোগী লেপ্টেনাণ্ট ওয়াটসন্ দূর হইতে দেখিলেন যে, এক সম্প্রদায় সন্তান ধীরে ধীরে পলাইতেছে, তখন তিনি একদল ফৌজদারী সিপাহী, একদল পরগণা সিপাহী লইয়া জীবানন্দের অনুবর্ত্তী হইলেন।

ইহা কাপ্তেন টমাস্ দেখিতে পাইলেন। সন্তান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান ভাগ পলাইতেছে দেখিয়া তিনি কাপ্তেন হে নামক একজন সহযোগীকে বলিলেন যে, "আমি দুই চারি শত সিপাহী লইয়া এই উপস্থিত ভগ্ন বিদ্রোহীদিগকে নিহত করিতেছি, তুমি তোপগুলি ও অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া উহাদের প্রতি ধাবমান হও, বামদিক্ দিয়া লেপ্টেনাণ্ট ওয়াটসন্ যাইতেছে, দক্ষিণদিক্ দিয়া তুমি যাও। আর দেখ, আগে গিয়া পুলের মুখ বন্ধ করিতে

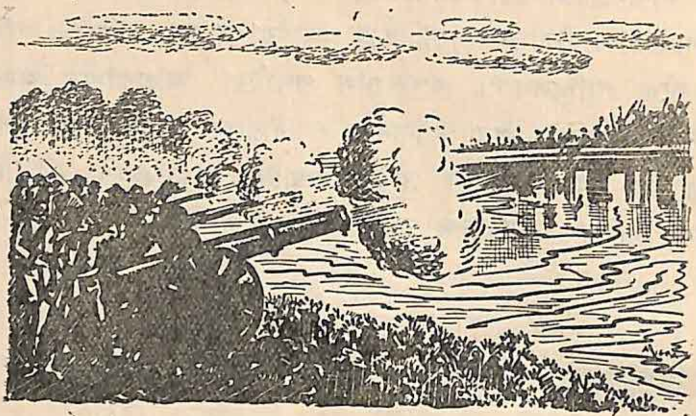
হইবে, তাহা হইলে তিন দিক্ হইতে তাহাদিগকে বেষ্টিত করিয়া জালের পাখীর মত মারিতে পারিব। কাপ্তেন হে তাহাই করিল।

"অতি দর্পে হতা লঙ্কা।" কাপ্তেন টমাস্ সন্তানদিগকে অতিশয় ঘৃণা করিয়া, দুই শত মাত্র পদাতিক ভবানন্দের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য রাখিয়া আর সকল হের সঙ্গে পাঠাইলেন। চতুর ভবানন্দ যখন দেখিলেন, ইংরেজের তোপ সকলই গেল, সৈন্য সব গেল, যাহা অল্পই রহিল, তাহা সহজেই বধ্য, তখন তিনি নিজ হতাবশিষ্ট দলকে ডাকিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় কাপ্তেন টমাসের উপর লাফাইয়া পড়িলেন। সে আক্রমণের উগ্রতা অল্পসংখ্যক সিপাহীর তৈলঙ্গীর দল সহ্য করিতে পারিল না, তাহারা বিনষ্ট হইল। ভবানন্দ তখন নিজে গিয়া কাপ্তেন টমাসের চুল ধরিলেন। কাপ্তেন শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতেছিল।

কাপ্তেন টমাস্ তখন ভবানন্দকে বধ করিবার জন্য সঙ্গীনসহিত বন্দুক উঠাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ভবানন্দ তাহাকে বাঘের মত ধরিয়াছিলেন, কাপ্তেন টমাস্ নড়িতে পারিল না। তখন ভবানন্দ অনুচরবর্গকে বলিলেন, "ইহাকে বাঁধ।" দুই তিন জন সন্তান আসিয়া কাপ্তেন টমাস্কে বাঁধিল। ভবানন্দ বলিলেন, "ইহাকে একটা ঘোড়ার উপর তুলিয়া লও, চল, উহাকে লইয়া আমরা জীবানন্দ গোস্বামীর সাহায্যে যাই।"

তখন সেই অল্পসংখ্যক সেনা কাপ্তেন টমাস্কে ঘোড়ায় বাঁধিয়া লইয়া "বন্দে মাতরম্" গায়িতে গায়িতে ওয়াটসন্কে লক্ষ্য করিয়া ছুটিল।

জীবানন্দের সন্তান-সেনা ভগ্নোদ্যম, তাহারা পলায়নে উদ্যত। জীবানন্দ ও ধীরানন্দ তাহাদিগকে বুঝাইয়া সংযত রাখিলেন, কিন্তু সকলকে পারিলেন না, কতকগুলি পলাইয়া আম্রকাননে আশ্রয় লইল। অবশিষ্ট সেনা জীবানন্দ ও ধীরানন্দ পুলের মুখে লইয়া গেলেন। কিন্তু সেখানে হে ও ওয়াটসন্ তাহাদিগকে দুই দিক্ হইতে ঘিরিল। আর রক্ষা নাই।



একাদশ পরিচ্ছেদ

এমন সময়ে টমাসের তোপগুলি দক্ষিণে আসিয়া পৌঁছিল। তখন সন্তানের দল একেবারে ছিন্ন-ভিন্ন হইল, বাঁচিবার আর কোন আশা রহিল না। সেই সময়ে উচ্চ শব্দ হইল, "পুলে যাও, পুলে যাও, ওপার যাও। নহিলে নদীতে ডুবিয়া মরিবে, ধীরে ধীরে ইংরেজ সেনার দিকে মুখ রাখিয়া পুলে যাও।"

জীবানন্দ চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে ভবানন্দ। ভবানন্দ বলিলেন, "জীবানন্দ! পুলে লইয়া যাও, রক্ষা নাই।" তখন ধীরে ধীরে পিছে হটিতে হটিতে সন্তান-সেনা পুলের পারে চলিল। কিন্তু পুল পাইয়া, বহুসংখ্যক সন্তান একেবারে পুলের ভিতর প্রবেশ করায় ইংরেজের তোপ সুযোগ পাইয়া পুল একেবারে ঝাঁটাইতে লাগিল। সন্তানের দল

বিনষ্ট হইতে লাগিল। ভবানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দ, একত্র। একটা তোপের দৌরাত্ম্যে ভয়ানক সন্তানক্ষয় হইতেছিল। ভবানন্দ বলিলেন, "জীবানন্দ, ধীরানন্দ, এস, তরবারি ঘুরাইয়া আমরা তিন জন এই তোপটা দখল করি।" তখন তিন জনে তরবারি ঘুরাইয়া সেই তোপের নিকটবর্ত্তী গোলন্দাজ সেনা বধ করিলেন। তখন আর আর সন্তানগণ তাঁহাদের সাহায্যে আসিল। তোপটা ভবানন্দের দখল হইল। তোপ দখল করিয়া ভবানন্দ তাহার উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। করতালি দিয়া বলিলেন, "বল বন্দে মাতরম্!" সকলে গায়িল, "বন্দে মাতরম্।" ভবানন্দ বলিলেন, "জীবানন্দ, এই তোপ ঘুরাইয়া বেটাদের লুচির ময়দা তৈয়ার করি।" সন্তানেরা সকলে ধরিয়া তোপ ঘুরাইল। তখন তোপ উচ্চনাদে বৈষ্ণবের কর্ণে যেন হরি শব্দে ডাকিতে লাগিল। বহুতর সিপাহী তাহাতে মরিতে লাগিল। ভবানন্দ সেই তোপ টানিয়া পুলের মুখে স্থাপন করিয়া বলিলেন, "তোমরা দুই জনে সন্তানসেনা সারি দিয়া পুল পার করিয়া লইয়া যাও, আমি একা ব্যূহমুখ রক্ষা করিব—তোপ চালাইবার জন্য আমার কাছে কয় জন গোলন্দাজ দিয়া যাও।" কুড়ি জন বাছা সন্তান ভবানন্দের কাছে রহিল।

তখন অসংখ্য সন্তান পুল পার হইয়া জীবানন্দ ও ধীরানন্দের আজ্ঞাক্রমে সারি দিয়া পরপারে যাইতে লাগিল। একা ভবানন্দ কুড়ি জন সন্তানের সাহায্যে সেই এক কামানে বহুতর সেনা নিহত করিতে লাগিলেন—কিন্তু শত্রুসেনা জলোচ্ছ্বাসোত্থিত তরঙ্গের ন্যায়। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, তরঙ্গের পর তরঙ্গ! আর কিছুকাল

পুল রক্ষা করিতে পারিলেই সন্তানেরা সকলেই পুলের পারে যায়—এমন সময়ে কোথা হইতে নূতন তোপ ডাকিল—গুড়ুম্ গুম্ বুম্ বুম্। উভয় দল কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া চাহিয়া দেখিল—কোথায় আবার কামান। দেখিল, বনের ভিতর হইতে কতকগুলি কামান দেশী গোলন্দাজ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া নির্গত হইতেছে। নির্গত হইয়া সেই বিরাট্ কামানের শ্রেণী সপ্তদশ মুখে ধূম উদ্গীর্ণ করিয়া হে সাহেবের দলের উপরে অগ্নিবৃষ্টি করিল। ঘোর শব্দে বন গিরি সকলই প্রতিধ্বনিত হইল। অগ্নিবৃষ্টিতে তৈলঙ্গী, মুসলমান, হিন্দুস্থানী পলায়ন করিতে লাগিল। কেবল দুই চারি জন গোরা খাড়া দাঁড়াইয়া মরিতে লাগিল।

ভবানন্দ রঙ্গ দেখিতেছেন। ভবানন্দ বলিলেন, "ভাই শত্রু ভাগিতেছে, চল, একবার তাহাদিগকে আক্রমণ করি।" তখন পিপীলিকাস্রোতের ন্যায় সন্তানের দল নূতন উৎসাহে পুলের পারে ফিরিয়া আসিয়া শত্রু আক্রমণ করিতে ধাবমান হইল। সন্তানেরা তেমনি উহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। পিছনে ভবানন্দের পদাতিক সেনা, সম্মুখে মহেন্দ্রের কামান। তখন হে সাহেবের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। আর কিছু টিকিল না—বল, বীর্য্য, সাহস, কৌশল, শিক্ষা, দম্ভ, সকলই ভাসিয়া গেল। ফৌজদারী, বাদশাহী, ইংরেজী, দেশী, বিলাতী, কালা, গোরা সৈন্য নিপতিত হইয়া ভূতলশায়ী হইল। সিপাহীর দল পলাইল। মার মার শব্দে জীবানন্দ, ধীরানন্দ শত্রুসেনার পশ্চাতে ধাবমান হইলেন। তাহাদের তোপ সন্তানেরা কাড়িয়া লইল, বহুতর ইংরেজ ও সিপাহী নিহত হইল। সর্ব্বনাশ হইল দেখিয়া, কাপ্তেন হে ও ওয়াট্‌সন্

ভবানন্দের নিকট বলিয়া পাঠাইল, "আমরা সকলে তোমাদিগের নিকট বন্দী হইতেছি, আর প্রাণিহত্যা করিও না।" জীবানন্দ ভবানন্দের মুখপানে চাহিলেন। ভবানন্দ মনে মনে বলিলেন, "তা হইবে না, আমায় যে আজ মরিতে হইবে।" তখন ভবানন্দ উচ্চৈঃস্বরে হস্তোত্তোলন করিয়া হরিবোল দিয়া বলিলেন, "মার মার !"

আর এক প্রাণী বাঁচিল না—শেষ এক স্থানে ২০।৩০ জন গোরা সৈন্য একত্রিত হইয়া আত্মসমর্পণে কৃতনিশ্চয় হইল, অতি ঘোরতর রণ করিতে লাগিল। জীবানন্দ বলিলেন, "ভবানন্দ, আমাদের রণজয় হইয়াছে, আর কাজ নাই, এই কয়জন ব্যতীত আর কেহ জীবিত নাই, উহাদিগকে প্রাণদান দিয়া চল, আমরা ফিরিয়া যাই।" ভবানন্দ বলিলেন, "একজন জীবিত থাকিতে ভবানন্দ ফিরিবে না— জীবানন্দ, তোমার দিব্য দিয়া বলিতেছি যে, তুমি তফাতে দাঁড়াইয়া দেখ, একা আমি এই কয় জন ইংরেজকে নিহত করি।"

কাপ্তেন টমাস্ অশ্বপৃষ্ঠে নিবদ্ধ ছিল। ভবানন্দ আজ্ঞা দিলেন, "উহাকে আমার সম্মুখে রাখ, আগে ঐ বেটা মরিবে, তবে ত আমি মরিব।"

কাপ্তেন টমাস্ বাঙ্গলা বুঝিত, বুঝিয়া ইংরেজ সেনাকে বলিল, "ইংরেজ ! আমি তো মরিয়াছি, প্রাচীন ইংলণ্ডের নাম তোমরা রক্ষা করিও, তোমাদিগকে খৃষ্টের দিব্য দিতেছি, আগে আমাকে মার, তারপর বিদ্রোহীদিগকে মার।"

ভোঁ করিয়া একটি বুলেট ছুটিল, একজন আইরিস্ম্যান্ কাপ্তেন টমাসকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুঁড়িয়াছিল। ললাটে বিদ্ধ হইয়া

কাপ্তেন টমাস্ প্রাণত্যাগ করিল। ভবানন্দ তখন ডাকিয়া বলিলেন, "আমার ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে, কে এমন পার্থ বৃকোদর নকুল সহদেব আছে যে, এ সময় আমায় রক্ষা করিবে? দেখ, বাণাহত ব্যাঘ্রের ন্যায় গোরা আমার উপর ঝুঁকিতেছে। আমি মরিবার জন্য আসিয়াছি, আমার সঙ্গে মরিতে চাও, এমন সন্তান কে আছে?"

আগে ধীরানন্দ অগ্রসর হইল, পিছে জীবানন্দ—সঙ্গে আর বিশ-পঞ্চাশ জন সন্তান আসিল।

ধীরানন্দের আজ্ঞানুক্রমে যুদ্ধোন্মত্ত সকল সন্তান মহাতেজে "বন্দেমাতরম্" গায়িল। তাহাতে তাহাদিগের বাহুতে দ্বিগুণ বলসঞ্চার হইয়া উঠিল। সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তে অবশিষ্ট গোরাগণ নিহত হইল। রণক্ষেত্রে আর শব্দ রহিল না।

সেই মুহূর্ত্তে ভবানন্দ মুখে "বন্দে মাতরম" গায়িতে গায়িতে, মনে বিষ্ণুপদ ধ্যান করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন।



চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

সেই রজনীতে হরিধ্বনিতে সে প্রদেশভূমি পরিপূর্ণ হইল। সন্তানেরা দলে দলে যেখানে সেখানে উচ্চৈঃস্বরে কেহ "বন্দে মাতরম্", কেহ "জগদীশ হরে" বলিয়া গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল। কেহ শত্রুসেনার অস্ত্র, কেহ বস্ত্র অপহরণ করিতে লাগিল। কেহ মৃতদেহের মুখে পদাঘাত, কেহ অন্য প্রকার উপদ্রব করিতে লাগিল। কেহ গ্রামাভিমুখে, কেহ বা নগরাভিমুখে ধাবমান হইয়া পথিক বা গৃহস্থকে ধরিয়া বলে, "বল 'বন্দে মাতরম্' নহিলে মারিয়া ফেলিব।" কেহ ময়রার দোকান লুঠিয়া খায়, কেহ গোয়ালার বাড়ী গিয়া হাঁড়ি পাড়িয়া দধিতে চুমুক মারে।

চারিদিকে রাজপুরুষেরা ছুটিল, অবশিষ্ট সিপাহী সুসজ্জিত হইয়া নগররক্ষার্থে শ্রেণীবদ্ধ হইল। নগরের গড়ের ঘাটে ঘাটে

প্রকোষ্ঠ সকলে রক্ষকবর্গ সশস্ত্রে অতি সাবধানে দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত হইল। সমস্ত লোক সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া, কি হয়, কি হয়, চিন্তা করিতে লাগিল।

এ সকল কথা কল্যাণীর কানে গেল, আবালবৃদ্ধবনিতা কাহারো অবিদিত ছিল না। কল্যাণী মনে মনে বলিলেন, "জয় জগদীশ্বর! আজ তোমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। আজ আমি স্বামিসন্দর্শনে যাত্রা করিব। হে মধুসূদন। আজ আমার সহায় হও।"

গভীর রাত্রে কল্যাণী শয্যা ত্যাগ করিয়া, উঠিয়া একা খিড়কির দ্বার খুলিয়া, এদিক ওদিক চাহিয়া কাহাকে কোথাও না দেখিয়া ধীরে ধীরে নিঃশব্দে রাজপথে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মনে মনে ইষ্টদেবতা স্মরণ করিয়া বলিলেন, "দেখ ঠাকুর, আজ যেন পদচিহ্নে তাঁর সাক্ষাৎ পাই।"

সে রাত্রে পথে দলে দলে পথিক, কেহ মার্ মার্ শব্দ করিতেছে, কেহ পলাও পলাও শব্দ করিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ হাসিতেছে, যে যাহাকে দেখিতেছে, সে তাহাকে ধরিতে যাইতেছে। কল্যাণী অতিশয় কষ্টে পড়িলেন। পথ মনে নাই, কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার যো নাই, সকলে রণোন্মুখ। কেবল লুকাইয়া লুকাইয়া অন্ধকার পথ চলিতে হইতেছে। লুকাইয়া লুকাইয়া যাইতেও এক দল অতি উদ্ধত বিদ্রোহীর হাতে পড়িয়া গেলেন। তাহারা ঘোর চীৎকার করিয়া তাঁহাকে ধরিতে আসিল। কল্যাণী তখন ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানেও সঙ্গে সঙ্গে ত্রুই এক জন দস্যু তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হইল। সেই সময় আর একজন অকস্মাৎ আসিয়া অত্যাচারকারী পুরুষকে এক ঘা লাঠি

মারিল। সে আহত হইয়া পাছু হটিয়া গেল। এই ব্যক্তির সন্ন্যাসীর বেশ,—কৃষ্ণাজিনে বক্ষ আবৃত, বয়স অতি অল্প। সে কল্যাণীকে বলিল, "তুমি ভয় করিও না, আমার সঙ্গে আইস—কোথায় যাইবে?"

ক। পদচিহ্নে।

আগন্তুক বিস্মিত ও চমকিত হইল; বলিল, "সে কি?—পদচিহ্নে?" এই বলিয়া আগন্তুক কল্যাণীর দুই স্কন্ধে হস্তস্থাপন করিয়া মুখপানে সেই অন্ধকারে অতি যত্নের সহিত নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

কল্যাণী অকস্মাৎ পুরুষস্পর্শে রোমাঞ্চিত, ভীত, ক্ষুব্ধ, বিস্মিত, অশ্রুবিপ্লুত হইলেন—এমন সাধ্য নাই যে পলায়ন করেন, তিনি ভীতিবিহ্বলা হইয়া গিয়াছিলেন। আগন্তুকের নিরীক্ষণ শেষ হইলে সে বলিল, "হরে মুরারে! চিনেছি যে, তুমি পোড়ারমুখী কল্যাণী!"

কল্যাণী, ভীতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?"

শান্তি বলিল, "আমি ব্রহ্মচারী—সন্তানসেনার অধিনায়ক—ঘোরতর বীরপুরুষ! আমি সব জানি। আজ পথে সিপাহী আর সন্তানের যে দৌরাত্ম্য, তুমি আজ পদচিহ্নে যাইতে পারিবে না।"

কল্যাণী কাঁদিতে লাগিলেন।

শান্তি চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "ভয় কি? চল, পদচিহ্নে যাই।"

কল্যাণী শান্তির পরিচয় পাইলেন। কল্যাণী এরূপ বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের সহায়তা পাইয়া যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইলেন। বলিলেন, "তুমি যেখানে লইয়া যাইবে, সেইখানেই যাইব।"

শান্তি তখন তাহাকে সঙ্গে করিয়া বন্যপথে লইয়া চলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যখন শান্তি আপন আশ্রম ত্যাগ করিয়া গভীর রাত্রে নগরাভিমুখে যাত্রা করে, তখন জীবানন্দ আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। শান্তি জীবানন্দকে বলিল, "আমি নগরে চলিলাম। মহেন্দ্রের স্ত্রীকে লইয়া আসিব। তুমি মহেন্দ্রকে বলিয়া রাখ যে, উহার স্ত্রী আছে।"

জীবানন্দ ভবানন্দের কাছে কল্যাণীর জীবনরক্ষাবৃত্তান্ত সকল অবগত হইয়াছিলেন—এবং তাহার বর্ত্তমান বাসস্থানও সর্ব্বস্থান-বিচারিণী শান্তির কাছে শুনিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে সকল মহেন্দ্রকে শুনাইতে লাগিলেন।

মহেন্দ্র প্রথমে বিশ্বাস করিলেন না। শেষে আনন্দে অভিভূত হইয়া মুগ্ধপ্রায় হইলেন।

সেই রজনী-প্রভাতে শান্তির সাহায্যে মহেন্দ্রের সঙ্গে কল্যাণীর সাক্ষাৎ হইল।

বেলা এক প্রহর হইল। সেখানে শান্তি, জীবানন্দ আসিয়া দেখা দিলেন। কল্যাণী শান্তিকে বলিলেন,—"আমরা আপনার কাছে বিনামূল্যে বিক্রীত। আমাদের কন্যাটির সন্ধান বলিয়া দিয়া এ উপকার সম্পূর্ণ করুন।"

জীবানন্দ মহেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "সে ভার আমার উপর রহিল। আপনারা পদচিহ্নে গমন করুন—সেইখানে কন্যাকে পাইবেন।"

অবশেষে পদচিহ্নে নূতন দুর্গমধ্যে সুখে সমবেত হইলেন—মহেন্দ্র, কল্যাণী, জীবানন্দ, শান্তি, নিমাই, নিমাইয়ের স্বামী, সুকুমারী।

তৃতীয়-চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উত্তর-বাঙ্গলা হাতছাড়া হইয়াছে ; কিন্তু ওয়ারেন হেষ্টিংস মনকে চোখ ঠারিবার লোক নহেন। অগৌণে সন্তান-শাসনার্থে মেজর এড্‌ওয়ার্ডস্ নামক দ্বিতীয় সেনাপতিকে নূতন সেনাসহ পাঠাইলেন।

এড্‌ওয়ার্ডস্ দেখিলেন যে, এ ইউরোপীয় যুদ্ধ নহে। শত্রুদিগের সেনা নাই, নগর নাই, রাজধানী নাই, দুর্গ নাই, অথচ সকলই তাহাদের অধীন। সাহেব খুঁজিয়া পান না, কোথা হইতে ইহারা পিপীলিকার মত এক এক রাত্রে নির্গত হইয়া, যে গ্রাম ইংরেজের বশীভূত হয়, তাহা দাহ করিয়া যায় অথবা অল্পসংখ্যক ব্রিটিশসেনা পাইলে তৎক্ষণাৎ সংহার করে। অনুসন্ধান করিতে করিতে সাহেব জানিলেন যে, পদচিহ্নে ইহারা দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সেইখানে আপনাদিগের অস্ত্রাগার ও ধনাগার রক্ষা করিতেছে। অতএব সেই দুর্গ অধিকার করা বিধেয় বলিয়া স্থির করিলেন।

চরের দ্বারা তিনি সংবাদ লইতে লাগিলেন যে, পদচিহ্নে কত সন্তান থাকে। যে সংবাদ পাইলেন, তাহাতে তিনি দুর্গ আক্রমণ করা বিধেয় বিবেচনা করিলেন না। মনে মনে এক অপূর্ব্ব কৌশল উদ্ভাবন করিলেন।

মাঘী পূর্ণিমা সম্মুখে উপস্থিত। তাঁহার শিবিরের অদূরবর্ত্তী নদীতীরে একটা মেলা হইবে। এবার মেলায় বড় ঘটা। অতএব যাবতীয় সন্তানগণের পূর্ণিমার দিন মেলায় একত্র সমাগম হইবে, এমন সম্ভাবনা। মেজর এড্‌ওয়ার্ডস্ বিবেচনা করিলেন যে,

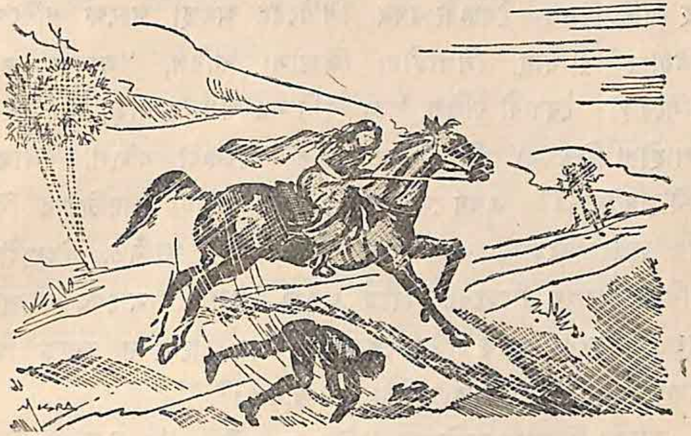
পদচিহ্নের রক্ষকদের সকলেরই মেলায় আসিবার সম্ভাবনা। সেই সময়ে পদচিহ্নে গিয়া দুর্গ অধিকৃত করিবেন।

এই অভিপ্রায় করিয়া মেজর রটনা করিলেন যে, তিনি মেলা আক্রমণ করিবেন ; এক ঠাঁই সকল বৈষ্ণব পাইয়া এক দিনে শত্রু নিঃশেষ করিবেন, বৈষ্ণবের মেলা হইতে দিবেন না।

এ সংবাদ গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইল। তখন যেখানে যে সন্তান-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, সে তৎক্ষণাৎ অস্ত্রগ্রহণ করিয়া মেলা-রক্ষার জন্য ধাবিত হইল। সকল সন্তানই নদীতীরে আসিয়া মাঘী পূর্ণিমায় মিলিত হইল। মেজর সাহেব যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহা ঠিক হইল। ইংরেজের সৌভাগ্যক্রমে মহেন্দ্র ফাঁদে পা দিলেন। মহেন্দ্র পদচিহ্নের দুর্গে অল্পমাত্র সৈন্য রাখিয়া অধিকাংশ সৈন্য লইয়া মেলায় যাত্রা করিলেন।

এ সকল কথা হইবার আগেই জীবানন্দ ও শান্তি পদচিহ্ন হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। তখন যুদ্ধের কোন কথা হয় নাই, যুদ্ধে তাঁহাদের তখন মন ছিল না। কিন্তু পথে যাইতে যাইতে তাঁহারা শুনিলেন যে, মেলায় সমবেত সন্তানদিগের সঙ্গে ইংরেজসৈন্যের মহাযুদ্ধ হইবে। তখন জীবানন্দ বলিলেন, "তবে যুদ্ধেই নামিব, শীঘ্র চল।"

তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র চলিলেন। পথ এক স্থানে একটা টিলার উপর দিয়া গিয়াছে। টিলায় উঠিয়া বীর-দম্পতি দেখিতে পাইলেন যে, নিম্নে কিছু দূরে ইংরেজের শিবির।



পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তখন দুইজনে কানে কানে কি পরামর্শ করিলেন, পরামর্শ করিয়া জীবানন্দ এক বনে লুকাইলেন। শান্তি আর এক বনে প্রবেশ করিয়া অদ্ভুত রহস্যে প্রবৃত্ত হইল।

শান্তি মরিতে যাইতেছিল, কিন্তু মৃত্যুকালে স্ত্রীবেশ ধরিবে, ইহা স্থির করিয়াছিল। জুয়াচুরি করিতে করিতে মরা হইবে না। সুতরাং ঝাঁপি-টেপারিটি সঙ্গে আনিয়াছিল। তাহাতে তাহার সজ্জা-সকল থাকিত। এখন নবীনানন্দ ঝাঁপি-টেপারি খুলিয়া বেশ পরিবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইল।

শান্তি একটি সারঙ্গ হস্তে বৈষ্ণবীবেশে ইংরেজশিবিরে দর্শন দিল। দেখিয়া সিপাহীরা বড় মাতিয়া গেল। কেহ টপ্পা, কেহ গজল, কেহ শ্যামাবিষয়, কেহ কৃষ্ণবিষয় ফরমাস করিয়া শুনিল। কেহ চাল দিল, কেহ ডাল দিল, কেহ মিষ্ট দিল, কেহ পয়সা দিল,

কেহ সিকি দিল। বৈষ্ণবী যখন শিবিরের অবস্থা স্বচক্ষে সবিশেষ দেখিয়া চলিয়া যায়, সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কবে আসিবে?" বৈষ্ণবী বলিল, "তা জানি না, আমার বাড়ী ঢের দূর।" সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করিল, "কত দূর?" বৈষ্ণবী বলিল, "আমার বাড়ী পদচিহ্নে।" এখন সেই দিন মেজর সাহেব পদচিহ্নের কিছু খবর লইতেছিলেন, একজন সিপাহী তাহা জানিত, বৈষ্ণবীকে ডাকিয়া কাপ্তেন সাহেবের কাছে লইয়া গেল। সাহেব তাহাকে মেজর সাহেবের কাছে লইয়া গেল। মেজর সাহেবের কাছে গিয়া বৈষ্ণবী খঞ্জনীতে আঘাত করিয়া গান ধরিল।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "টোমার বাড়ী কোঠা বিবি?"

বিবি বলিল, "আমি বিবি নই, বৈষ্ণবী। বাড়ী পদচিহ্নে।"

সাহেব। Where is that adsin padsin? হুঁয়া একটা গর হ্যায়?

বৈষ্ণবী বলিল, "ঘর?—কত ঘর আছে।"

সাহেব। গর নেই,—গর নেই,—গর—গর—

শান্তি। সাহেব, তোমার মনের কথা বুঝেছি। গড়?

সাহেব। ইয়েস, ইয়েস, গর। গর হ্যায়?

শান্তি। গড় আছে। ভারি কেল্লা।

সাহেব। কেট্টে আডমি?

শান্তি। গড়ে কত লোক থাকে? বিশ পঞ্চাশ হাজার।

সাহেব। নন্সেন্স! একটো কেল্লেমে ডো-চার হাজার রহে শক্তা। হুয়ি পর আবি হ্যায়? ইয়া নিকেল গিয়া?

শান্তি। আবার নেক্‌লাবে কোথা?

সাহেব। মেলামে—টোম্ কব্ আয়া হুয়াসে ?

শান্তি। কা'ল এসেছি সাহেব।

সাহেব। ও লোক আজ নিকেল গিয়া হোগা।

শান্তি মনে মনে ভাবিতেছিল যে, "তোমার বাপের শ্রাদ্ধের চাল যদি আমি না চড়াই, তবে আমার রসকলি কাটাই বৃথা। কতক্ষণে শিয়ালে তোমার মুণ্ড খাবে, আমি দেখবো।" প্রকাশ্যে বলিল, "সাহেব, তা সাহেব, হ'তে পারে, আজ বেরিয়ে গেলে যেতে পারে। অত খবর আমি জানি না, বৈষ্ণবী মানুষ, গান গেয়ে ভিক্ষা-শিক্ষা ক'রে খাই, অত খবর রাখি নে। ব'কে ব'কে গলা শুকিয়ে উঠলো, পয়সা দাও—উঠে চ'লে যাই। আর ভাল ক'রে বকসিস দাও তো, না হয় পরশু এসে ব'লে যাব।"

সাহেব ঝনাৎ করিয়া একটা নগদ টাকা ফেলিয়া দিয়া বলিল,— "পরশু নেহি, বিবি !"

শান্তি বলিল, "দূর বেটা, বৈষ্ণবী বল্, বিবি কি ?"

এডওয়ার্ডস। পরশু নেহি, আজ রাত্‌কো হামকো খবর মিল্‌না চাহিয়ে।

শান্তি। বন্দুক মাথায় দিয়ে সরাপ টেনে সরিষার তেল নাকে দিয়ে ঘুমো। আজ আমি দশ কোশ রাস্তা যাব—আসবো—ওকে খবর এনে দেব। ছুঁচো বেটা কোথাকার !

এড। ছুঁচো বেটা কেস্কা কয়তা হ্যায় ?

শান্তি। যে বীর—ভারি জাঁদ্‌রেল।

এড। Great General হাম হো শক্তা হ্যায়—ক্লাইবকো মাফিক। লেকেন আজ হাম্‌কো খবর মিলনে চাহিয়ে। শওরূপেয়া বক্‌সিস্ দেঙ্গে।

শান্তি। শও দাও, আর হাজার দাও ; বিশ ক্রোশ এ দুখানা ঠেঙ্গে হবে না।

এড। ঘোড়ে পর ?

শান্তি। ঘোড়ায় চড়তে জান্‌লে আর তোমার তাঁবুতে এসে সারেঙ্গ বাজিয়ে ভিক্ষে করি ?

এড। গদী পর লে যায় গা।

শান্তি। কোলে বসিয়ে নিয়ে যাবে, আমার লজ্জা নাই ?

এড। ক্যা মুস্কিল, পান্‌শো রূপেয়া দেঙ্গে।

শান্তি। কে যাবে, তুমি নিজে যাবে ?

সাহেব তখন অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান লিণ্ড্‌লে নামক একজন যুবা এনসাইন্‌কে দেখাইয়া তাহাকে বলিলেন, "লিণ্ড্‌লে, তুমি যাবে ?" লিণ্ড্‌লে বলিল, "আহ্লাদপূর্ব্বক।"

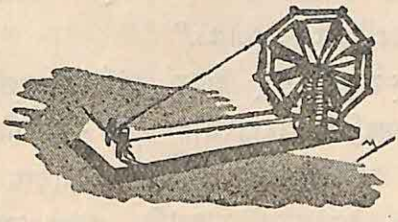
তখন ভারী একটা আরবী ঘোড়া সজ্জিত হইয়া আসিলে লিণ্ড্‌লেও তৈয়ার হইল। ঘোড়া ধীরে ধীরে হাঁটাইয়া চলিল। শান্তি পশ্চাৎ পশ্চাৎ হাঁটিয়া চলিল। এইরূপে তাহারা শিবিরের বাহিরে আসিল।

শিবিরের বাহিরে আসিলে নির্জ্জন প্রান্তর পাইয়া শান্তি লিণ্ড্‌লের পায়ের উপর পা দিয়া এক লাফে ঘোড়ায় চড়িল। লিণ্ড্‌লে হাসিয়া বলিল, "তুমি যে পাকা ঘোড়সওয়ার।"

শান্তি বলিল, আমরা এমন পাকা ঘোড়সওয়ার যে, তোমার সঙ্গে চলিতে লজ্জা করে। ছিঃ! রেকাব পায়ে দিয়ে ঘোড়ায় চড়া !"

একবার বড়াই করিবার জন্য লিণ্ডলে রেকাব হইতে পা তুলিয়া লইল। শান্তি অমনি নির্ব্বোধ ইংরেজের গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া ঘোড়া হইতে ফেলিয়া দিল। শান্তি তখন অশ্বপৃষ্ঠে রীতিমত আসন গ্রহণ করিয়া ঘোড়ার পেটে মলের ঘা মারিয়া, বায়ুবেগে আরবীকে ছুটাইয়া দিল। শান্তি চারি বৎসর সন্তানসৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া অশ্বারোহণ বিদ্যাও শিখিয়াছিল। তা না শিখিলে জীবানন্দের সঙ্গে কি বাস করিতে পারিত? লিণ্ডলে পা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া রহিলেন। শান্তি বায়ুবেগে অশ্বপৃষ্ঠে চলিল।

যে বনে জীবানন্দ লুকাইয়া ছিলেন, শান্তি সেইখানে গিয়া জীবানন্দকে সকল সমাচার অবগত করাইল। জীবানন্দ বলিলেন, "তবে আমি শীঘ্র গিয়া মহেন্দ্রকে সতর্ক করি। তুমি মেলায় গিয়া সত্যানন্দকে খবর দাও। তুমি ঘোড়ায় যাও—প্রভু যেন শীঘ্র সংবাদ পান।" তখন দুইজনে দুই দিকে ধাবিত হইল। বলা বৃথা, শান্তি আবার নবীনানন্দ হইল।





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এডওয়ার্ডস পাকা ইংরেজ। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তাঁহার লোক ছিল। শীঘ্র তাঁহার নিকটে খবর পোঁছিল যে, সেই বৈষ্ণবীটা লিণ্ডলে সাহেবকে ফেলিয়া দিয়া আপনি ঘোড়ায় চড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। শুনিয়াই এডওয়ার্ডস্ বলিলেন, "An imp of Satan! Strike the tents."

তখন ঠক্ ঠক্ খটাখট্ তাম্বুর খোঁটায় মুগুরের ঘা পড়িতে লাগিল। মেঘরচিত অমরাবতীর ন্যায় বস্ত্রনগরী অন্তর্হিত হইল। মালগাড়ীতে বোঝাই হইল। মানুষ ঘোড়ায় অথবা আপনার পায়ে। হিন্দু, মুসলমান, মাদরাজি, গোরা বন্দুক ঘাড়ে মস্মস্ করিয়া চলিল। কামানের গাড়ী ঘড়োর ঘড়োর করিতে করিতে চলিল।

এ দিকে মহেন্দ্র সন্তানসেনা লইয়া ক্রমে মেলার পথে অগ্রসর। সেই দিন বৈকালে মহেন্দ্র ভাবিলেন, বেলা পড়িয়া আসিল, শিবির-সংস্থাপন করা যাক।

শিবিরোপযোগী নিকটে একটি স্থান ছিল। একটা বড় বাগান—আম, কাঁটাল, বাবলা, তেঁতুল। মহেন্দ্র আজ্ঞা দিলেন, "এইখানেই শিবির কর।" তারই পাশে একটা টিলা ছিল, উঠিতে বড় বন্ধুর। মহেন্দ্র একবার ভাবিলেন, এ পাহাড়ের উপর শিবির করিলে হয়। স্থানটা দেখিয়া আসিবেন মনে করিলেন।

এই ভাবিয়া মহেন্দ্র অশ্বে আরোহণ করিয়া ধীরে ধীরে টিলার উপরে উঠিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কিছু দূর উঠিলে পর এক যুবা বৈষ্ণব সেনার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বলিল, "চল, টিলায় চড়।" নিকটে যাহারা ছিল, তাহারা বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন?"

যোদ্ধা এক মৃত্তিকাস্তূপের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "চল, এই জ্যোৎস্নারাত্রে ঐ পর্ব্বতশিখরে নূতন বসন্তের নূতন ফুলের গন্ধ শুঁকিতে শুঁকিতে আজ আমাদের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে।" সন্তানেরা দেখিল, সেনাপতি জীবানন্দ। তখন 'হরে মুরারে' উচ্চ শব্দ করিয়া যাবতীয় সন্তানসেনা বল্লমে ভর দিয়া উঁচু হইয়া উঠিল এবং সেই সেনা জীবানন্দের অনুকরণ পূর্ব্বক বেগে টিলার উপর আরোহণ করিতে লাগিল। একজন সজ্জিত অশ্ব আনিয়া জীবানন্দকে দিল। দূর হইতে মহেন্দ্র দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন, এ কি এ? না বলিতে ইহারা আসে কেন?

এই ভাবিয়া মহেন্দ্র ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া চাবুকের ঘায়ে ধোঁয়া উড়াইয়া দিয়া পর্ব্বত অবতরণ করিতে লাগিলেন।

সন্তানবাহিনীর অগ্রবর্ত্তী জীবানন্দের সাক্ষাৎ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ আবার কি আনন্দ ?"

জীবানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "আজ বড় আনন্দ। টিলার ওপিঠে এডওয়ার্ডস সাহেব। যে আগে উপরে উঠিবে তারই জিত।"

তখন জীবানন্দ সন্তানসৈন্যের প্রতি ডাকিয়া বলিলেন, "চেন তোমরা ? আমি জীবানন্দ গোস্বামী। সহস্র শত্রুর প্রাণবধ করিয়াছি।"

তুমুল নিনাদে কানন-প্রান্তর সব ধ্বনিত করিয়া শব্দ হইল, "চিনি আমরা ! তুমি জীবানন্দ গোস্বামী।"

জীব। বল "হরে মুরারে !"

কানন-প্রান্তর সহস্র সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "হরে মুরারে !"

জীব। টিলার ওপিঠে শত্রু। আজই এ স্তূপশিখরে সন্তানেরা রণ করিবে। দ্রুত আইস, যে আগে শিখরে উঠিবে সেই জিতিবে। বল, "বন্দে মাতরম্ !"

তখন কানন-প্রান্তর ধ্বনিত করিয়া গীতধ্বনি উঠিল "বন্দে মাতরম্ !" ধীরে ধীরে সন্তানসেনা পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিতে লাগিল ; কিন্তু তাহারা সহসা দেখিল, মহেন্দ্রসিংহ অতি দ্রুতবেগে স্তূপ হইতে অবতরণ করিতে করিতে তূর্য্যনিনাদ করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে শিখরদেশে নীলাকাশপটে কামান-শ্রেণীর সহিত ইংরেজের গোলন্দাজ সেনা শোভিত হইয়াছে। উচ্চৈঃস্বরে বৈষ্ণবী সেনা গায়িল—

"তুমি বিদ্যা তুমি ভক্তি,
তুমি মা বাহুতে শক্তি,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।"

কিন্তু ইংরেজদের কামানের "গুড়ুম গুড়ুম গুম" শব্দে সে মহাগীতি ভাসিয়া গেল। শত শত সন্তান হত-আহত হইয়া অস্ত্র-শস্ত্র সহিত টিলার উপর শুইল। জীবানন্দ একবারমাত্র মহেন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়া বলিলেন, "আজ শেষ। এস, এখানেই মরি।"

জীবানন্দ অশ্বপৃষ্ঠে উঁচু হইয়া বহুদূর পশ্চাৎস্থিত মহেন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাই, নবীনানন্দকে বলিও, আমি চলিলাম, লোকান্তরে সাক্ষাৎ হইবে।"

এই বলিয়া সেই বীরপুরুষ লৌহবৃষ্টিমধ্যে বেগে অশ্বচালনা করিলেন, বামহস্তে বল্লম, দক্ষিণে বন্দুক, মুখে 'হরে মুরারে! হরে মুরারে! হরে মুরারে!'

পলায়নপর সন্তানদিগকে মহেন্দ্র ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, একবার তোমরা ফিরিয়া জীবানন্দ গোঁসাইকে দেখ। দেখিলে মরিবে না।"

ফিরিয়া কতকগুলি সন্তান জীবানন্দের অমানুষী কীর্ত্তি দেখিল; প্রথমে বিস্মিত হইল, তার পর বলিল, "জীবানন্দ মরিতে জানে, আমরা জানি না?"

এই কথা শুনিয়া কতক সন্তান ফিরিল! তাহাদের দেখাদেখি আরও কতকগুলি ফিরিল, তাহাদের দেখাদেখি আরও কতকগুলি ফিরিল। বড় একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। জীবানন্দ শত্রুব্যূহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সন্তানেরা আর কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

এদিকে সমস্ত রণক্ষেত্র হইতে সন্তানগণ দেখিতে পাইল যে কতক সন্তানেরা আবার ফিরিতেছে। সকলেই মনে করিল, সন্তানের জয় হইয়াছে, সন্তান শত্রুকে তাড়াইয়া যাইতেছে। তখন সমস্ত সন্তানসৈন্য মার মার শব্দে ফিরিয়া ইংরেজ-সৈন্যের উপর ধাবিত হইল।

এদিকে ইংরেজ-সেনার মধ্যে একটা ভারী হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সিপাহীরা যুদ্ধে আর যত্ন না করিয়া দুই পাশ দিয়া পলাইতেছে, গোরারাও ফিরিয়া সঙ্গীন খাড়া করিয়া শিবিরাভিমুখে ধাবমান হইতেছে। ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া মহেন্দ্র দেখিলেন, টিলার শিখরে অসংখ্য সন্তানসেনা দেখা যাইতেছে। তাহারা বীরদর্পে অবতরণ করিয়া ইংরেজ-সেনা আক্রমণ করিতেছে। তখন সন্তান-গণকে ডাকিয়া বলিলেন, "সন্তানগণ! ঐ দেখ, শিখরে প্রভু সত্যানন্দ গোস্বামীর ধ্বজা দেখা যাইতেছে। আজ স্বয়ং মুরারি মধুকৈটভনিসূদন কংসকেশি-বিনাশন রণে অবতীর্ণ—লক্ষ সন্তান স্তূপপৃষ্ঠে। বল হরে মুরারে! হরে মুরারে! লক্ষ সন্তান টিলার পিঠে।"

তখন "হরে মুরারে"র ভীষণ ধ্বনিতে কানন-প্রান্তর মথিত হইতে লাগিল। সকল সন্তান মা ভৈঃ মা ভৈঃ রবে অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায় সর্ব্বজীব বিমোহিত করিল। তেজে মহেন্দ্রের বাহিনী উপরে আরোহণ করিতে লাগিল। শিলা-প্রতিঘাত-প্রতিপ্রেরিত নির্ঝরিণীর মত রাজসেনা বিলোড়িত, স্তম্ভিত, ভীত হইল। সেই সময়ে পঞ্চবিংশতি সহস্র সন্তানসেনা লইয়া সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী শিখর হইতে সমুদ্র-প্রপাতবৎ তাহাদের উপর বিক্ষিপ্ত হইলেন। তুমুল যুদ্ধ হইল।

যেমন দুই খণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরের সঙ্ঘর্ষে ক্ষুদ্র মক্ষিকা নিষ্পেষিত হইয়া যায়, তেমনি দুই সন্তানসেনা-সঙ্ঘর্ষে সেই বিশাল রাজসৈন্য নিষ্পেষিত হইল।

ওয়ারেন হেষ্টিংসের কাছে সংবাদ লইয়া যায়, এমন লোক রহিল না।



সপ্তম পরিচ্ছেদ

পূর্ণিমার রাত্রি।—সেই ভীষণ রণক্ষেত্র এখন স্থির। সেই ঘোড়ার দড়দড়ি, বন্দুকের কড়কড়ি, কামানের গুম্‌গুম্—সর্ব্বব্যাপী ধূম আর কিছুই নাই। কেহ হুর্‌রে বলিতেছে না, কেহ হরিধ্বনি করিতেছে না। শব্দ করিতেছে—কেবল শৃগাল, কুক্কুর, গৃধিনী। সর্ব্বোপরি আহত ব্যক্তির ক্ষণিক আর্ত্তনাদ। কেহ ছিন্নহস্ত, কেহ ভগ্নমস্তক, কাহারও পা ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও পঞ্জর বিদ্ধ হইয়াছে, কেহ কেহ ডাকিতেছে, বাপ! কেহ চায় জল, কাহারও কামনা মৃত্যু। বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, ইংরেজ, মুসলমান একত্র জড়াজড়ি; জীয়ন্তে মৃতে, মনুষ্য অশ্বে মিশামিশি ঠেসাঠেসি হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সেই মাঘমাসের পূর্ণিমার রাত্রে দারুণ শীতে উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে রণভূমি অতি ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল। সেখানে আসিতে কাহারও সাহস হয় না।

কাহারও সাহস হয় না, কিন্তু নিশীথকালে এক রমণী সেই অগম্য রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিল। একটি মশাল জ্বালিয়া সেই শবরাশির মধ্যে সে কি খুঁজিতেছিল? প্রত্যেক মৃতদেহের মুখের কাছে মশাল লইয়া মুখ দেখিয়া, আবার অন্য শবের কাছে মশাল লইয়া যাইতেছিল। এইরূপ অনুসন্ধান করিয়া যুবতী সকল মাঠ ফিরিল—যা খুঁজে, তা কোথাও পাইল না। তখন মশাল ফেলিয়া সেই শবরাশিপূর্ণ রুধিরাক্ত ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। সে শান্তি, জীবানন্দের দেহ খুঁজিতেছিল।

শান্তি লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, এমন সময়ে এক অতি মধুর সকরুণ ধ্বনি তাহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। কে যেন বলিতেছে, "উঠ মা! কাঁদিও না!" শান্তি চাহিয়া দেখিল—দেখিল, সম্মুখে জ্যোৎস্নালোকে দাঁড়াইয়া এক অপূর্ব্বদৃশ্য প্রকাণ্ডাকার জটাজুটধারী মহাপুরুষ।

শান্তি উঠিয়া দাঁড়াইল। যিনি আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "কাঁদিও না মা! জীবানন্দের দেহ আমি খুঁজিয়া দিতেছি, তুমি আমার সঙ্গে আইস!"

তখন সেই পুরুষ শান্তিকে রণক্ষেত্রের মধ্যস্থলে লইয়া গেলেন; সেখানে অসংখ্য শবরাশি উপর্য্যুপরি পড়িয়াছে। শান্তি তাহা সকল নাড়িতে পারে নাই। সেই শবরাশি নাড়িয়া সেই মহা বলবান্ পুরুষ এক মৃতদেহ বাহির করিলেন। শান্তি চিনিল, সেই জীবানন্দের দেহ। সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত রুধিরে পরিপ্লুত। শান্তি সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

আবার তিনি বলিলেন, "কাঁদিও না মা! জীবানন্দ কি

মরিয়াছে ? স্থির হইয়া ইহার দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখ। আগে নাড়ী দেখ।”

শান্তি শবের নাড়ী টিপিয়া দেখিল, কিছুমাত্র গতি নাই।

মহাপুরুষ বাম হস্তে জীবানন্দের দেহ স্পর্শ করিলেন, “তুমি ভয়ে হতাশ হইয়াছ। তাই বুঝিতে পারিতেছ না—শরীরে কিছু তাপ এখনও আছে বোধ হইতেছে। আবার দেখ দেখি।”

শান্তি তখন আবার নাড়ী দেখিল, কিছু গতি আছে। বিস্মিত হইয়া হৃৎপিণ্ডের উপর হাত রাখিল—একটু ধক্ ধক্ করিতেছে। নাকের আগে অঙ্গুলি রাখিল—একটু নিঃশ্বাস বহিতেছে। মুখের ভিতর অল্প উষ্ণতা পাওয়া গেল। শান্তি বিস্মিত হইয়া বলিল, “প্রাণ ছিল কি ? না আবার আসিয়াছে ?”

তিনি বলিলেন, “তাও কি হয় মা ! তুমি উহাকে বহিয়া পুষ্করিণীতে আনিতে পারিবে ? আমি চিকিৎসক, উহার চিকিৎসা করিব।”

শান্তি অনায়াসে জীবানন্দকে কোলে তুলিয়া পুকুরের দিকে লইয়া চলিল। চিকিৎসক বলিলেন, “তুমি ইহাকে পুকুরে লইয়া গিয়া রক্ত সকল ধুইয়া দাও, আমি ঔষধ লইয়া যাইতেছি।”

শান্তি জীবানন্দকে পুষ্করিণীতীরে লইয়া গিয়া রক্ত ধৌত করিল। তখনই চিকিৎসক বন্য লতাপাতার প্রলেপ লইয়া আসিয়া সকল ক্ষতমুখে দিলেন, তার পর বারংবার জীবানন্দের সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইলেন। তখন জীবানন্দ এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া বসিলেন ; শান্তির মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “যুদ্ধে কার জয় হইল ?”

শান্তি বলিল, "তোমারই জয়। এই মহাত্মাকে প্রণাম কর।"

তখন উভয়ে দেখিল, কেহ কোথাও নাই। কাহাকে প্রণাম করিবে ?

নিকটে বিজয়ী সন্তানসেনার বিষম কোলাহল শুনা যাইতেছিল, কিন্তু শান্তি বা জীবানন্দ কেহই উঠিল না—সেই পূর্ণচন্দ্রের কিরণে সমুজ্জ্বল পুষ্করিণীসোপানে বসিয়া রহিল। জীবানন্দের শরীর ঔষধের গুণে অতি অল্প সময়েই সুস্থ হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন, "শান্তি! সেই চিকিৎসকের ঔষধের আশ্চর্য্য গুণ! আমার শরীরে আর কোন বেদনা বা গ্লানি নাই—এখন কোথায় যাইবে চল। ঐ সন্তান-সেনার জয়ের উৎসবের গোল শুনা যাইতেছে।"

শান্তি বলিল, "আর ওখানে না। মা'র কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে, এ দেশ সন্তানের হইয়াছে। আমরা রাজ্যের ভাগ চাহি না, এখন আর কি করিতে যাইব ?"

জী। তার পর ?

শা। তার পর হিমালয়ের উপর কুটীর প্রস্তুত করিয়া দুই জনে দেবতার আরাধনা করিব—যাতে মা'র মঙ্গল হয়, সেই বর মাগিব।

তখন দুইজনে উঠিয়া হাত ধরাধরি করিয়া জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথে অন্তর্হিত হইল।

হায়! আবার আসিবে কি মা! জীবানন্দের ন্যায় পুত্র, শান্তির ন্যায় কন্যা আবার গর্ভে ধরিবে কি ?
